The Most Circulated Bengali Newspaper in North America

শুক্রবারের পত্রিকা | উত্তর-আমেরিকায় বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত

সাপ্তাহিক আজকাল

find us online
www.ajkalusa.com
/weeklyajkal

The Weekly Ajkal | Vol.18, Issue 942 | 02 October 2026 | শুক্রবার ১৬ আশ্বিন ১৪৩৩

Tarique Rahman invited to visit Saudi Arabia, Qatar, and Kuwait

→ Page 18

US forces exit Iraq after two decades leaving opening for Iran

→ Page 19

Allegations of irregularities False; over $1 million held in the fund

→ Page 18

Pretty Sure Taylor Swift Threw an Under-the-Radar VMAs After-Party

→ Page 18

কানাডায় ১৩৬৮ বাংলাদেশি ডিপোর্টের অপেক্ষায়

আজকাল রিপোর্ট

৩৪০ বাংলাদেশিকে গত ৬ মাসে ডিপোর্ট করলো কানাডা। আরও ১ হাজার ৩৬৮ জন অপেক্ষায় রয়েছে। কানাডার অভিবাসন সংক্রান্ত আইন (ইমিগ্রেশন ল') আইন অমান্যই তাদের কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। কানাডা বর্ডার সার্ভিসেস এজেন্সির তথ্য অনুযায়ী, গত আগস্ট মাস পর্যন্ত কানাডা প্রশাসন সব মিলিয়ে মোট প্রায় ১৪ হাজার ৯০০ জন বিদেশিকে দেশ থেকে বহিষ্কার করেছে। এতে ভারতীয়দের সংখ্যাটা চমকে দেওয়ার মতো। ভারতের ৪ হাজার ২২৭ জন নাগরিককে বহিষ্কার করেছে। সিবিএস (কানাডিয়ান বর্ডার সার্ভিস) এর প্রকাশিত তথ্য বলছে, চলতি বছরের প্রথম আট মাসে অর্থাৎ জানুয়ারি থেকে গত ৩১ আগস্ট পর্যন্ত কানাডা যে প্রায় ১৩ হাজার ৯০০ জন বিদেশিকে বহিষ্কার করেছে। সেই তালিকায় সবচেয়ে বেশি নাম রয়েছে ভারতীয়দের। গত ৮ মাসে বাংলাদেশের ৩৪০ জনকে তাড়ালেও ভারতের ৪ হাজার ২২৭ জন নাগরিককে দেশে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে কানাডার সরকার। বহিষ্কারের তালিকায় ভারতীয় নাগরিকরাই শীর্ষে। দ্বিতীয় অবস্থানে মেক্সিকানরা। তাদেও সংখ্যা ২ হাজার ২৮২ জন। এই বহিষ্কার থেকে ডোনাল্ড ট্রাম্পের দেশ যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকরাও রেহাই পাননি। তাদের সংখ্যা ৬০১ জন। এছাড়াও রয়েছে কলম্বিয়ার ৫৮০ জন, হাইতির ৫৩৫ জন, রোমানিয়ার ৪৩৩। বহিষ্কারের সংখ্যায় বাংলাদেশিদের এরপর ১৩ পৃষ্ঠায়

আমেরিকান জনগনের প্রতি ইরানের খোলা চিঠি

আজকাল রিপোর্ট

আগামী ৩ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচন। এ নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পরিবর্তন হবে না। কিন্তু কংগ্রেসের উভয় কক্ষ সিনেট ৩২টি (মোট ১০০) ও হাউজের ৪৩৫টি আসনেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। কংগ্রেসের উভয় কক্ষেই রিপাবলিকান পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। অধিকাংশ জরিপে বলা হচ্ছে, ইরান যুদ্ধের কারণে ট্রাম্পের দল পরাজয় বরণ করবে এবং ডেমোক্রেটরা কংগ্রেসে মেজোরিটি পার্টি হিসেবে ফিরে আসবে। এতে ক্ষমতার ভারসাম্য তৈরি হবে ওয়াংটিনে। এমতাবস্থায় ইরান যুদ্ধই হয়ে উঠেছে মার্কিন রাজনীতির কেন্দ্র বিন্দু।নির্বাচনের আর ৩৩ দিন বাকী রয়েছে। এরপর ৩৪ পৃষ্ঠায়

ইসরায়েলের ওপর কেন ক্ষেপলো ডেমোক্র্যাটরা

আজকাল রিপোর্ট

ইসরায়েল ও প্যালেস্টাইন প্রশ্নে বদলে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতি। প্রধান বিরোধী দল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি নাটকীয়ভাবে ইসরায়েলের বিষয়ে ক্রমশ কঠোর ও শাস্তিমূলক অবস্থান গ্রহণ করছে। এরপর ৪৩ পৃষ্ঠায়

সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ প্রত্যাখান

সোসাইটির অ্যাকাউন্টে আছে মিলিয়ন ডলার

আজকাল রিপোর্ট

বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বর্তমান কমিটির বিরুদ্ধে একটি মহল আর্থিক অনিয়মসহ বিভিন্ন অভিযোগ করে আসছে। তাই সংবাদ সম্মেলন ডেকে মিথ্যা অভিযোগ প্রত্যাখান করেছেন সোসাইটির বর্তমান কমিটির নেতৃবৃন্দ। তাঁরা বলেন, কোন অর্থিক অনিয়মতো ঘটেইনি বরং এরপর ৫২ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রের মসজিদের ইমামকে বহিস্কারের রায়

আজকাল রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রের একটি মসজিদের ইমামকে বহিস্কারের পক্ষে আদেশ দিল আদালত। প্যালেস্টাইনে জন্ম নেয়া ফলিস্তিনি-আমেরিকান সালাহ সারসুরকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিস্কার করতে পারবে। সারসুর উইসকনসিনের বৃহত্তম মসজিদের সভাপতি এবং যুক্তরাষ্ট্রের একজন স্থায়ী বাসিন্দা। তাকে 'স্নায়ুযুদ্ধ যুগের' একটি আইনের আওতায় বহিষ্কারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আদালতের এই রায়ে যুক্তরাষ্ট্রের মুসলিম সমপ্রদায় তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। সারসুর এই রায়ের প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন, তার আইনি দল এই এরপর ৪৩ পৃষ্ঠায়

টেক্সাসে নিখোঁজের ৪ দিন পর মিললো বাংলাদেশি উবার চালকের মরদেহ

আজকাল রিপোর্ট

টেক্সাসে বাংলাদেশি উবার ড্রাইভার আলী আহমদের মৃতদেহ পাওয়া গেল নিখোঁজের ৪ দিন পর। তিনি আরভিং সিটিতে বসবাস করতেন। ২০১৭ সালে উন্নত জীবনের প্রত্যাশায় যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমিয়েছিলেন। নিহত আলী আহমদ সিলেটের এরপর ৫০ পৃষ্ঠায়

হার্ডলাইনে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

মাসুদ করিম, *ঢাকা থেকে*

বাংলাদেশের রাজনীতিতে চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবস্থা আরও নাজুক করে তুলেছে। ঢাকায় ছিনতাই নিত্যদিনের ঘটনা। কোন প্রতিকার নেই পুলিশের পক্ষ থেকে। ঢাকার মিরপুরে রাড্ডা ক্লিনিক রাতের আঁধারে গুঁড়িয়ে দেওয়া এবং সালমান মুক্তাদির নামের এক ইউটিউবারের স্টুডিও ভাংচুর নিয়ে সৃষ্টি হয় তুমুল আলোড়ন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান হার্ডলাইন অবস্থান নিয়েছেন। দলের অভ্যন্তরে শুদ্ধি অভিযান শুরু করেছেন। রাড্ডা ক্লিনিক ভাঙায় জড়িত থাকার অভিযোগে এমপি ফেরদৌসী আহমেদ বৃষ্টিকে পদত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি পদত্যাগ করেছেনও। নির্বাচন কমিশন তার শূন্য আসনে ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করবে। এদিকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর অভিযান শুরু হয়েছে। এসব পদক্ষেপের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী তার নিজের দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জন্যে সতর্কবার্তা দিলেন। এরপর ৫২ পৃষ্ঠায়

বিশ্বনেতাদের প্রশংসায় ভাসছেন পাইলট স্মিত মচ্ছর

আজকাল রিপোর্ট

মধ্য আকাশে সহকারী পাইলটের হামলায় গুরুতর আহত হলেন পাইলট। তবুও বিমানের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখলেন। বড় এরপর ৫০ পৃষ্ঠায়

এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও
মেডিকেল ম্যালপ্র্যাক্টিস
বিনামুল্যে পরামর্শ
এটর্নি বাসায় ও হাসপাতালে নিয়ে যাবে
Call : +1(866) 664 6529
For appointments only

Computer Support/Job?
ডাটা রিকভারি, নেটওয়ার্কিং, AI সফটওয়্যার
ট্যাক্স কোর্স ও কম্পিউটারের চাকুরী
২৫ বছরের অভিজ্ঞ প্রফেশনালদের পরামর্শ ও সহায়তা নিন।
(929) 665 2500
Tired of Driving? Get office Job

এসাইলাম সেন্টার/স্টপ ডিপোর্টেশন
আমেরিকায় গ্রীনকার্ড / বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন
রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক বৈষম্যের প্রেক্ষিতে নিপীড়ন,নাগরিক অথবা মানবধিকার লঙ্ঘণের প্রেক্ষিতে একটি এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।
কেন আমাদের কাছে আসবেন
★ আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্বর যোগাযোগ করুন।
★ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসাবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরূহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপির সর্বাধিক কেইস আমরাই জয়লাভ করেছি।)
★ ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
★ আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
★ ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ডিভোর্স/ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
★ দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকা ATTORNEY-দের সাহায্য নিয়ে এই দেশে আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
কেন আমরা অন্যদের চেয়ে আলাদা
আমেরিকার ৫০টি স্টেটে সফলতার সাথে ইমিগ্রেশন মামলা পরিচালনা করি
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি
আপনার আইনী সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়
৩৭-৪৮ ৭২ স্ট্রীট, ২য় তলা, জ্যাকসন হাইটস্, নিউইয়র্ক ১১৩৭২
ই-মেইল: legalnetwork.us@gmail.com
ফোন: 917-722-1405 or 718-524-9777
All of our services are provided bz third-party professionals
Visit us : www.legalnetworkusa.com

BISMILLAH
HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
১০টি কালার (কালার চিকেন) চিকেন কিনলে ২টি ফ্রি
(অথবা ৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি
এখানে বাংলাদেশের সব ধরণের মাছ পাওয়া যায় ৩টি হার্ড চিকেন $20.99
নিউইয়র্ক শরীয়াহ বোর্ড অনুমোদিত SBNY
37-15 55th St. Woodside NY-11377. Phone: 718.205.7200
We accept all major credit cards
ফ্রি ডেলিভারী

সরকারী অনুদানে বাসা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান?
GREE MECHANICAL YONKERS
সরকারী অনুদানে $8000-$10000 ডলার।
বিস্তারিত জানতে কল করুন
914-222-9477, 914-989-0089
Gree Mechanical Yonkers
1900 Central Park Ave,Yonkers NY 10710
তোফায়েল চৌধুরী

MEGA insurance BROKERAGE
TLC UBER, LYFT, YELLOWCAB, BLACK CAR
ইন্স্যুরেন্সের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
আমরা দিচ্ছি ফ্রি কোটেশন সুবিধা
TAXI-LIMOUSINE INSURANCE EXPERT
WE OFFER DMV/TLC SERVICES & CLAIMS
RAJIB AHMED
PRESIDENT & CEO
LICENSED REAL ESTATE EXPERT
DIRECT: 718-730-5290 OFFICE: 212-721-0001
32-47 57TH ST, WOODSIDE, NY 11377

MORTGAGE MORTGAGE MORTGAGE
PURCHASE OR REFINANCE
Call Nasir Today
TO SEE IF YOU CAN GET PRE APPROVED
917-400-5728
Nasiruddin M Laskar
NMLS ID 1312055

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR
ADULT DAYCARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
Health Insurance for New Yorkers
elderplan
a participating agency of MJHS Health System
Anthem
Hamaspik
MANAGED CARE
RiverSpring Living
MetroPlus Health
S W H
Senior Whole Health
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
FUHAD HUSSAIN
CCO
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CFO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
SNG
SHAH NAWAZ GROUP
Design by: ihopeprint.com, 929-536-7903
CONTACT US:
Off: 718-516-3424
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
86-11 101 Avenue,
Ozone Park, NY 11416

৮৩ লাখ শরণার্থী জরুরি সহায়তা হারানোর ঝুঁকিতে

আজকাল রিপোর্ট

জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআর সতর্ক করে বলেছে, দাতারা ব্যাপকহারে অর্থায়ন কাটছাঁট করায় তাদের সহায়তা কার্যক্রম ভেঙে পড়ায় প্রায় ৮৩ লাখ শরণার্থী ও বাস্তুচ্যুত মানুষ তাদের জরুরি সহায়তা হারানোর ঝুঁকিতে রয়েছে। গত মঙ্গলবার এক প্রতিবেদনে সংস্থাটি জানায়, আর্থিক সাহায্যে দীর্ঘস্থায়ী ও ক্রমবর্ধমান ঘাটতির কারণে শরণার্থী, অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত মানুষ এবং রাষ্ট্রহীনদের সুরক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের সক্ষমতা সংকুচিত হয়ে আসছে। ইউএনএইচসিআর জানায়, ২০২৪ সালে তারা ৫ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলারের অনুদান পেয়েছিল, যা ২০২৫ সালে কমে ৩ দশমিক ৯ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। অথচ সাহায্যের অপেক্ষায় থাকা মানুষের সংখ্যা এখন অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি।

সংস্থাটি আরও জানায়, চলতি বছর শরণার্থীদের সুরক্ষার জন্য তাদের অন্তত ৮ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু জুলাই মাস পর্যন্ত তারা এর মাত্র ৩২ শতাংশ বা ২ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলার পেয়েছে। এর অর্থ হলো, প্রায় ৮৩ লাখ বাস্তুচ্যুত মানুষ ইউএনএইচসিআরের সাহায্য পাওয়ার সুযোগ হারানোর ঝুঁকিতে রয়েছে। ইউএনএইচসিআর আরও বলেছে, তহবিল কাটছাঁট অব্যাহত থাকায় বিশ্বের প্রধান শরণার্থী এলাকাগুলোতে সহায়তা ও সুরক্ষামূলক ব্যবস্থাগুলো ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। সংস্থাটি জানায়, তারা তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো টিকিয়ে রাখতে বিভিন্ন সংস্কার ও অগ্রাধিকার নির্ধারণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু অর্থের এই ঘাটতি এতটাই বড় এবং দীর্ঘস্থায়ী যে, এখন তাদের জরুরি কাজগুলোও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। ইউএনএইচসিআরের এক্সটারনাল রিলেশনস প্রধান এরপর ২৯ পৃষ্ঠায়

আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের অনুষ্ঠানে বক্তারা

বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতাই মানুষ দেখতে চায়

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের ১৮ বছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে নিউইয়র্কে সেমিনার এবং মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। গত ২৯ সেপ্টেম্বর (মঙ্গলবার) উডসাইডস্থ গুলশান টেরেস মিলনায়তনে আয়োজিত সেমিনারের প্রতিপাদ্য ছিল 'বিশ্বব্যাপী মিডিয়া অস্তিত্ব সংকটে'। আলোচনা সভায় বক্তারা বাংলাদেশের মিডিয়া, যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত সাংবাদিকদের কর্মজীবন এবং বিশ্বব্যাপী মিডিয়ার গতি-প্রকৃতি ও কৌশল বদলে যাওয়া নিয়ে এরপর ৩৪ পৃষ্ঠায়

ড্রোন হামলায় বরিস জনসন কি টার্গেট ছিলেন!

আজকাল রিপোর্ট

ইউক্রেনের পশ্চিমাঞ্চলে পোল্যান্ড সীমান্তের কাছে একটি ট্রেনে রুশ ড্রোন হামলার ঘটনা ঘটেছে। হামলার মাত্র কিছুক্ষণ আগে একই রেলপথ দিয়ে যাওয়া অন্য একটি ট্রেনে ছিলেন সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনসহ ইউরোপের শীর্ষ নিরাপত্তা কর্মকর্তারা। তবে হামলার ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। তিনি ওই হামলার টার্গেট ছিলেন কি-না তা নিয়ে গুঞ্জন চলছে। ইউক্রেনের রাষ্ট্রীয় রেলওয়ে সংস্থা উক্রজালিজনিতসিয়া জানিয়েছে, পশ্চিমাঞ্চলীয় এরপর ৩৪ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কে এমপি সারোয়ার আলমগীরকে সংবর্ধনা

আজকাল রিপোর্ট

ফটিকছড়ির এমপি সারোয়ার আলমগীরকে সংবর্ধনা দিয়েছে নিউইয়র্কের চট্টগ্রামবাসী। গতকাল ২৫ সেপ্টেম্বর চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড এলাকায় রাঁধুনী রেস্টুরেন্টে চট্টগ্রাম সমিতির প্রধান উপদেষ্টা ও সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ হানিফের উদ্যোগে এ সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়।

মোহাম্মদ হানিফের সভাপতিত্বে এবং চট্টগ্রাম সমিতি নিউইয়র্কের সাধারণ সম্পাদক মো. আরিফুল ইসলামের পরিচালনায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলওম্যান শাহানা হানিফ, চট্টগ্রাম সমিতির সাবেক সভাপতি কাজী শাখাওয়াত হোসেন আজম, বর্তমান সভাপতি আবু তাহের, ওয়াশিংটন ডিসি থেকে আগত কবি ও লেখক এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

ওজনপার্কে 'সেলিম-আলী' প্যানেলের নির্বাচনী অফিস উদ্বোধন

আজকাল রিপোর্ট

বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী 'সেলিম-আলী' প্যানেলের ওজনপার্কের নির্বাচনী অফিস উদ্বোধন করা হয়েছে। কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ ও প্যানেলের প্রার্থীদের উপস্থিতিতে দোয়া মাহফিলের মধ্যদিয়ে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় গত ২৮ সেপ্টেম্বর ওজনপার্কের ১০১ এভিনিউর উপর নির্বাচনী অফিস উদ্বোধন করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন স্থানীয় আল আমান মসজিদের ইমাম মাওলানা নূরুল ইসলাম। দোয়ায় সোসাইটির সাবেক সভাপতি এরপর ৩৪ পৃষ্ঠায়

দি অপটিমিস্টস'র ২৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান ১১ অক্টোবর

আজকাল রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আন্তর্জাতিক সেবামূলক সংস্থা দি অপটিমিস্টস'র ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বার্ষিক ফান্ডরেইজিং ও গেট-টুগেদার-২০২৬ আগামী ১১ অক্টোবর আয়োজন করা হয়েছে। এটি কেবল একটি তহবিল সংগ্রহের আয়োজন নয়, বরং ২৫ বছরের অর্জনের আনন্দময় উৎসব, মিলনমেলা এবং সাফল্য-ব্যর্থতার মূল্যায়ন, যেখানে আমরা খুঁজে নেবো দীর্ঘমেয়াদী কল্যাণের প্রণোদনা। দারিদ্র্যের কাছে পরাজয় মানতে অস্বীকার করা এসব প্রতিশ্রুতিশীল তরুণদের স্বপ্ন বাস্তবায়নে এইবার্ষিক ফান্ডরেইজিং ও গেট-টুগেদার ২০২৬' আরেকটি মাইলফলকে ভিত্তিতে পরিণত হবে বলে। শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়ার দীর্ঘ পথপরিক্রমায় প্রতি বছরের মতো অপটিমিস্টসের এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

ম্যানহাটনে মুসলিম ডে প্যারেড অনুষ্ঠিত

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কের মুসলিম কমিউনিটির স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে ২৭ সেপ্টেম্বর ম্যানহাটনে মুসলিম ডে প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রবল বৃষ্টি উপেক্ষা করে গত বিপুলসংখ্যক মুসলিম এ প্যারেডে অংশ নেন। শিশুদের হাত ধরে অভিভাবক, শিক্ষার্থী, শিক্ষক, ইমাম এবং বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠনের প্রতিনিধিরা সমবেত হন। বৃষ্টিভেজা ম্যাডিসন অ্যাভিনিউতে তাঁদের উপস্থিতি মুসলিম সম্প্রদায়ের ঐক্য, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও শান্তির বার্তাকে এরপর ১৩ পৃষ্ঠায়

GEHI & ASSOCIATES
Attorneys and Counselors at Law
www.gehilaw.com
JACKSON HEIGHTS OFFICE
ফ্রি কনসালটেশন
74-09-37th Ave, Suite:205, Jackson Heights, NY-11372. TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 TEL: 718-764-6911

Naresh Gehi, Esq.

ইমিগ্রেশন ব্যাংক্র্যাপসি ক্রেডিট কার্ড মেটার ডিভোর্স চাইল্ড কাস্টডি চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন সিটিজেনশিপ সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং।
• Do you want apply for a green card? • Are you being deported? • Are you having credit card problems?
• Are you unable to pay your debts? • Has your bank account been sealed?
• Are you getting harrassed by creditors?
IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.
ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTHING TO THEIR CREDITORS. PRIOR RESULTS DO NOT GUARANTEE FUTURE OUTCOME.
আমাদের রয়েছে বাঙালি স্টাফ, আমরা বাংলায় কথা বলি।

Asif Mortuza

আমরা ৭ দিন খোলা
We are open 7 days
Call: 718-263-5999
• তুলনামূলকভাবে কম ফি • সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

NY I
NY INSURANCE BROKERAGE

NY INSURANCE BROKERAGE INC

আপনি কি TLC প্লেট নিতে চান??

NY INSURANCE দিচ্ছে আপনাকে সেই সুযোগ

যারা কোভিড-১৯ কালিন সময়ে (মার্চ ৭, ২০২০ থেকে সেপ্টেম্বর ১২, ২০২২)
প্লেট সারেন্ডার করেছেন কিন্তু নতুন করে প্লেট নেন নি,
তাদের জন্য টিএলসি নতুন করে প্লেট দিচ্ছে।

এই সুযোগ গ্রহন করতে চাইলে NY INSURANCE-এ দ্রুত যোগাযোগ করুণ

CONTACT US:

SCAN ME

718-476-2025

71-16 35th Avenue, Jackson Heights, NY 11372
office@nyinsuranceb.com www.nyinsurancebrokerage.us

Design & Print by: Ihopeprint.com, 929-538-7903

সম্পাদকীয়

রোহিঙ্গা নিয়ে তারেক রহমানের সময় উপযোগী ৫ প্রস্তাব

বাংলাদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গাদের নিরাপদে তাদের দেশ মিয়ানমারে ফেরত পাঠাতে জাতিসংঘে রোহিঙ্গা সংকট বিষয়ক উচ্চ পর্যায়ের কমিটির বৈঠকে পাঁচটি প্রস্তাব তুলে ধরেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলেছেন, "আমরা চাই তারা নিরাপদে, স্বেচ্ছায়, মর্যাদার সঙ্গে এবং তাদের অধিকার সুরক্ষিত রেখে মিয়ানমারে নিজ ঘরে ফিরে যাক। বাংলাদেশ মানবিকতার সঙ্গে তার দায়িত্ব পালন করেছে। এখন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কেও দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে তার দায়িত্ব পালন করতে হবে। বিশ্ব দরবারে এই সমস্যা ও তার সমাধানে সময় উপযোগী প্রস্তাব তুলে ধরেছেন। আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশে ১২ লাখ রোহিঙ্গার উল্লেখ থাকলেওবাস্তবে তা ২০ লাখের চেয়েও বেশি। এখনই এর সমাধান না করতে পারলে বাংলাদেশ এক কঠিন সংকটে পড়বে।

> "কিন্তু ২০১৭ সালে মিয়ানমারে সহিংসতার পর সামগ্রিক সংকট পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে। নয় বছরেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশ এক বিশাল মানবিক দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে।" 'সংকটের সমাধান মিয়ানমারকে করতে হবে। রোহিঙ্গা সংকটের উৎপত্তি মিয়ানমারে। ফলে এর সমাধানও মিয়ানমারেই নিহিত বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

প্রধানমন্ত্রীর ৫ প্রস্তাব

আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক অংশীজনদের রোহিঙ্গাদের দ্রুত, নিরাপদ, স্বেচ্ছামূলক, মর্যাদাপূর্ণ ও টেকসইভাবে মিয়ানমারে প্রত্যাবাসনের জন্য একটি সুস্পষ্ট ও বিশ্বাসযোগ্য রোডম্যাপ প্রণয়ন করতে হবে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও অন্যান্য রাষ্ট্রকে স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় সহায়তা করতে হবে এবং তাদের প্রভাব কাজে লাগিয়ে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে হবে, যা প্রত্যাবাসনের অনুকূল। রোহিঙ্গাসহ মিয়ানমারের বেসামরিক জনগণের ওপর সহিংসতা বন্ধ করতে হবে। রোহিঙ্গাদের নিজ ভূমিতে তাদের মৌলিক অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে, যাতে তারা ফিরে যাওয়ার বিষয়ে আস্থা ফিরে পান।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে রোহিঙ্গাদের জন্য পর্যাপ্ত ও পূর্বানুমেয় মানবিক সহায়তা নিশ্চিত করতে হবে। একইভাবে আশ্রয়দাতা স্থানীয় জনগোষ্ঠীকেও সহায়তা করতে হবে। তাদের উদার আতিথেয়তার কারণে তাদের উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষা যেন বাধাগ্রস্ত না হয়।

টেকসই প্রত্যাবাসনের জন্য ন্যায়বিচার ও জবাবদিহি অপরিহার্য। আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে জবাবদিহি নিশ্চিতের প্রচেষ্টায় গাম্বিয়ার নেতৃত্বের জন্য আমরা গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। একইসঙ্গে আমরা আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও স্বীকার করি, যেখানে ব্যক্তিগত অপরাধের দায় নির্ধারণের পাশাপাশি অন্যান্য আন্তর্জাতিক বিচার ও তদন্ত ব্যবস্থাও কাজ করছে। আন্তর্জাতিক বিচারিক ও তদন্ত ব্যবস্থাগুলোকে অব্যাহত সহায়তা দিতে হবে। গুরুতর অপরাধের জন্য দায়ীদের অবশ্যই জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে।

এই অঞ্চলে অস্থিতিশীলতা উসকে দেওয়া মাদকভিত্তিক অর্থনীতি, মানবপাচার, ডিজিটাল প্রতারণা, অবৈধ অস্ত্র এবং অন্যান্য আন্তঃসীমান্ত অপরাধ মোকাবিলায় আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা আরও জোরদার করতে হবে। সহমর্মিতা থেকে সংকটের মূল কারণ ও তার সমাধান খোঁজার পথে এগিয়ে যাওয়ার সময় এসেছে। প্রতিশ্রুতি থেকে কার্যকর পদক্ষেপে যাওয়ার সময় এসেছে। বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনা থেকে এই বাস্তুচ্যুতির অবসান ঘটানোর দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় এসেছে।

'মানবিকতার তাগিদেই বাংলাদেশ সীমান্ত খুলে দিয়েছিল'

রোহিঙ্গাদের নিপীড়ন-বঞ্চনার কথা তুলে ধরে সরকারপ্রধান বলেন, "দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে মিয়ানমারে রোহিঙ্গারা বৈষম্য, নিপীড়ন ও বঞ্চনার শিকার হয়ে আসছে। ১৯৭৮ সালে এবং ১৯৮০ এর দশকজুড়ে বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদের কয়েকটি বড় দফার আগমন প্রত্যক্ষ করেছে। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এবং পরবর্তীকালে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন সরকারগুলোর সময়ে কিছু সংখ্যক রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

"কিন্তু ২০১৭ সালে মিয়ানমারে সহিংসতার পর সামগ্রিক সংকট পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে। নয় বছরেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশ এক বিশাল মানবিক দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে।"

'সংকটের সমাধান মিয়ানমারকে করতে হবে। রোহিঙ্গা সংকটের উৎপত্তি মিয়ানমারে। ফলে এর সমাধানও মিয়ানমারেই নিহিত বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

গরিবের চিকিৎসাকেন্দ্র দখলের দুঃসাহস সরকারের ভাবমূর্তি বিনষ্টে কারা?

আহসান হাবিব বরুন

এই মুহূর্তে বাংলাদেশের সার্বিক প্রেক্ষাপট অত্যন্ত সংবেদনশীল অথচ আশাব্যঞ্জক মোড় অতিক্রম করছে। নানামুখী সংকট ও রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র সত্ত্বে দেশব্যাপী হামের প্রাণঘাতী থাবা থেকে দেশের লাখ লাখ শিশুর জীবন রক্ষা করতে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার দিন-রাত নিরলস পরিশ্রম করে চলেছে এবং যখন সারাদেশে একযোগে প্রায় ৩৫ লাখ শিশুকে টিকা দেওয়ার মতো এক বিশাল, ঐতিহাসিক জাতীয় স্বাস্থ্য ক্যাম্পেইন শুরু হতে যাচ্ছে-ঠিক তখনই মধ্যরাতের আঁধারে ঘটে গেল এক ভয়াবহ, পৈশাচিক ও নজিরবিহীন বর্বরতা।

সম্প্রতি রাজধানীর মিরপুর ১-এর রাড্ডা এমসিএইচ-এফপি সেন্টারে যেভাবে মধ্যরাতে আড়াইশ সশস্ত্র মুখোশধারী দুষ্কৃতিকারী হামলা চালিয়ে গরিবের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রটি গুঁড়িয়ে দিল, মূল্যবান ভ্যাকসিন, জীবনরক্ষাকারী ওষুধ ও চিকিৎসাসামগ্রী লুটপাট করে নিয়ে গেল-তা কেবল একটি ভবনের ওপর হামলা নয়; বরং এটি রাষ্ট্রের নৈতিক ভিত্তি, আইনের শাসন এবং জনগণের আস্থার ওপর সরাসরি এক কুঠারাঘাত।

বিগত স্বৈরাচারী ও অপশাসনের ভুলের খেসারত হিসেবে বর্তমান সরকারের সামনে নানা জটিল সংকট ও সীমাবদ্ধতা আছড়ে পড়েছে। কিন্তু সেই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার যেভাবে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড বজায় রেখে হামের টিকা সংগ্রহ করেছে এবং সফলভাবে এ বিশাল ক্যাম্পেইন বাস্তবায়নে নেমেছে, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই একটি সহনশীল, গণতান্ত্রিক, সাম্য ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ নির্মাণের স্পষ্ট বার্তা দিয়ে আসছেন। অভ্যন্তরীণ রাজনীতি পরিচালনা থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে-প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি সরকারের ভাবমূর্তি পুনর্গঠন ও রক্ষায় প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখে চলেছেন। সম্প্রতি জাতিসংঘের ৮১তম সাধারণ অধিবেশনে দেওয়া তার ঐতিহাসিক ভাষণে তিনি গোটা বিশ্বকে শান্তি, পরমতসহিষ্ণুতা ও সুবিচারের আহ্বান জানিয়েছেন। বিগত সাত মাসের শাসনকালে তিনি অত্যন্ত মৃদুভাষী, পরিমিত এবং গভীর দেশপ্রেমের ছাপ রেখে প্রতিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। অপপ্রচারের ঝড় সামলে সাধারণ মানুষ আজ দুঃখ-কষ্ট ও বঞ্চনার মাঝেও এক টুকরো আলোর আশায় বুক বেঁধেছে এই সরকারের দিকে তাকিয়ে।

আর ঠিক এমন একটি সময়ে, সরকারের সফলতার এই উজ্জ্বল প্রেক্ষাপটকে কালিমালিপ্ত করতে রাতের আঁধারে আড়াইশো দুষ্কৃতিকারী ভারী অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দেশের একটি ঐতিহ্যবাহী টিকাদান কেন্দ্র দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টা সময় নিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়ার সাহস দেখাল! প্রশ্ন হচ্ছে-এরা কারা? কাদের আশ্রয়ে-প্রশ্রয়ে তারা এত বড় দুঃসাহস পায়?

> এ জাতি বহু বঞ্চনা সহ্য করেছে। কিন্তু শিশুর জীবন রক্ষাকারী ভ্যাকসিন ধ্বংস ও দরিদ্রের হাসপাতাল গুঁড়িয়ে দেওয়ার মতো জঘন্য অপরাধ তারা মেনে নেবে না। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের প্রতি সাধারণ মানুষের যে আকাশচুম্বী প্রত্যাশা ও আস্থা তৈরি হয়েছে, তা টিকিয়ে রাখতে হলে এই 'রাড্ডা সেন্টার গুঁড়িয়ে দেওয়ার' পেছনে থাকা রাজনৈতিক ভূমিদস্যু এবং পুলিশ প্রশাসন-উভয়ের বিরুদ্ধে রূঢ় সত্য উচ্চারণ করতে হবে এবং কঠোরতম আইনি দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। তা না হলে, সরকারের সব জনকল্যাণমূলক উদ্যোগ এই সুবিধাবাদী অপরাধীদের দৌরাত্ম্যে ঢাকা পড়ে যাবে-যা কোনোভাবেই কাম্য হতে পারে না। মহান আল্লাহ সুবহানাতায়ালা আমাদের সহায় হোন

এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, রাড্ডা এমসিএইচ-এফপি সেন্টার কোনো সাধারণ ব্যক্তিমালিকানাধীন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নয়। এটি ১৯৭৪ সালে-স্বাধীনতার পরপরই-সুইডিশ সেভ দ্য চিলড্রেন (রাড্ডা বার্নেন)-এর হাত ধরে মিরপুরের বস্তিবাসী, নিম্নবিত্ত ও প্রান্তিক নারী-শিশুদের বিনামূল্যে প্রসূতি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে যাত্রা শুরু করেছিল। অর্ধশতক ধরে এই কেন্দ্রটি কোটি কোটি সুবিধাবঞ্চিত মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষার রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে আসছে। বিখ্যাত রামোন ম্যাগসেসে পুরস্কারপ্রাপ্ত সমাজকর্মী তাহরুন্নেসা আবদুল্লাহ, মরহুম অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মাহবুবুর রহমান ও এ কে আজাদের মতো বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ যে প্রতিষ্ঠানের ট্রাস্টি বোর্ডে থেকে নিঃস্বার্থভাবে সেবা দিয়ে এসেছেন, সেই প্রতিষ্ঠানটি আজ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। যেদিন সকালে দেশব্যাপী ৩৫ লাখ শিশুর টিকাদান কর্মসূচি শুরু হওয়ার কথা, তার আগের রাতে এই কেন্দ্রে ঢুকে দুই নিরাপত্তাকর্মীকে পিটিয়ে বাঁশের সঙ্গে বেঁধে রাখা হলো। আল্ট্রাসনোগ্রাম মেশিন, এসি, জেনারেটর, সরকারি ইপিআই টিকা, ভ্যাকসিন ও নথিপত্র লুট করে নিয়ে যাওয়া হলো। এরপর

এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্ক থেকে তুরস্কের আন্টালিয়া: জলবায়ু কূটনীতিতে বাংলাদেশের নতুন সম্ভাবনা

নিয়াজ মাহমুদ

নিউইয়র্ক থেকে তুরস্কের আন্টালিয়া। জলবায়ু সুবিচার, অর্থায়ন ও অভিযোজন সহায়তায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতা আদায়ে বাংলাদেশের সামনে নতুন সুযোগ। দূরত্বের চেয়ে বাংলাদেশের জলবায়ু কূটনীতির জন্য এই পথের গুরুত্ব অনেক বেশি। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি, জলবায়ু সুবিচার, অর্থায়ন এবং অভিযোজন সহায়তার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছে। এবার সেই বার্তাকে আরও সুসংগঠিতভাবে আন্তর্জাতিক আলোচনার কেন্দ্রে নেয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে আসন্ন কপ-৩১ সম্মেলনে।

বাংলাদেশের বাস্তবতা বিশ্ববাসীর কাছে নতুন নয়। বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণে দেশের অবদান তুলনামূলকভাবে কম হলেও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় বাংলাদেশকে প্রতিনিয়ত বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, নদীভাঙন, লবণাক্ততা, তাপপ্রবাহ, খরা ও অনিয়মিত বৃষ্টিপাত সব মিলিয়ে দেশের কৃষি, পানি, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো ও মানুষের জীবনে বাড়ছে জলবায়ু ঝুঁকি।

তবে বাংলাদেশের বার্তার গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, দেশটি শুধু আন্তর্জাতিক সহায়তার অপেক্ষায় নেই। নিজস্ব সক্ষমতা বাড়ানো, প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষা এবং জলবায়ু-সহনশীল উন্নয়নকে এগিয়ে নেওয়ার ওপরও জোর দেওয়া হচ্ছে।

জাতিসংঘে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় দেশের নিজস্ব সক্ষমতা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে ন্যায্য ও কার্যকর সহযোগিতার প্রত্যাশাও তুলে ধরা হয়েছে। এই অবস্থান বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক ভিত্তি তৈরি করে। কারণ জলবায়ু পরিবর্তন এখন শুধু পরিবেশের বিষয় নয়; এটি অর্থনীতি, খাদ্য নিরাপত্তা, পানি নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, অভিবাসন ও উন্নয়নের সঙ্গেও সরাসরি যুক্ত।

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক কিছু উদ্যোগও এই প্রস্তুতির অংশ। আগামী পাঁচ বছরে ২৫ কোটি গাছ লাগানোর কর্মসূচি, বন্যা ও খরার ঝুঁকি কমাতে খাল খনন ও পুনঃখননের উদ্যোগ এবং পরিচ্ছন্ন ও সৌর জ্বালানির ব্যবহার বাড়ানোর পরিকল্পনা, এসব উদ্যোগ জলবায়ু অভিযোজন ও পরিবেশ সুরক্ষায় দেশের অভ্যন্তরীণ প্রস্তুতির দিকটি তুলে ধরে।

এতে একটি ইতিবাচক বার্তাও যায়, বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অর্থায়ন চাইছে, কিন্তু সেই অর্থ ব্যবহারের জন্য দেশের নিজস্ব পরিকল্পনা ও সক্ষমতা তৈরির কাজও এগিয়ে নিচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় প্রয়োজনগুলোর একটি হলো পর্যাপ্ত অর্থায়ন। কপ-২৯-এ উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য ২০৩৫ সালের মধ্যে বছরে অন্তত ৩০০ বিলিয়ন ডলার জলবায়ু অর্থায়ন সংগ্রহে উন্নত দেশগুলোর নেতৃত্ব দেওয়ার লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে। একই সঙ্গে সরকারি ও বেসরকারি সব উৎস মিলিয়ে বছরে ১ দশমিক ৩ ট্রিলিয়ন ডলার পর্যন্ত অর্থায়ন বাড়ানোর আহ্বান জানানো হয়েছে।

এই সিদ্ধান্ত উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি তৈরি করেছে। এখন বাংলাদেশের সামনে বড় সুযোগ হলো, এই বৈশ্বিক প্রতিশ্রুতিকে বাস্তব প্রকল্পে রূপ দেওয়ার জন্য নিজের প্রয়োজন ও অগ্রাধিকারগুলো আরও স্পষ্টভাবে তুলে ধরা।

বাংলাদেশের জন্য শুধু অর্থের পরিমাণ নয়, অর্থের ধরনও গুরুত্বপূর্ণ। জলবায়ু অভিযোজনের ক্ষেত্রে অনুদান, স্বল্পসুদের অর্থায়ন এবং সহজ শর্তের অর্থায়ন কতটা পাওয়া যাবে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একই সঙ্গে অর্থ পাওয়ার প্রক্রিয়া সহজ, দ্রুত ও পূর্বানুমেয় হওয়াও প্রয়োজন। কারণ জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোকে যদি অতিরিক্ত ঋণের ওপর নির্ভর করতে হয়, তাহলে জলবায়ু অভিযোজনের পাশাপাশি ঋণের চাপও বাড়তে পারে। তাই আন্টালিয়ায় বাংলাদেশের কূটনীতিতে অর্থের পরিমাণের পাশাপাশি অর্থের গুণগত মান ও প্রবেশাধিকার গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে যে ক্ষতি ও ক্ষয়ক্ষতি হয়, আন্তর্জাতিক আলোচনায় সেটি 'লস অ্যান্ড ড্যামেজ' বা ক্ষয়ক্ষতি ও লোকসান হিসেবে পরিচিত। এই অর্থায়ন ব্যবস্থাকে কার্যকর করা বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যাশা।

বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরেই জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর জন্য আন্তর্জাতিক সহায়তার প্রয়োজনীয়তার কথা বলে আসছে। এখন এই তহবিল থেকে অর্থ কীভাবে দ্রুত, সহজ ও স্বচ্ছভাবে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর কাছে পৌঁছাবে, সেই প্রশ্নে বাংলাদেশের সক্রিয় ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে।

এখানে বাংলাদেশের নিজস্ব অভিজ্ঞতাও একটি বড় শক্তি। ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলা, দুর্যোগ প্রস্তুতি, আগাম সতর্কতা, উপকূলীয় আশ্রয়কেন্দ্র এবং স্থানীয় পর্যায়ে অভিযোজনের বহু বছরের অভিজ্ঞতা আন্তর্জাতিক জলবায়ু আলোচনায় বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ।

জলবায়ু অর্থায়ন ও কার্বন ব্যবস্থাপনাকে আরও সমন্বিত করতে ২৫ সদস্যের জাতীয় জলবায়ু অর্থায়ন কমিটি গঠনও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। জলবায়ু অর্থায়ন, কার্বন সনদ এবং কার্বন বাণিজ্য নিয়ে সমন্বিত কাঠামো তৈরির উদ্যোগ ভবিষ্যতের জলবায়ু অর্থনীতিতে

এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

> এটি নিজের সক্ষমতা তুলে ধরার, নতুন অংশীদারত্ব গড়ে তোলার এবং জলবায়ু অভিযোজনকে আরও অর্থবহ করার একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ। শেষ পর্যন্ত জলবায়ু কূটনীতির সাফল্য শুধু সম্মেলনের ঘোষণায় নয়, প্রতিশ্রুতি থেকে অর্থ, অর্থ থেকে প্রকল্প এবং প্রকল্প থেকে মানুষের জীবনে বাস্তব পরিবর্তন তৈরির মধ্যেই তার মূল্যায়ন হবে। নিউইয়র্ক থেকে আন্টালিয়া পর্যন্ত বাংলাদেশের কূটনৈতিক যাত্রা সেই বাস্তব পরিবর্তনের পথকে আরও শক্তিশালী করার একটি নতুন অধ্যায় হয়ে উঠতে পারে

Editor & Publisher : Shah Nawaz
Managing Editor : Rano Nawaz
City Editor : Anik Raj
General Manager : Abubakar Siddique

সম্পাদক ও প্রকাশক : শাহ্ নেওয়াজ
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : রানো নেওয়াজ
সিটি এডিটর : অনিক রাজ
জেনারেল ম্যানেজার : আবুবকর সিদ্দিকী

Weekly Ajkal
71-16 35th Ave, Jackson Heights,
NY 11372, USA.
Ph: 646-267-7751
web: www.ajkalusa.com
e-mail: ajkalnews@gmail.com

আলোকিত জাতি গঠনে শিক্ষা

নৈতিক রাষ্ট্র নির্মাণের মূল চাবিকাঠি হলো শিক্ষা। একটি রাষ্ট্রের আইন, সংবিধান কিংবা প্রশাসনিক কাঠামো যতই উন্নত ও সুসংগঠিত হোক, যদি তার নাগরিকদের নৈতিক বোধ, দায়িত্বশীলতা ও ন্যায়-অন্যায়ের বিচারক্ষমতা দুর্বল থাকে, তবে সেই রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো দীর্ঘমেয়াদে টেকসই ও কার্যকর রাখা কঠিন। কারণ রাষ্ট্রযন্ত্রটি শেষ পর্যন্ত পরিচালিত হয় মানুষ দিয়ে, আর সেই মানুষের মূল্যবোধ, বিবেক ও আচরণ গড়ে ওঠে শিক্ষার নানামুখি দীর্ঘ পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। আইন মানুষকে অপরাধ থেকে বিরত রাখতে পারে, কিন্তু নৈতিক শিক্ষা মানুষকে অন্যায়কে অন্যায় হিসেবে উপলব্ধি ও বিশ্বাস করতে শেখায়। প্রশাসনিক ব্যবস্থা কর্তব্য পালনে বাধ্য করতে পারে, কিন্তু নাগরিক দায়িত্ববোধ মানুষকে দায়িত্বকে নিজের নৈতিক দায় হিসেবে গ্রহণ করতে শেখায়। এই অর্থে সামগ্রিক শিক্ষা প্রক্রিয়া তথা অনানুষ্ঠানিক, উপানুষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিক শিক্ষা একটি রাষ্ট্রের নৈতিক অবকাঠামো নির্মাণের অন্যতম প্রধান ভিত্তি।
শিক্ষার মাধ্যমেই নাগরিকের মধ্যে দায়িত্ববোধ, ন্যায়বিচারের চেতনা, সহনশীলতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং মানবিকতার বিকাশ ঘটানো সম্ভব। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকের দায়িত্ব শুধু নিজের অধিকার দাবি করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; অন্যের অধিকারকে সম্মান করা, ভিন্নমত সহ্য করা, শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল মানুষের প্রতি সংবেদনশীল থাকা এবং বৃহত্তর জনকল্যাণের কথা বিবেচনা করাও তার দায়িত্ব। এই মূল্যবোধগুলো কেবল আইন বা পাঠ্যবইয়ের সংজ্ঞা মুখস্থ করিয়ে অর্জন করানো যায় না। এগুলো গড়ে ওঠে এমন শিক্ষার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, যেখানে শিক্ষার্থী বাস্তব জীবনের নৈতিক দ্বন্দ্ব নিয়ে ভাবতে শেখে, অন্যের অভিজ্ঞতা ও অবস্থান বোঝার চেষ্টা করে এবং নিজের সিদ্ধান্তের সামাজিক পরিণতি সম্পর্কে সচেতন হয়। ফলে নৈতিক শিক্ষা কোনো আলাদা বিষয় বা পরীক্ষার অংশমাত্র নয়; এটি জীবনব্যাপী শিক্ষার সমগ্র প্রক্রিয়ায় এবং শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কৃতির মধ্যে নিহিত থাকা প্রয়োজন।
দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা উন্নয়নকে প্রায়ই ভৌত অবকাঠামো তথা ভবন, সড়ক, সেতু, গ্যাস ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, প্রযুক্তিগত সুযোগ-সুবিধা কিংবা মাথাপিছু আয়ের পরিসংখ্যান দিয়ে পরিমাপ করি। এসব অবশ্যই উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ সূচক; কিন্তু এগুলো উন্নয়নের সম্পূর্ণ চিত্র নয়। একটি দেশের ভবন যত উঁচু কিংবা দৃষ্টিনন্দনই হোক না কেন, যদি তার নাগরিকেরা অসহিষ্ণু হন; প্রযুক্তি যত আধুনিকই হোক, যদি মানুষ মিথ্যা ও অপতথ্যের কাছে সহজেই আত্মসমর্পণ করে; অর্থনীতি যত বড়ই হোক, যদি সমাজে ন্যায়বোধ ও মানবিকতা দুর্বল হয়ে পড়ে তাহলে সেই উন্নয়নকে পূর্ণাঙ্গ মানবিক উন্নয়ন বলা যায় না।
উন্নয়নের বস্তুগত সূচকের পাশাপাশি তাই একটি জাতির বৌদ্ধিক, নৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সক্ষমতাকেও উন্নয়নের মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা জরুরি। একটি জাতির প্রকৃত উন্নয়নের গভীরতর চিত্র পাওয়া যায় তার

ড. মাহরুফ চৌধুরী

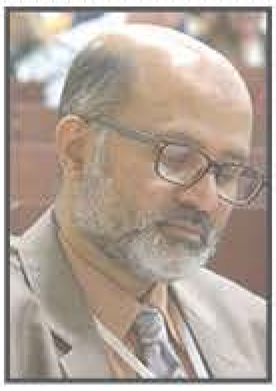

পারিবারিক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সামাজিক পরিবেশে। সেখানে পারিবারিক পরিমণ্ডলে সম্পর্ক কত মানবিক, সুনিবিড় ও সুদৃঢ়, এবং নবীন, প্রবীণ ও দুর্বলের মর্যাদা কতটুকু সুসংহত; শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী কতটা স্বাধীনভাবে প্রশ্ন করতে পারে, শিক্ষক কতটা নির্ভয়ে ভিন্নমত প্রকাশ করতে পারেন, গবেষক কতটা স্বাধীনভাবে প্রচলিত ধারণাকে পরীক্ষা করতে পারেন এবং একটি প্রতিষ্ঠান কতটা সত্যের অনুসন্ধানকে উৎসাহিত করে; সামাজিক পরিবেশে পরমতসহিষ্ণুতা, সহানুভূতি- সহমর্মিতা এবং সামাজিক ন্যায্যতা; রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডলে আইনের শাসন, জান-মাল-সম্মানের নিরাপত্তা এবং নাগরিক অধিকার এসবই একটি জাতির উন্নয়ন ও অগ্রগতির দৃশ্যমান পরিপক্বতার গুরুত্বপূর্ণ সূচক। যে দেশে প্রশ্ন করা অপরাধ, ভিন্নমত প্রকাশ ঝুঁকিপূর্ণ এবং ক্ষমতাসীন মতের সমালোচনা অনাকাঙ্ক্ষিত, সেখানে বাহ্যিক অবকাঠামোর উন্নয়ন ঘটলেও প্রকৃত অর্থে মানবিক, নৈতিক ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে ওঠে না।
বিশেষ করে সত্য অনুসন্ধানের স্বাধীনতা একটি সুস্থ সমাজের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রাণশক্তি। সত্য কখনো কোনো ব্যক্তি, দল বা প্রতিষ্ঠানের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। গবেষণা ও জ্ঞানচর্চার স্বাভাবিক নিয়মই হলো প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্ন করা, প্রমাণ পরীক্ষা করা এবং প্রয়োজন হলে পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত সংশোধন করা। তাই যে রাষ্ট্র তার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে এই অনুসন্ধানের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে, সে কেবল ভালো শিক্ষার্থী তৈরি করে না; সে এমন নাগরিক তৈরি করে যারা গুজবের পরিবর্তে প্রমাণ, আবেগের পরিবর্তে যুক্তি এবং অন্ধ আনুগত্যের পরিবর্তে বিবেকের ওপর নির্ভর করতে শেখে। আর এই নাগরিকরাই শেষ পর্যন্ত একটি নৈতিক, দায়িত্বশীল ও টেকসই রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় সম্পদ। এখন প্রশ্ন হলো, শিক্ষার উন্নয়নে আমাদের করণীয় কী? বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে এরপর ২৪ পৃষ্ঠায়

> শিক্ষাঙ্গনে যোগ্য ও নৈতিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং মুক্তবুদ্ধির চর্চার সব পথ অবারিত রাখতে হবে। তখনই শিক্ষার আলো কেবল শ্রেণিকক্ষকে আলোকিত করবে না; তা ছড়িয়ে পড়বে পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে। আর সেই আলো জ্বলে উঠলে বাংলাদেশ তার ইতিহাসকে নতুন করে বুঝতে, বর্তমানকে বিবেক ও যুক্তির আলোকে মূল্যায়ন করতে এবং ভবিষ্যৎকে আরও মানবিক ও ন্যায়ভিত্তিক করে নির্মাণ করতে সক্ষম হবে। ইতিহাস হবে আমাদের শিক্ষা, বাস্তবতা হবে আমাদের পরিকল্পনা ও এগিয়ে চলার ভিত্তি, আর মুক্ত ও আলোকিত ভবিষ্যৎ হবে আমাদের লক্ষ্য। সেই ভবিষ্যতের দরজা খুলে দেওয়ার চাবিকাঠি আমাদেরই হাতের মুঠোয়। আর তার সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম হলো সুপরিকল্পিত ও মানসম্মত শিক্ষা; যে শিক্ষা মানবিক, নৈতিক ও ভবিষ্যতমুখী সুনাগরিক তৈরি করে

ডেঙ্গু মোকাবিলায় কৌশল বদলানো জরুরি

> সব পদ্ধতিরই পরীক্ষা করা উচিত। তবে বাংলাদেশের মতো ঘনবসতির একটি দেশে কোনো একটি পদ্ধতি দিয়েই সমস্যার সমাধান হবে- এমনটি ভাববার কারণ নেই। যেসব এলাকায় ডেঙ্গু এখনো সীমিত, সেখানে ওলবাকিয়া ধরনের পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের কৌশল বদলাতে হবে। রোগী গুরুতর হওয়ার পর হাসপাতালে ছুটলে হবে না; রোগী গুরুতর পর্যায়ে পৌঁছানোর আগেই ডেঙ্গু শনাক্ত করতে হবে। এরপর কমিউনিটিতে চিকিৎসা ও পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। ডেঙ্গুর বিরুদ্ধে লড়াই শুধু চিকিৎসার নয়, এটি সরকার, স্থানীয় প্রশাসন, সামাজিক সংগঠন এবং সাধারণ মানুষের সম্মিলিত লড়াই। আমাদের সেই সম্মিলিত উদ্যোগ নেওয়ার সক্ষমতা আছে। প্রয়োজন শুধু সঠিক নীতি, সঠিক কর্মপদ্ধতি এবং সবাইকে একসঙ্গে কাজে নামানোর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সদিচ্ছা

ডা. মুশতাক হোসেন

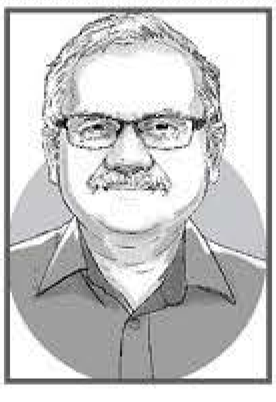

ডেঙ্গু দিন দিন বাড়ছে। পাঁচ-ছয় বছর ধরে আমরা দেখছি, বৃষ্টির ধরন বদলে গেছে। ফলে অক্টোবর-নভেম্বর পর্যন্ত ডেঙ্গুর প্রকোপ থাকে। এ সময়টাতেই সাধারণত ডেঙ্গু সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায়। এরপর ধীরে ধীরে কমতে শুরু করে। তবে একেবারে চলে যায় না। এবারের পরিস্থিতি বুঝতে হলে গত বছরের চিত্রটিও সামনে রাখতে হবে। গত বছর ডেঙ্গুর যে রোগতাত্ত্বিক গ্রাফ ছিল, এবারও অনেকটা সে গ্রাফই অনুসরণ করছে। তবে পার্থক্য হলো, গ্রাফটি গত বছরের তুলনায় আরও ওপরে উঠে গেছে। অর্থাৎ আমরা আগের বছরের চেয়েও বেশি ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে আছি।
আগস্টের শুরুর দিক পর্যন্ত মৃত্যুর সংখ্যা গত বছরের তুলনায় কম ছিল। কিন্তু রোগীর সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে চিকিৎসাব্যবস্থার ওপর চাপও বাড়ছে। আমাদের ডেঙ্গু চিকিৎসা ঢাকাকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। ফলে যেসব রোগী কমিউনিটি পর্যায়ে শনাক্ত হওয়ার ও চিকিৎসার সুযোগ পেত, সেটা না পেয়ে তাদের অনেকেই খারাপ অবস্থায় হাসপাতালে আসছে। কমিউনিটি পর্যায়ে ব্যবস্থা না নেওয়ার কারণে গুরুতর রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। হাসপাতালের সক্ষমতার বাইরে যদি গুরুতর রোগীর সংখ্যা চলে যায়, তাহলে স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুর সংখ্যাও বাড়বে। এটি আমাদের স্বাস্থ্যব্যবস্থার একটি মৌলিক দুর্বলতা। দীর্ঘদিন ধরে এ সমস্যা চলে আসছে; কিন্তু এ দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার কোনো কার্যকর উদ্যোগ সরকারের তরফ থেকে দেখা যাচ্ছে না।
ডেঙ্গু এখন আর শুধু শহরের রোগ নয়। এটি গ্রামেও ছড়াচ্ছে। ডেঙ্গু যখন শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, তখনই জনগণকে সম্পৃক্ত করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানোর কথা আমরা বলেছিলাম। ঢাকা শহরে তখন যদি এ ধরনের কার্যক্রম যথাযথভাবে করা যেত, তাহলে হয়তো সারা দেশে এভাবে ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়ত না। কিন্তু কোনো এক অজানা কারণে সেটি করা হলো না। মূলত ২০১৯ সালে ডেঙ্গুর মহামারীর পর এটি সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এখন ৬৪ জেলাতেই ডেঙ্গু পাওয়া যাচ্ছে। এমনকি দুর্গম পাহাড়ি এলাকা থেকেও এডিস মশার অস্তিত্ব এবং ডেঙ্গু রোগীর খবর আসছে।

এখানে সরকারের নীতিগত দুর্বলতাটি স্পষ্ট। সরকারের ডেঙ্গু ব্যবস্থাপনাটা এমন যে, একজন রোগী যখন হাসপাতালে ভর্তি হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় রোগীটি মৃত্যুঝুঁকিতে রয়েছে। অথচ সরকারের কৌশল হওয়া উচিত ছিল- রোগী যেন কোনোভাবেই এমন অবস্থাতেই না পৌঁছায়। অর্থাৎ গ্রাম পর্যায়ে বা শহরের ওয়ার্ড পর্যায়ে মৃত্যুঝুঁকিতে পড়ার আগেই ডেঙ্গু শনাক্ত ও চিকিৎসার আওতায় আনতে হবে। গ্রামাঞ্চলে সরকারের যে চিকিৎসা কাঠামো আছে, সেগুলোকে কাজে লাগাতে হবে। সেগুলোকে সঠিকভাবে সাজাতে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে হবে।
শহরে প্রাথমিক ও মধ্যবর্তী চিকিৎসা কাঠামো নেই বললেই চলে। ফলে সরাসরি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওপর প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও জটিল রোগীর চাপ একসঙ্গে পড়ে। অথচ শহরেই ঘনবসতি বেশি এবং ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাবও বেশি। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষিত টেকনিশিয়ান, স্বেচ্ছাসেবক কিংবা মেডিকেলের শিক্ষার্থীদের কাজে লাগিয়ে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় অস্থায়ী পরীক্ষাকেন্দ্র করা যেতে পারে। একটি টেবিল-চেয়ার নিয়ে বসেও কাজটি করা সম্ভব। কিংবা ভ্রাম্যমাণ গাড়ির মাধ্যমে কমিউনিটি পর্যায়ে রোগীর পরীক্ষা চালানো যেতে পারে- যাদের জ্বর আছে, তারা আসুন, পরীক্ষা করুন এবং হাতে হাতে ফলাফল নিয়ে যান। এর গুরুত্ব অনেক। একজন শ্রমজীবী মানুষ একদিন কাজ না করলে তার আয় বন্ধ হয়ে যায়। নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের ক্ষেত্রেও একই বাস্তবতা। ফলে জ্বর হয়েছে; কিন্তু ডেঙ্গু কি না জানেন না- এমন অবস্থায় তিনি হয়তো কাজ করতে বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু পরীক্ষা করে যদি জানা যায় তার ডেঙ্গু হয়েছে, তাহলে তাকে অন্তত কয়েক দিন বিশ্রামে রাখা সম্ভব। এরপর প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করে কাজে ফেরার ব্যবস্থা করা যায়।
ইন্দোনেশিয়ায় ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে নাগরিকদের ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবককে যুক্ত করা হয়েছে। সরকার মহামারীর সময়ের মতো করে কাজে নেমেছে। ফলে সেখানে ডেঙ্গুর প্রকোপ আগের তুলনায় এখন অনেক কম। অথচ আমাদের দেশে এখনো গতানুগতিকভাবে ধোঁয়া ছিটানো, দু-এক জায়গায় লার্ভিসাইড দেওয়ার মধ্যেই কার্যক্রম সীমাবদ্ধ থাকে। তাও বড়জোর বিভাগীয় শহরগুলোতেই সীমাবদ্ধ। গ্রাম তো দূরের কথা, উপজেলা সদরেও সেবাটুকু পৌঁছায়নি।
আমরা ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছি, কালাজ্বরের মতো রোগ প্রায় নির্মূলের পর্যায়ে নিয়ে যেতে পেরেছি। তাহলে ডেঙ্গু কেন পারব না? না পারার কোনো কারণ নেই। প্রয়োজন সরকারের পক্ষ থেকে সঠিক নীতি, সঠিক কর্মপদ্ধতি, যোগ্য ও অভিজ্ঞ মানুষকে কাজে লাগানো এবং সর্বোপরি জনগণকে সম্পৃক্ত করা ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে জনগণকে সম্পৃক্ত করার কোনো বিকল্প সরকারের হাতে নেই। কারণ সীমিতসংখ্যক সরকারি কর্মী নামিয়ে সারা দেশের পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করা সম্ভব নয়। ফলে জনগণকে শেখাতে হবে, কীভাবে পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালাতে হবে এবং কীভাবে মশার প্রজননস্থল এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

বরেন্দ্রভূমির প্রেম ও দীর্ঘশ্বাস

সরকারকে এর দাম দিতে হবে। দাম দিতে হবে একটি মুদ্রায়, অভ্যুত্থান যার বাস্তবতা ইতিমধ্যে প্রমাণ করে দিয়েছে-বৈধতা। আর ক্ষুব্ধ মানুষের পরবর্তী প্রজন্ম শিখে নেবে, বিদ্রোহের গর্ভে জন্ম নেওয়া সরকারও একবার আসনে বসলে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া একচেটিয়া ক্ষমতাটিকেই আগলে রাখে। তাই ফিরে আসি সেই দুই নাগরিকের কাছে। মুঠোফোনে নম্বর থাকা মানুষটি, চিরকালের মতোই, ভালো থাকবেন। এইমাত্র লেখা আইনটি, আবারও, অন্যজনের জন্য নয়। যত দিন না একটি স্বাধীন কমিশন রাষ্ট্রেরই তদন্ত করতে পারবে, আর যত দিন না গুমের অভিযোগ জানানো মানুষটি গুম করা মানুষটির চেয়ে বেশি নিরাপদ থাকবেন, তত দিন 'প্রতিরোধ ও প্রতিকার' কথাটি সেই প্রতিশ্রুতিরই নাম হয়ে থাকবে, যা ঠেকিয়ে রাখতেই আইনটি এত যত্ন করে লেখা হয়েছে

আহম্মদ হোসেন বাবু

রাজশাহীর আসল সৌন্দর্য পদ্মা নদী। দেশের অন্যতম পরিচ্ছন্ন ঐতিহ্যবাহী শহর। কেউ একে রেশম নগরী বলে, কেউ বলে আমের রাজধানী। আবার কেউবা বলে শিক্ষা-শহর, কেউবা চিকিৎসা-নগরী। রাজশাহী বিভাগের বিভাগীয় শহর রাজশাহীকে আমিও একটা নাম দিতে চাই। কিন্তু এই নাম নিয়েই পড়েছি বিপাকে। আচ্ছা নামটা না হয় পরে দেয়া যাবে। না হয় আপনারাই একটা ঠিক করে দেবেন। তার আগে চলুন, প্রাণের এই শহরে আমারও অনেক কথা জমা আছে। তার কিছু কিছু গল্প আজ আপনাদের সাথে শেয়ার করবো।

আমি শান্তা। ১৯৯৭ সালে রাজশাহী মেডিকেলে জন্ম। জন্মের পর কিছুদিন কেটেছে উপশহরে। তারপর বাবা মশরইল (ছোট বনগ্রামে) জায়গা কিনে আমাদের একটা মাথা গোঁজার আশ্রয় করে দেন। তারপর থেকে অদ্যাবধি আমরা সেখানে। ছোট বনগ্রাম তখন শহরতলীর একটি গ্রাম। চারিদিকে সবুজে ঘেরা। আমাদের বাড়ির পেছন দিকটায় দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ। অফুরন্ত খোলা হাওয়ার ভেতরে পাখপাখালির কলতানে ভরা আমার শৈশব-কৈশোরের দিনগুলি।

আমরা তিন বোন। আমি বড়। বাবা সৈয়দ আলী আসলাম। বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড এর অধীনে সহকারি হিসাব রক্ষক ছিলেন। বর্তমানে অবসরে গেছেন। মা সৈয়দা আসমা গৃহকর্ত্রী। তিনি খুব যত্ন করে সংসার সামলিয়েছেন। সন্তানদের ঘিরে ছিল আকাশচুম্বী আশা। আমরাও সাধ্যমত চেষ্টা করেছি, তাঁদের মনের মতো পথে চলতে। একদিন বাবা আমাকে রাজশাহী সরকারি পি এন স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। বাবার স্বপ্ন আমাকে ডাক্তারি পড়াবেন। সেই লক্ষ্য সামনে রেখে শুরু হলো নিরন্তর পথচলা।

সামনে এস এস সি পরীক্ষা। বাবা আমাকে 'সান ডায়াল কোচিং সেন্টারে ভর্তি করে দিলেন। কোচিং সেন্টারটি খুব ভালো। এখনো বর্তমান। প্রথম দিনের পরিচয়পর্ব ক্লাসে স্যার আমার নাম জিজ্ঞেস করলে বললাম, ফারিহা আনজুম শান্তা। তারপর আমার পাশের ছেলেটি দাঁড়িয়ে বলল, আমার নাম আরিফ আনজুম শান্ত। নাম শুনে আমি চমকে উঠলাম! স্যারও বিড়বিড় করে নাম দুটো আওড়ালেন।

জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি এক ফ্যামিলি থেকে এসেছ? তোমাদের দুজনের নামের মাঝে 'আনজুম' তাই...

বললাম, না স্যার, আমি ওকে আজকেই প্রথম দেখলাম।

আমিও মনে মনে ছেলেটির নাম আরো একবার উচ্চারণ করলাম- আরিফ আনজুম শান্ত। শুধু নামের মিলের জন্যই ছেলেটি প্রথম দিনেই আমার নজর কেড়েছিল। শ্যামলা। মাথা ভর্তি চুল। মোটা ভুরু। অক্ষিতারা দুটো ভীষণ কালো। দারুণ বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। স্মার্ট। পড়াশোনায় খুব ভালো। কারো কোন সমস্যা হলে সে মাস্টারি করত। ওর এই মাস্টারি করাটা আমার খুব ভালোলাগতো। লুকিয়ে লুকিয়ে আমি ওকে দেখতাম।

তারপর পরীক্ষার কয়েকদিন আগে শান্ত আমাকে প্রেম নিবেদন করল। আমি খুশি হলাম। কিন্তু মনের কথা মনে লুকিয়ে রেখে, আমি ওর প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলাম। মুহূর্তেই চুপসে যাওয়া বেলুনের মত ওর মুখটা দেখে, আমার বড় মায়া হয়েছিল। এভাবে কয়েক মাস কাটলো। ভাবলাম, আমার প্রত্যাখ্যানে যদি ওর পরীক্ষার রেজাল্ট খারাপ হয়, তাহলে নিজেকে কখনো ক্ষমা করতে পারব না। তাই লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে, একদিন আমিও ওকে ভালোবাসার কথা জানালাম। শান্ত'র সেদিনের সেই হাসিমাখা মুখটা আমি জীবনে ভুলবো না।

তারপর রাজ্য জয়ের আনন্দ নিয়ে, আমরা দুজনে মিলে এই শহরটাকে উল্টেপাল্টে দেখেছিলাম। সেই কিশোর বয়সের দুর্দান্ত প্রেমের অনুভূতি প্রকাশের ভাষা সত্যি আমার জানা নেই।

২০১৫ তে আমাদের এসএসসি পরীক্ষার রেজাল্ট হল। আমরা দু'জনেই গোল্ডেন 'এ' প্লাস পেলাম। আমি রাজশাহী সরকারি কলেজে চান্স পেলাম। শান্ত'র নম্বর কিছু কম থাকায় সে নিউ ডিগ্রি সরকারি কলেজে। আমার ভালো রেজাল্ট আমাদের সাময়িকভাবে আলাদা করে দিল। আমি খুব মর্মাহত হলাম। ক্লাসরুমে মনে হতো শান্ত পাশে আছে। মাঝে মাঝে আমি খুব আনমনা হতাম। ওর জন্য সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করলাম, আমি যেন আর কখনো ওর থেকে ভালো রেজাল্ট না করি। এক বছর পর শান্ত আবার রাজশাহী কলেজে ফিরে এলো। আমরা আবার একসাথে ক্লাস শুরু করলাম। ওকে পেয়ে আমি আকাশের চাঁদ পেলাম হাতে। আমার মন আনন্দে নেচে উঠল। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে আমরা রাত জেগে ফেসবুক মেসেঞ্জারে কথা বলতাম। অনেক রকম কথা। আমি আমার বনগ্রামের শৈশব-কৈশোরের কথা বলতাম। আর শান্ত বলতো ওদের গ্রামের বাড়ি নাটোরের ধানুড়ার কথা। শান্ত'র বাবা আবুল কালাম আজাদ এবং মা খালেদুন বেগম দু'জনেই 'মান্দা থানা আদর্শ বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজ' এ শিক্ষকতা করতেন। তবে তাঁরা থাকতেন রাজশাহীতে। আমি তাঁদেরকে দেখেছি কিন্তু কথা হয়নি।

শান্ত'র শৈশব-কৈশোরের অনেকটা সময় কেটেছে ওর নানুবাড়িতে। ছোটবেলার অনেক বন্ধুর সাথে এখনো ওর যোগাযোগ আছে। ওদের গ্রামের বাড়ির পাশে 'নন্দকুঁজা' নদী। আর নানুবাড়ির পাশে আত্রাই নদী। এ দুই নদীতে ডুব-সাঁতার দিতে দিতে শান্ত'র বেড়ে ওঠা...

কলেজ জীবনে এসে আমাদের ভালোলাগা গভীর ভালোবাসায় রূপান্তরিত হল। আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলাম। আমাদের দু'জনের বাবা-মা'রই ইচ্ছা আমরা যেন ডাক্তারি পড়ি। আমাদেরও ডাক্তারি পছন্দ। সে ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য আমরা কঠোর পরিশ্রম এরপর ২০ পৃষ্ঠায়

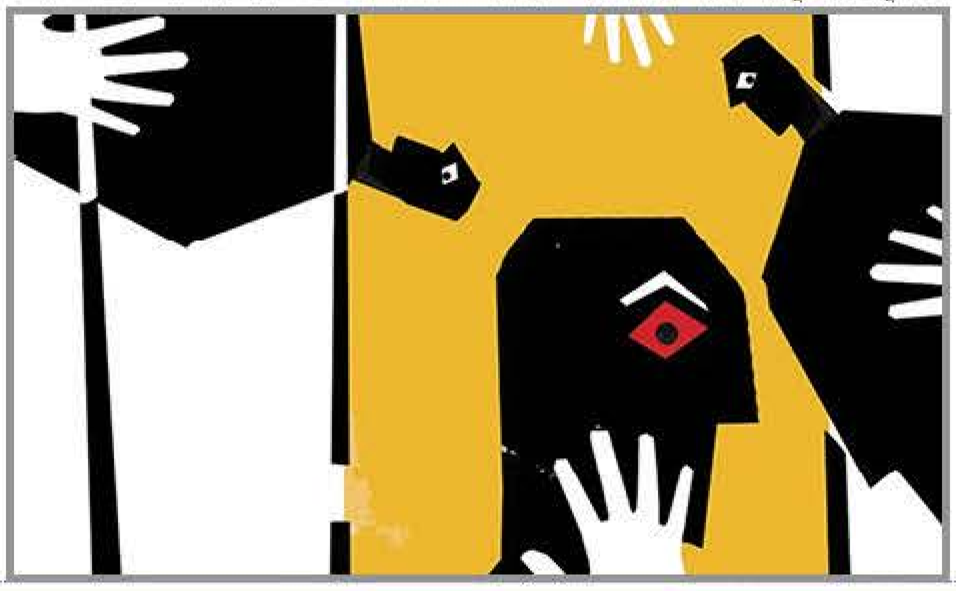

ভালোবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে

Love for all, hatred for none

বাংলাডেস্ক যুক্তরাষ্ট্রের ভূবনে স্বাগতম

For more information contact:
Bait-uz-Zafar 188-15 McLaughlin Ave, Hollis NY 11423
(347) 530-5791

بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ১৪ই জুন, ২০২৪ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় 'বনু নযীর' এর যুদ্ধের ঘটনা বিশদভাবে উল্লেখ করেন এবং দু'জন শহীদের স্মৃতিচারণের পাশাপাশি পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য বিশেষভাবে দোয়ার আহ্বান জানান।

তাশাহহুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন, আজ বনু নযীরের যুদ্ধের কিছু ঘটনা বর্ণনা করবো। বনু নযীর গোত্রের পরিচিতি হলো, এরা মদীনার ইহুদীদের একটি বংশ ছিল। কোনো কোনো ঐতিহাসিক লিখেছেন, বনু নযীর খায়বরের ইহুদীদের একটি গোত্র ছিল এবং তাদের বসতিকে যাহরা বলা হতো। মহানবী (সা.) যখন মদীনায় আগমন করেন তখন বনু নযীর গোত্রের নেতা ছিল হুয়াই বিন আখতাব। তার পিতৃপুরুষের ষষ্ঠ প্রজন্মে নযীর বিন নাহামের নাম পাওয়া যায়, যার নামে এই গোত্রটি বনু নযীর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফিয়া (রা.) বনু নযীরের নেতা হুয়াই বিন আখতাবের কন্যা ছিলেন। ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে লেখা আছে, হুয়াই বিন আখতাবের বংশধারা হযরত মূসা (আ.)-এর ভাই হযরত হারূন (আ.)-এর সাথে গিয়ে মিলিত হয়। হুয়াই এর বংশে কতিপয় ব্যক্তি নবুওয়াতের সম্মানে ধন্য হয়েছিলেন, যাদের কারণে সে গর্বিত ছিল। আর এই অহংকারের কারণেই সে বলতো, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি ইহকালেও দয়ালু এবং পরকালেও আমাদের প্রতি স্নেহ ও অনুগ্রহ করবেন। তিনি আমাদেরকে পাপের কারণে কয়েকদিন শাস্তি দিবেন, অবশেষে জান্নাতই হবে আমাদের স্থায়ী নিবাস। এই বংশীয় আত্মগরিমা ও ঔদ্ধত্যের কারণেই হুয়াই মহানবী (সা.)-এর শিক্ষামালা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। অবস্থানের দিক থেকে বনু নযীর গোত্রটি মসজিদে কুবা থেকে আধা মাইল দূরে উত্তর পূর্ব দিকে (অবস্থিত) ছিল। আর মদীনার মধ্যভাগে এর বসতি প্রথমে আসতো এবং মসজিদে কুবা এর থেকে কিছুটা দূরত্বে দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত ছিল।

চতুর্থ হিজরীর রবিউল আউয়াল (মাসে) বনু নযীরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এক তথ্য অনুসারে এটি উহুদের যুদ্ধের পূর্বের ঘটনা আর ইমাম বুখারীর তথ্যও এটিই। তবে ইমাম বুখারী (রহ.) এখানে একথাও লিখেছেন যে, ইবনে ইসহাকের মতে এই যুদ্ধ উহুদ ও বি'রে মাঊনার পরে হয়েছিল। যদিও আল্লামা ইবনে কাসীর ছাড়াও অধিকাংশ ঐতিহাসিক এবং জীবনীকার বলেছেন, উহুদের যুদ্ধের পরেই বনু নযীরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। বনু নযীরের যুদ্ধের প্রেক্ষাপট হলো, মক্কার কুরাইশ কাফিররা বদরের যুদ্ধের পূর্বে আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল এবং অওস ও খাযরাজ গোত্রের অন্যান্য প্রতিমাপূজারীদের লিখেছিল, {তখন মহানবী (সা.) মদীনায় ছিলেন।} তোমরা আমাদের নবীকে আশ্রয় দিয়েছ। মদীনায় তোমাদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। আমরা শপথ করে বলছি, হয় (তোমরা) তাদের সাথে যুদ্ধ করো অথবা তাদেরকে নিজেদের শহর থেকে বহিষ্কার করো; নতুবা আমরা গোটা আরবকে ঐক্যবদ্ধ করে তোমাদের ওপর আক্রমণ করবো। তোমাদের যোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধ করবো, তোমাদের নারী ও শিশুদের (নির্মমভাবে) হত্যা করবো। যখন ইবনে উবাই এবং অন্য প্রতিমাপূজারীরা এই পত্র পায় তখন তারা একে অপরকে বার্তা পাঠায় এবং মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য দৃঢ় সংকল্প করে। এই সংবাদ পাওয়ার পর মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীদের একটি দলকে নিয়ে মদীনার নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি (সা.) বলেন, কুরাইশরা তোমাদেরকে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে পত্র লিখেছে। এই পত্র তোমাদেরকে কোনো ধোঁকায় যেন না ফেলে, পাছে তোমরা স্বয়ং ধোঁকা ও প্রতারণার শিকার হয়ে নিজেদেরই ভাই ও পুত্রদের সাথে আবার যুদ্ধ করতে না আরম্ভ করো। মহানবী (সা.)-এর একথা শোনে তারা বিষয়টি অনুধাবন করতে পারে এবং নিজেদের সংকল্প স্থগিত করে আর হতোদ্যম হয়ে যায়। এভাবে মক্কার কুরাইশদের এই হুমকি আর শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয়নি।

এরপর কুরাইশরা বদরের যুদ্ধের পর ইহুদীদের কাছে একটি পত্র লিখে যে, তোমাদের কাছে অস্ত্র আছে আর তোমরা দুর্গেরও মালিক। হয় তোমরা আমাদের সহযোগী হয়ে যুদ্ধ করো নতুবা আমরা তোমাদের ওপর আক্রমণ করবো এবং তোমাদের পুরুষদেরকে হত্যা করবো আর তোমাদের নারীদেরকে আমাদের দাসী বানাবো। এই পত্র যখন ইহুদীদের কাছে পৌঁছায় তখন বনু নযীর গোত্র মহানবী (সা.)-কে ধোঁকা দেয়ার জন্য সম্মত হয়, কেননা ইহুদী গোত্রগুলো তো আগে থেকেই সুযোগ খুঁজছিল যাতে মুসলমানদের আধিপত্য ও ক্ষমতার যতদ্রুত সম্ভব অবসান করা যায়। এ পর্যায়ে তারা এমন দুরভিসন্ধি করার চিন্তা করে যাতে মহানবী (সা.)-কে নাঊযুবিল্লাহ্ হত্যা করা যায়। অতএব, তারা তাঁর সমীপে সংবাদ প্রেরণ করে যে, আপনি আপনার ত্রিশজন সাহাবীকে নিয়ে আসুন, আমাদের ত্রিশজন আলেমও আপনার সামনে উপস্থিত হবে; এমনকি আমরা এমন এক স্থানে মিলিত হবো যা আমাদের এবং আপনাদের পছন্দের হবে। আমাদের লোকেরা আপনার কথা শুনবে। তারা যদি আপনাকে সত্যায়ন করে অর্থাৎ ইহুদী আলেমরা যদি আপনার প্রতি ঈমান আনয়ন করে তাহলে আমরাও আপনার প্রতি ঈমান আনব। পরের দিন মহানবী (সা.) ত্রিশজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ত্রিশজন ইহুদী আলেমও তাঁর কাছে আসে। ইহুদীরা যখন খোলা প্রান্তরে আসে তখন তারা পরস্পরকে বলে, তোমরা তাঁর ওপর কীভাবে আক্রমণ করবে? কেননা তাঁর সাথে ত্রিশজন সঙ্গী রয়েছেন। ত্রিশজন সঙ্গীর উপস্থিতিতে আক্রমণ করা তো কঠিন আর তারা এমন সঙ্গী, যারা তাঁর জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করবে না। তখন ইহুদীরা তাঁর কাছে পুনরায় এই সংবাদ প্রেরণ করে যে, আমরা ষাটজন পরস্পর কীভাবে প্রজ্ঞাপূর্ণ আলোচনা করবো? আপনি এক কাজ করুন, তিনজন সঙ্গীকে নিয়ে আসুন আর আমরাও আমাদের তিনজন আলেমকে নিয়ে আসবো, তারা আপনার আলোচনা শুনবে। তখন তিনি (সা.) তিনজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে আসার প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন। তিনজন ইহুদী আলেমও রওয়ানা হয় আর ঐ ইহুদীদের কাছে খঞ্জর বা ধারালো ছুরি ছিল। তারা মহানবী (সা.)-এর ওপর আক্রমণ করতে চাচ্ছিল। যাহোক, মহানবী (সা.) যাত্রার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, পথিমধ্যেই বনু নযীরের একজন হিতাকাঙ্ক্ষী নারী একজন আনসারী মুসলমানকে এবং পরে মহানবী (সা.)-কে বনু নযীরের সকল ষড়যন্ত্রের কথা বলে দেয়। তাই মহানবী (সা.) ইহুদীদের কাছে না গিয়ে মদীনায় ফেরত চলে আসেন।

এই যুদ্ধের আরেকটি কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে একজন রচয়িতা লিখেছেন, বনু নযীর গোত্র সংগোপনে কুরাইশদের কাছে বার্তা পাঠায় আর তাদেরকে মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্ররোচিত করে বরং তাদেরকে মুসলমানদের প্রতিরক্ষা-খাতের কিছু দুর্বলতার কথাও জানিয়ে দেয়। কোনো কোনো বর্ণনা অনুযায়ী উহুদের যুদ্ধের পূর্বে ইহুদীরাও মক্কার কুরাইশকে ক্রমাগতভাবে উত্তেজিত করেছিল যার ফলশ্রুতিতে উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

এ যুদ্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎক্ষণিক কারণ এটিও বর্ণনা করা হয় যে, বি'রে মাঊনা থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় যখন হযরত আমর বিন উমাইয়া যামরী (রা.) বনু আমেরের দু'জনকে হত্যা করেছিলেন যাদের সাথে মুসলমানদের সন্ধিচুক্তি ছিল, তাই তাদেরকে রক্তপণ প্রদান আবশ্যক ছিল। এ উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.) বনু নযীরের কাছে গিয়েছিলেন, কেননা মহানবী (সা.) ইহুদীদের সাথে যে সন্ধিচুক্তি করেছিলেন এর একটি ধারায় ছিল, 'আইনা'ওয়ানুহু ফীদ্ দিয়াত' অর্থাৎ তারা রক্তপণের ব্যাপারে মুসলমানদের সাথে সহযোগিতা করবে। এই ঘটনার বিশদ বিবরণ হলো, হযরত আমর বিন উমাইয়া যামরী (রা.) যখন মহানবী (সা.)-এর নিকট এসে পুরো বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন তখন তিনি (সা.) বলেন, তুমি খুবই অন্যায় কাজ করেছ। তাদের সাথে আমাদের চুক্তি এবং নিরাপত্তার শর্ত ছিল। হযরত আমর বিন উমাইয়া যামরী (রা.) বলেন, আমি এই সন্ধিচুক্তির বিষয়টি জানতাম না। আমি তাদেরকে মুশরিক মনে করতাম আর তাদের গোত্র আমাদের সাথে প্রতারণাও করেছে। হযরত আমর (রা.) তাদের মালপত্র এবং কাপড়-চোপড় সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন। মহানবী (সা.) তাকে নির্দেশ দেন তাদের মালপত্র এবং কাপড়-চোপড় যেন তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের কাছে ফেরত পাঠানো হয়। মহানবী (সা.) রক্তপণ সহ সেগুলো পাঠিয়ে দেন। মহানবী (সা.) শনিবার দিন বনু নযীর গোত্রের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন, মসজিদে কুবায় নামায পড়েন। প্রায় দশজনের মতো মুহাজির ও আনসার সাহাবী মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলেন। তিনি (সা.) বনু নযীরকে তাদের বৈঠকে উপবিষ্ট দেখতে পান। তিনিও তখন সেখানে আসন গ্রহণ করেন যাতে করে মৃত দুই ব্যক্তির রক্তপণ আদায়ের ব্যাপারে তাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন, যেন তারা দু'জন নিহত ব্যক্তির রক্তপণ পরিশোধে তাঁকে সহযোগিতা করে।

এই যুদ্ধাভিযানের কারণ কি ছিল এ ব্যাপারে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম, এ (রা.)'র একটি তথ্য পাওয়া যায় যা থেকে বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট হয়। তিনি (রা.) লিখেন, এই যুদ্ধের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে প্রসিদ্ধ হাদীসবেত্তাগণ বিভিন্ন আঙ্গিক তুলে ধরেছেন আর এ কারণে এই যুদ্ধ ঠিক কখন আরম্ভ হয়েছিল সে ব্যাপারেও দ্বিমত রয়েছে। বনু নযীরের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন যুদ্ধের সূচনা হয়েছে। সকল ঘটনাই ভিন্ন ভিন্ন সময় ও স্থান সাপেক্ষে সঠিক। কিন্তু সর্বশেষ যুদ্ধ সেটি ছিল যা বনু আমেরের দু'জন ব্যক্তির রক্তপণ আদায়ের সময় আরম্ভ হয়েছিল, বাকি আল্লাহ্ই ভালো জানেন। রক্তপণ আদায়ের ব্যাপারে মহানবী (সা.) একদল সাহাবীকে নিয়ে বনু নযীরের নিকট উপস্থিত হন এবং চুক্তি অনুসারে রক্তপণ আদায়ের বিষয়টি তাদের কাছে উত্থাপন করেন। তারা বলে, হ্যাঁ, আবুল কাসেম! আপনি খাবার খেয়ে নিন এরপর আমরা এ ব্যাপারে কথা বলছি। এভাবে বাহ্যিকভাবে ইহুদীরা খুবই হাস্যোজ্জ্বলভাবে মহানবী (সা.)-এর সাথে কথা বলে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তারা মহানবী (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করতে থাকে। তখন তিনি (সা.) তাদের বাড়ির এক দেয়ালের পাশে উপবিষ্ট ছিলেন। একজন বর্ণনাকারী ইহুদীদের মহানবী (সা.)-কে হত্যার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেন, বনু নযীরের সর্দার হুয়াই বলে, "হে ইহুদীর দল! মুহাম্মদ (সা.) তাঁর কতিপয় সাথীকে নিয়ে তোমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছে, তাদের সংখ্যা দশজনেরও কম। এই বাড়ির ছাদে উঠে বড় একটি পাথর ফেলে মুহাম্মদকে (সা.)-কে হত্যা করো, তোমরা এর চেয়ে উত্তম সুযোগ আর কখনো পাবে না। যদি তাকে মেরে ফেলতে পারো তাহলে তার সঙ্গীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে। মক্কা থেকে আসা তোমাদের সাথীরা মক্কায় ফিরে যাবে এবং এখানে শুধু অওস ও খাযরাজ থাকবে, যারা তোমাদেরই মিত্র। তাই তোমরা যা করতে চাও, এখনই করো"। একথা শুনে এক দুর্ভাগা ইহুদী আমর বিন জাহাশ বলে, "আমি বাড়ির ছাদে উঠে পাথর ফেলে মুহাম্মদ (সা.)-কে (নাঊযুবিল্লাহ্) হত্যা করবো"। যখন এসব সলাপরামর্শ করা হচ্ছিল তখন বনু নযীরের এক নেতা সালাম বিন মিশকাম বলে, "হে ইহুদীর দল! তোমরা চাইলে সারাজীবন আমার বিরোধিতা কোরো, কিন্তু আজ আমার কথা মেনে নাও। আল্লাহ্র কসম! মুহাম্মদ (সা.)-কে তোমাদের এই ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে অবগত করা হবে। আর এটি আমাদের এবং তাদের মাঝে বিদ্যমান সন্ধিচুক্তির লঙ্ঘনও বটে।" কিন্তু ইহুদীরা তার কথায় কর্ণপাত না করে নিজেদের সিদ্ধান্তে অটল থাকে। হুযূর (আই.) বলেন, 'ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে বর্ণনা করা হবে যে, তারা কি পরিকল্পনা করেছিল এবং কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে রক্ষা করে তাদের ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন।'

পরিশেষে হুযূর (আই.) পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য দোয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য বিশেষ দোয়ার আহ্বান করতে চাই। সম্প্রতি তাদের ওপর পুনরায় নির্যাতন শুরু হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা শীঘ্র পাকিস্তানের আহমদীদেরকে অত্যাচারের কবল থেকে মুক্তি দিন আর সেখানেও আমাদের পরিস্থিতি অনুকূল করে দিন। কেননা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়কে কেন্দ্র করে তাদের বিরুদ্ধে মামলা-মোকদ্দমা ও নির্যাতনের চেষ্টা করা হচ্ছে।' এরপর হুযূর (আই.) পাকিস্তানের দু'জন শহীদ ও একজন মরহুমের স্মৃতিচারণ করেন এবং নামাযের পর তাদের গায়েবানা জানাযা পড়ান। শহীদদের একজন হলেন, ৬৪ বছর বয়স্ক মুকাররম গোলাম সারোয়ার সাহেব আর অপরজন হলেন ৩২ বছর বয়স্ক শহীদ মুকাররম রাহাত আহমদ বাজওয়া সাহেব। মণ্ডী বাহাউদ্দিন জেলার সাহকেল্লাহপুরে গত ৮ই জুন, ২০২৪ তারিখে একজন মাদ্রাসা ছাত্র সৈয়দ আলী রেযার গুলিতে তারা উভয়েই ঘটনাস্থলে শাহাদত বরণ করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন। হুযূর (আই.) তাদের সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করার পর মুকাররম মালেক মুজাফফর খান সাহেবেরও স্মৃতিচারণ করেন এবং তাদের তিনজনের আত্মার মাগফিরাত ও শান্তি কামনা করে দোয়া করেন, 'আল্লাহ্ তা'লা তাদের সাথে প্রেম দয়া ও ক্ষমাসুলভ আচরণ করুন এবং তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্য ধারণের তৌফিক দিন' আমীন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, **www.mta.tv** এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট **www.ahmadiyyabangla.org** -এ]

(সূত্র: কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)

এটর্নী মঈন চৌধুরী LAW OFFICES

Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
(To schedule appointment only)

Michael Taub, Esq.

Moin Choudhury, Esq.

এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস
বিনামূল্যে পরামর্শ
প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- লেড পয়জনিং
- কাজের জায়গায় দূর্ঘটনা

IMMIGRATION
(Consultation fee applies)

ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি

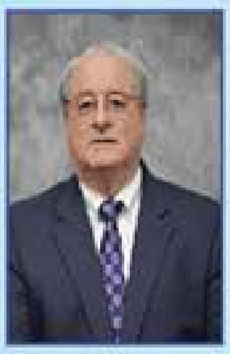
Attorney
Michigan Only.

Attorney
Michigan Only.

Attorney
New Jersey Only

Attorney, Buffalo
New York Only

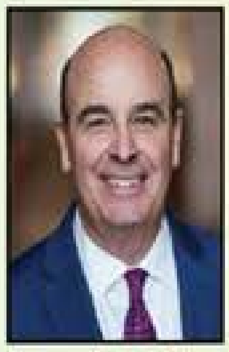
Attorney
Connecticut Only

Attorney
Pennsylvania Only

WWW.MOINLAW.COM

Prior result does not guarantee future outcome of any cases. Moin Choudhury is admitted in Michigan State only and also admitted in the Supreme Court of the United States.
Michael Taub is admitted in New York State Only and also admitted in the NY Federal District Courts.

বাংলা ভাষা কি উত্তর আমেরিকার নতুন প্রজন্মের কাছে টিকে থাকবে?

> এখনই 'বাংলা হারিয়ে যাবে' কিংবা 'বাংলা নিশ্চয়ই টিকে থাকবে'-কোনোটিই নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। ভবিষ্যৎ তৈরি হবে প্রতিদিনের অসংখ্য ছোট সিদ্ধান্তে। ঘরে কোন ভাষায় গল্প বলা হচ্ছে, সন্তানকে কোন বই দেওয়া হচ্ছে, কোন গান শোনানো হচ্ছে, সে কোন ভাষায় প্রশ্ন করতে পারছে এবং কোন ভাষায় নিজের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারছে-এসবের মধ্যেই সেই ভবিষ্যৎ তৈরি হবে। শেষ পর্যন্ত প্রশ্নটি শুধু-বাংলা ভাষা কি উত্তর আমেরিকার নতুন প্রজন্মের কাছে টিকে থাকবে? আরও গভীর প্রশ্ন হলো-আমরা কি এমন একটি বাংলা তাদের হাতে তুলে দিতে পারছি, যে বাংলায় তারা শুধু তাদের পূর্বপুরুষের গল্প শুনবে না, নিজেদের গল্পও বলবে? ভাষার উত্তরাধিকার তখনই সত্যিকারের উত্তরাধিকার হয়ে ওঠে, যখন পরের প্রজন্ম সেটিকে শুধু সংরক্ষণ করে না-নিজের জীবন দিয়ে নতুন করে বাঁচায়

জহিরুল ইসলাম

একজন মা বাংলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'আজ স্কুলে কী হলো?' সন্তান উত্তর দিল ইংরেজিতে। মা বুঝলেন, সন্তানও মায়ের কথা বুঝল। কথোপকথনে কোনো বাধা হলো না। তবু দুই ভাষার পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকার সেই মুহূর্তে যেন দুই প্রজন্মের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম দূরত্ব দৃশ্যমান হলো।

উত্তর আমেরিকার বহু বাঙালি পরিবারের কাছে দৃশ্যটি অচেনা নয়। ঘরে বাংলা, স্কুলে ইংরেজি; দাদা-দাদির সঙ্গে বাংলা, বন্ধুদের সঙ্গে ইংরেজি; পারিবারিক অনুষ্ঠানে বাংলা গান, কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের অধিকাংশ কথোপকথনে অন্য ভাষা। ফলে প্রশ্নটি শুধু-একটি শিশু বাংলা জানে কি না। আরও গভীর প্রশ্ন হলো-বাংলা কি তার নিজের ভাষা হয়ে উঠছে?

বাংলা উত্তর আমেরিকার অচেনা ভাষা নয়। যুক্তরাষ্ট্রের আমেরিকান কমিউনিটি সার্ভেতে ইংরেজির বাইরে ঘরে ব্যবহৃত ভাষার তালিকায় বাংলা পৃথকভাবে অন্তর্ভুক্ত। ২০২৩ সালের জরিপেও বাংলা ভাষা নিয়ে পৃথক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। কানাডার ২০২১ সালের জনগণনাতেও বাংলা একটি উল্লেখযোগ্য অ-সরকারি ভাষা হিসেবে উঠে এসেছে। দেশটির সরকারি বিশ্লেষণে ২০২১ সালে বাংলা ভাষাভাষীদের মধ্যম বয়স ৩৫ বছর-যা ইঙ্গিত করে, এটি কেবল বয়স্ক অভিবাসীদের ভাষা নয়; তুলনামূলক তরুণ জনগোষ্ঠীর মধ্যেও এর উপস্থিতি রয়েছে।

অর্থাৎ সমস্যা বাংলা নেই-এমন নয়। আসল প্রশ্ন হলো, বাংলা কতটা প্রজন্মান্তরে সঞ্চারিত হচ্ছে এবং নতুন প্রজন্মের জীবনে কতটা কার্যকর থাকছে।

ভাষা টিকে থাকার অর্থও এখানে একটু ভেবে দেখা দরকার। একটি শিশু বাংলা বুঝতে পারে, কিন্তু বলতে পারে না। কেউ বলতে পারে, কিন্তু পড়তে পারে না। কেউ পড়তে পারে, লিখতে পারে না। আবার কেউ বাংলায় খুব কম কথা বলেও বাংলা গান, সাহিত্য, পারিবারিক স্মৃতি ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। তাই ভাষিক পরিচয়কে 'জানে' অথবা 'জানে না'-এই দুই ভাগে ভাগ করা যায় না।

ভাষার সঙ্গে সম্পর্কেরও স্তর আছে-বোঝা, বলা, পড়া, লেখা এবং নিজের অনুভূতি ও চিন্তা প্রকাশ করা। প্রবাসী নতুন প্রজন্মের বাংলা নিয়ে আলোচনা করতে হলে এই পার্থক্যটি মনে রাখা জরুরি।

এর কেন্দ্রে রয়েছে পরিবার।

একটি শিশুর প্রথম ভাষিক পৃথিবী তৈরি হয় ঘরে। বাবা-মা তার সঙ্গে কোন ভাষায় কথা বলছেন, গল্প করছেন কি না, দাদা-দাদি বা নানা-নানির সঙ্গে সম্পর্ক কীভাবে তৈরি হচ্ছে, ঘরে বাংলা বই আছে কি না-এসব ছোট অভ্যাসই ভাষার ভবিষ্যৎ নির্ধারণে বড় ভূমিকা রাখতে পারে।

কানাডার ২০২১ সালের জনগণনা বিশ্লেষণেও দেখা যায়, কোনো অ-সরকারি ভাষা পরিবারের সব সদস্য জানলে সেটি ঘরে ব্যবহারের সম্ভাবনা বেশি; পরিবারের কয়েকজন সদস্য জানলেও সবাই না জানলে সেই ভাষার ঘরোয়া ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে কমে। বাংলার ক্ষেত্রেও এই পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়েছে।

তবে এখানেই আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে। ইংরেজি বেশি ব্যবহার করলেই কেউ তার বাঙালি পরিচয় হারিয়ে ফেলে-এমন সিদ্ধান্ত ঠিক নয়। একজন তরুণ একই সঙ্গে উত্তর আমেরিকার সমাজের সক্রিয় সদস্য এবং বাঙালি সাংস্কৃতিক পরিচয়ের ধারক হতে পারেন। তাঁর পরিচয় বহুভাষিক, বহুসাংস্কৃতিক এবং বহুস্তরীয় হওয়াই স্বাভাবিক।

তাই লক্ষ্য হওয়া উচিত ইংরেজির সঙ্গে বাংলার লড়াই বাধানো নয়। বরং প্রশ্ন হওয়া উচিত-এই দুই ভাষার মধ্যে কি এমন একটি সম্পর্ক তৈরি করা যায়, যেখানে বাংলা তার পারিবারিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের জীবন্ত অংশ হয়ে থাকবে?

অভিবাসী সমাজে ভাষার পরিবর্তন স্বাভাবিক। যে শিশু উত্তর আমেরিকায় জন্মায়, তার শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা, বন্ধুত্ব, কর্মজীবন ও বৃহত্তর সামাজিক যোগাযোগের প্রধান ভাষা ইংরেজি হওয়াই স্বাভাবিক। বাংলার প্রয়োজনীয়তা সেখানে ভিন্ন। ফলে শুধু আবেগ দিয়ে বাংলা ধরে রাখা কঠিন।

কোনো ভাষা দীর্ঘদিন বেঁচে থাকে ব্যবহারে। যে ভাষায় মানুষ হাসে, গল্প করে, ভালোবাসে, প্রশ্ন করে, তর্ক করে, গান গায়, বই পড়ে এবং নিজের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করে-সে ভাষাই জীবন্ত থাকে।

এই জায়গায় বাংলা শিক্ষার প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ।

উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন শহরে বাংলা শেখানোর উদ্যোগ আছে-সপ্তাহান্তের বিদ্যালয়, কমিউনিটি-ভিত্তিক পাঠক্রম, সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোগ কিংবা অনলাইন শিক্ষা। কিন্তু বাংলা শেখানো আর বাংলার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করা এক বিষয় নয়।

শিশুর কাছে যদি বাংলা মানেই শুধু বর্ণমালা, ব্যাকরণ, বানান ও পরীক্ষার খাতা হয়, ভাষাটি তার কাছে দায়িত্ব হয়ে উঠতে পারে। বাংলা যদি গল্প, বিজ্ঞান, খেলাধুলা, গান, চলচ্চিত্র, প্রযুক্তি, কৌতূহল এবং নিজের জীবনের কথা বলার মাধ্যম হয়, তাহলে সম্পর্কটি অন্য রকম হতে পারে।

শিশুকে শুধু বাংলা শেখানো নয়; বাংলায় তার পৃথিবীটাকেও তৈরি করতে হবে।

প্রযুক্তি এই জায়গায় বড় পরিবর্তনের সুযোগ তৈরি করেছে। একসময় প্রবাসে বাংলা শেখার প্রধান উপায় ছিল পরিবার, বই ও কমিউনিটি। এখন একটি শিশু পৃথিবীর যেকোনো জায়গা থেকে বাংলা গান শুনতে এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

মধ্যবর্তী নির্বাচনের প্রাক্কালে ওয়াশিংটনে বহুমুখী সংঘাত

মোহাম্মদ তুহিন

আসন্ন মার্কিন মধ্যবর্তী নির্বাচনকে সামনে রেখে ওয়াশিংটনের প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক পরিমণ্ডলে এক নজিরবিহীন বহুমুখী সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। একদিকে জাতীয় জনমত জরিপগুলোতে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ক্ষমতাসীন রিপাবলিকান পার্টির (জিওপি) জনপ্রিয়তা আধুনিক ইতিহাসের সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে এসেছে; অন্যদিকে নির্বাচনের ফলাফল ও ভোটপ্রক্রিয়াকে ঘিরে বিচার বিভাগ এবং দলীয় পর্যায়ে নজিরবিহীন নজরদারির জাল বিস্তার করা হচ্ছে। এর সমান্তরালে, সমালোচনামূলক সংবাদ প্রকাশের জেরে গণমাধ্যমের ওপর প্রশাসনিক নিষেধাজ্ঞা আরোপের চেষ্টায় খোদ ফেডারেল আদালতের পক্ষ থেকে বড় ধরনের আইনি ধাক্কা খেয়েছে হোয়াইট হাউস। রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও সংবিধান বিশেষজ্ঞদের মতে, এই তিনটি ভিন্নমুখী ঘটনাপ্রবাহ বিচ্ছিন্ন কোনো বিষয় নয়। অর্থনৈতিক দুরবস্থা, আন্তর্জাতিক সামরিক সম্পৃক্ততা ও ভোটারদের তীব্র অসন্তোষ থেকে সৃষ্ট সম্ভাব্য নির্বাচনী বিপর্যয়ের মুখে প্রশাসন একদিকে যেমন জনদৃষ্টি ভিন্ন খাতে নেওয়ার কৌশল নিচ্ছে, অন্যদিকে শাসনতান্ত্রিক ভারসাম্য ও নির্বাচনী প্রাতিষ্ঠানিক রীতির ওপর প্রত্যক্ষ চাপ সৃষ্টি করছে।

জনমত জরিপে নজিরবিহীন ধস: শতাব্দীর সবচেয়ে বড় বিপর্যয়ের মুখে রিপাবলিকানরা চলতি একবিংশ শতাব্দীতে রিপাবলিকান পার্টির জন্য সবচেয়ে বিপর্যয়কর দুটি মধ্যবর্তী নির্বাচন ছিল ২০০৬ এবং ২০১৮ সাল। ২০০৬ সালে মধ্যপ্রাচ্যের দীর্ঘায়িত ইরাক যুদ্ধের তীব্র জনঅসন্তোষের কারণে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের নেতৃত্বাধীন দল উভয় কক্ষের নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছিল। পরবর্তীতে ২০১৮ সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রথা-ভাঙা আক্রমণাত্মক শাসনশৈলী ও নীতিমালার জেরে প্রতিনিধি পরিষদে বড় ব্যবধানে পরাজিত হয় দলটি। তবে সমকালীন বিভিন্ন জাতীয় জনমত জরিপের তুলনামূলক পরিসংখ্যান বলছে, ২০২৬ সালের এই নির্বাচনটি ক্ষমতাসীন রিপাবলিকানদের জন্য চলতি শতাব্দীর মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক রূপ নিতে যাচ্ছে। জাতীয় পর্যায়ের প্রধান জরিপগুলোতে দেখা যাচ্ছে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নিট অনুমোদন ঋণাত্মক ২৯ থেকে ৩৪ পয়েন্টে নেমে এসেছে। ২০১৮ সালের একই সময়ে ট্রাম্পের গ্রহণযোগ্যতা ছিল ঋণাত্মক ১৩ থেকে ১৫ পয়েন্টের মধ্যে। আর ২০০৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে খোদ বুশের নিট অনুমোদন ছিল ঋণাত্মক ১৫ পয়েন্ট। অর্থাৎ, পূর্ববর্তী দুটি বড় নির্বাচনী বিপর্যয়ের সময়ের তুলনায় বর্তমান প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা প্রায় দ্বিগুণ নিচে অবস্থান করছে। ডেটা সাংবাদিকদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, আধুনিক মার্কিন নির্বাচনী ইতিহাসে কোনো মধ্যবর্তী নির্বাচনের পূর্বমুহূর্তে কোনো প্রেসিডেন্টের ক্ষেত্রে এত দুর্বল জনসমর্থনের নজির আর নেই।

যদিও হাউস ও সিনেটের নিয়ন্ত্রণ চূড়ান্তভাবে অঙ্গরাজ্যভিত্তিক ও নির্দিষ্ট আসনগুলোর ভোটারদের ওপর নির্ভর করে, তথাপি ট্রাম্প যখন তাঁর সমর্থকদের স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছেন যে এই নির্বাচন কার্যত তাঁর নেতৃত্বের ওপরই গণভোট-তখন তাঁর এই ঐতিহাসিক অজনপ্রিয়তা ব্যালট বাক্সে পুরো দলের জন্যই মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনার পূর্বাভাস দিচ্ছে।

নীতিগত ব্যর্থতা: অর্থনীতি, মধ্যপ্রাচ্য সংঘাত ও সরকারবিরোধী জনরোষ জনমত জরিপের তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মূলত তিনটি প্রধান অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সংকট ক্ষমতাসীনদের জনসমর্থনে এই ঐতিহাসিক ধস নামিয়েছে:

১. লাগামহীন অর্থনৈতিক সংকট ও মুদ্রাস্ফীতি

যে কোনো গণতান্ত্রিক নির্বাচনে সাধারণ মানুষের কাছে অর্থনীতিই প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। সাম্প্রতিক জাতীয় পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় ট্রাম্পের ভূমিকা অনুমোদন করেছেন মাত্র ২৭ শতাংশ নাগরিক, যেখানে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন ৭৩ শতাংশ (নিট ঋণাত্মক ৪৬ পয়েন্ট)। ২০১৮ সালে যেখানে তাঁর অর্থনৈতিক গ্রহণযোগ্যতা ইতিবাচক ৫০ শতাংশের কাছাকাছি ছিল এবং ২০০৬ সালে অর্থনৈতিক সংকট থাকা সত্ত্বেও বুশের রেটিং ছিল ঋণাত্মক ১৮ থেকে ২৫ পয়েন্টের ঘরে-সেখানে ট্রাম্পের বর্তমান অবস্থান স্পষ্টতই নজিরবিহীন। সাধারণ নাগরিকদের কাছে দেশের সার্বিক অর্থনীতির অবস্থাও উদ্বেগজনক ঠেকছে।

২০১৮ সালে প্রায় ৬৯ শতাংশ এবং ২০০৬ সালে ৫৯ শতাংশ মানুষ অর্থনীতিকে ইতিবাচক দেখেছিলেন; কিন্তু বর্তমানে মাত্র ২৮ শতাংশ মানুষ অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে সন্তোষজনক বলে মনে করছেন। সবচেয়ে বড় উদ্বেগের বিষয় হলো, ভোটারদের কাছে এই ইস্যুটির গুরুত্ব বহুগুণ বেড়েছে।

২০১৮ সালে যেখানে ৪৪ শতাংশ ভোটার অর্থনীতিকে তাদের 'সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ' নির্বাচনী ইস্যু হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন, বর্তমানে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৮ শতাংশে।

২. ইরানের সাথে সংঘাত ও জ্বালানি তেলের উল্লম্ফন

২০০৬ সালে রিপাবলিকানদের পরাজয়ের পেছনে বড় অনুঘটক ছিল ইরাক যুদ্ধ। তবে বর্তমান জরিপগুলোর উপাত্ত বলছে, বর্তমান ইরানের সাথে সামরিক সংঘাতের বিষয়টি তৎকালীন ইরাক যুদ্ধের চেয়েও বেশি অজনপ্রিয় রূপ ধারণ করেছে। সাম্প্রতিক জরিপে দেখা এরপর ২৪ পৃষ্ঠায়

> সংঘাতের মানবিক ও আর্থিক মূল্য সাধারণ নাগরিকদের মনোজগতে গভীর ক্ষোভ তৈরি করেছে, যা জনমত জরিপের ইতিহাসে ক্ষমতাসীনদের জন্য নজিরবিহীন বিপর্যয়ের ইঙ্গিত দিচ্ছে। অন্যদিকে সেই সম্ভাব্য বিপর্যয় এড়াতে কিংবা পরবর্তী ফলাফলকে চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করাতে ভোটকেন্দ্রে অতিরিক্ত সরকারি-দলীয় নজরদারি এবং গণমাধ্যমের প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণের যে কৌশল নেওয়া হচ্ছে, তা আইনের শাসন ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যকার ভারসাম্যকে বড় ধরনের ঝুঁকিতে ফেলেছে। আদালতের সাম্প্রতিক হস্তক্ষেপ প্রমাণ করেছে যে বিচার বিভাগ এখনও নির্বাহী ক্ষমতার ওপর একটি কার্যকর সাংবিধানিক বাধা; তবে নির্বাচনের দিন যত ঘনিয়ে আসছে, ওয়াশিংটনের ক্ষমতার অলিন্দে এই ত্রিমুখী সংঘাত মার্কিন গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ গতিপথকে আরও গভীর ও অনিশ্চিত এক সন্ধিক্ষণে দাঁড় করাচ্ছে

দেশে যাওয়ার পথে কম খরচে ওমরাহ করে যেতে পারেন
স্পেশাল ওমরাহ প্যাকেজ $১৫৫০
• ওমরাহ প্যাকেজ
• ওমরাহ ভিসা
• মোয়াল্লেম
• হোটেল ও ট্রান্সপোর্ট
বিশ্বের সকল দেশের ভিসা প্রসেসিং করা হয়
সবচেয়ে কমদামের গ্যারান্টি আমরাই দিচ্ছি
৭৪৯
JFK-Dhaka-JFK Return
আমরা IATA অনুমোদিত
আমরা ARC অনুমোদিত
DELTA AIR LINES
Biman BANGLADESH AIRLINES
American Airlines
ETIHAD
QATAR AIRWAYS
Emirates
Emirates
KUWAIT AIRWAYS
Mohammad B Hossain (Belal)
President & CEO
বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
BANGLA TRAVELS JACKSON HEIGHTS, NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ার লাইন্সের স্টক হোল্ডার
বাংলাদেশ থেকে আসার টিকেট সবচেয়ে কম দামে আমাদের কাছেই পাবেন।
আমান রঞ্জু ট্রাভেল কনসালটেন্ট
কাঞ্চন ট্রাভেল কনসালটেন্ট
কে.এম. শহিদ ট্রাভেল কনসালটেন্ট
মাহির ট্রাভেল কনসালটেন্ট
জাহাঙ্গীর ট্রাভেল কনসালটেন্ট
নিলয় ট্রাভেল কনসালটেন্ট
নাহিয়ান আজাদ ট্রাভেল কনসালটেন্ট
NEW YORK OFFICE
73-05 37th Road, Jackson Heights NY 11372
ATLANTA OFFICE
4229 1st Ave, Suite B, Tucker, GA 30084 Tel: 404-704-7753
DHAKA OFFICE
C-752, Ridge Dale Shopping Center Uttar Badda, Dhaka-1212 01349328919
Phone: 917-396-4140, 917-592-7828

সাত মাস অনেক সময় : আইনশৃঙ্খলায় এবার কঠোর হওয়ার পালা

সহিদুল আলম স্বপন

একটি সরকারের সাফল্য শুধু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কূটনৈতিক অর্জন কিংবা উন্নয়ন প্রকল্প দিয়ে বিচার করা যায় না। রাষ্ট্রের সবচেয়ে মৌলিক দায়িত্ব হলো নাগরিকের জীবন, সম্পদ ও মর্যাদার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। মানুষ যদি নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে নিরাপদে ফিরতে পারবে কি না, ব্যবসায়ী যদি চাঁদাবাজির ভয় করেন, নারী যদি রাস্তায় নিরাপত্তাহীন বোধ করেন, আর অপরাধী যদি মনে করে রাজনৈতিক পরিচয় কিংবা প্রভাব তাকে আইনের হাত থেকে রক্ষা করবে, তাহলে অন্য সব অর্জন শেষ পর্যন্ত ম্লান হয়ে যায়।

বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার সাত মাস পর তাই আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে আর শুধু সময় চাওয়ার সুযোগ খুব বেশি নেই। প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্প্রচারবিষয়ক উপদেষ্টা ডা. জাহেদ উর রহমান বলেছেন, রাষ্ট্র ও জনগণের প্রয়োজনে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে যৌথ বাহিনী নামানো হতে পারে। একই সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, পুলিশ তাদের কার্যক্রম আরও জোরদার করছে এবং যেকোনো সিদ্ধান্ত আইনের সীমার মধ্যেই নেওয়া হবে। এই বক্তব্য গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর মধ্য দিয়ে সরকার অন্তত স্বীকার করছে যে জননিরাপত্তা নিয়ে মানুষের উদ্বেগকে হালকাভাবে দেখার সুযোগ নেই।

সরকারের যুক্তিও একেবারে উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। ২০২৪ সালের রাজনৈতিক পালাবদলের পর পুলিশ বাহিনী গভীর সংকটে পড়েছিল। বাহিনীর মনোবল, নেতৃত্ব, জনআস্থা এবং মাঠপর্যায়ের কার্যক্ষমতা নিয়ে বড় প্রশ্ন তৈরি হয়েছিল। বর্তমান সরকার এমন একটি পুলিশ বাহিনী পেয়েছে, যাকে একই সঙ্গে পুনর্গঠন করতে হচ্ছে এবং দৈনন্দিন আইনশৃঙ্খলার দায়িত্বও পালন করতে হচ্ছে। ডা. জাহেদ উর রহমানও এর আগে এই বাস্তবতার কথা বলেছেন।

কিন্তু সাত মাস পর একই ব্যাখ্যা বারবার দেওয়া হলে সেটি আর যথেষ্ট শোনায় না। রাষ্ট্র পরিচালনায় উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সমস্যা বাস্তব, কিন্তু সেই সমস্যা সমাধানের দায়িত্বও বর্তমান সরকারের। নাগরিকের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, তিনি আজ কতটা নিরাপদ।

এই প্রশ্নকে আরও গুরুত্ব দিয়ে দেখার কারণ রয়েছে। চলতি বছরের মার্চ থেকে মে পর্যন্ত তিন মাসে পুলিশের তথ্য অনুযায়ী দেশে ৯১৫টি হত্যা মামলা রেকর্ড হয়েছে, অর্থাৎ গড়ে দিনে দশটির বেশি। সরকার অবশ্য বলছে, সব অপরাধ একইভাবে বাড়েনি। ডা. জাহেদ উর রহমানের দেওয়া সাম্প্রতিক তুলনামূলক তথ্য অনুযায়ী, হত্যার ঘটনা কিছুটা বাড়লেও চুরি, ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের মতো কিছু অপরাধ কমেছে। কাজেই পুরো পরিস্থিতিকে এককথায় ভয়াবহ অবনতি বলা যেমন সরলীকরণ হবে, তেমনি বিচ্ছিন্ন কিছু পরিসংখ্যান দেখিয়ে জনমনের নিরাপত্তাহীনতাকে অস্বীকার করাও ঠিক হবে না।

আইনশৃঙ্খলার ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানের পাশাপাশি মানুষের উপলব্ধিও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ নিরাপত্তা শুধু রাষ্ট্রের হিসাবের খাতায় থাকে না, নিরাপত্তা মানুষের দৈনন্দিন জীবনে অনুভূত হতে হয়।

বর্তমান পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বিপজ্জনক বিষয় হলো অপরাধের পাশাপাশি দণ্ডহীনতার ধারণা তৈরি হওয়া। কোনো ব্যক্তি যদি মনে করেন রাজনৈতিক পরিচয়, ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে সম্পর্ক, অর্থ কিংবা স্থানীয় প্রভাব তাকে রক্ষা করবে, তাহলে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব দুর্বল হয়।

অপরাধীর রাজনৈতিক পরিচয় কী, তিনি কোন দলের কর্মী, কার অনুসারী কিংবা কার আত্মীয়, এগুলো পুলিশের বিবেচ্য বিষয় হতে পারে না। তার একমাত্র পরিচয় হওয়া উচিত, তিনি আইন ভেঙেছেন কি না। এই জায়গায় সরকারকে কঠোর হতে হবে নিজের ঘর থেকেই।

ক্ষমতাসীন দলের নাম ব্যবহার করে কেউ চাঁদাবাজি করলে তাকে গ্রেপ্তার করতে হবে। বিরোধী দলের কেউ সহিংসতায় জড়ালে তাকেও একই আইনে বিচারের মুখোমুখি করতে হবে। প্রভাবশালী ব্যবসায়ী, ছাত্রনেতা, স্থানীয় নেতা কিংবা জনপ্রতিনিধি, কারও জন্য আইনের আলাদা দরজা থাকতে পারে না। আইনের সবচেয়ে বড় শক্তি অস্ত্র নয়, নিরপেক্ষতা।

প্রশ্ন হচ্ছে, যৌথ বাহিনী কি এর সমাধান? বিশেষ পরিস্থিতিতে যৌথ বাহিনী কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। সন্ত্রাস, অবৈধ অস্ত্র, সংঘবদ্ধ অপরাধ, চাঁদাবাজি, অপহরণ, মাদক নেটওয়ার্ক কিংবা এমন কোনো নিরাপত্তা সংকট যেখানে পুলিশের একক সক্ষমতা যথেষ্ট নয়, সেখানে আইনসম্মত ও সমন্বিত অভিযান প্রয়োজন হতে পারে। সরকার যদি বিশ্বাসযোগ্য গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট অপরাধী চক্রের বিরুদ্ধে সীমিত সময়ের অভিযান পরিচালনা করে, তার যৌক্তিকতা রয়েছে।

কিন্তু যৌথ বাহিনীকে নিয়মিত পুলিশিংয়ের বিকল্পে পরিণত করা যাবে না। বাংলাদেশের অতীত অভিজ্ঞতা আমাদের সতর্ক করে। বিশেষ বাহিনী কিংবা নিরাপত্তা অভিযানের নামে ক্ষমতার অপব্যবহার হলে তার মূল্য রাষ্ট্রকে দীর্ঘদিন দিতে হয়। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুম, নির্বিচার গ্রেপ্তার কিংবা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে হয়রানির অভিযোগ বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানের ওপর জনআস্থা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি কোনোভাবেই কাম্য নয়।

সুতরাং যৌথ অভিযান হলে তার লক্ষ্য হতে হবে অপরাধ, কোনো রাজনৈতিক মত নয়। অপরাধী ধরতে হবে, বিরোধী কণ্ঠ নয়। অস্ত্র উদ্ধার করতে হবে, ভিন্নমত দমন নয়। এখানেই বর্তমান সরকারের সামনে সবচেয়ে বড় পরীক্ষা। কঠোর সরকার আর দমনমূলক সরকার এক বিষয় নয়। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় কঠোরতা

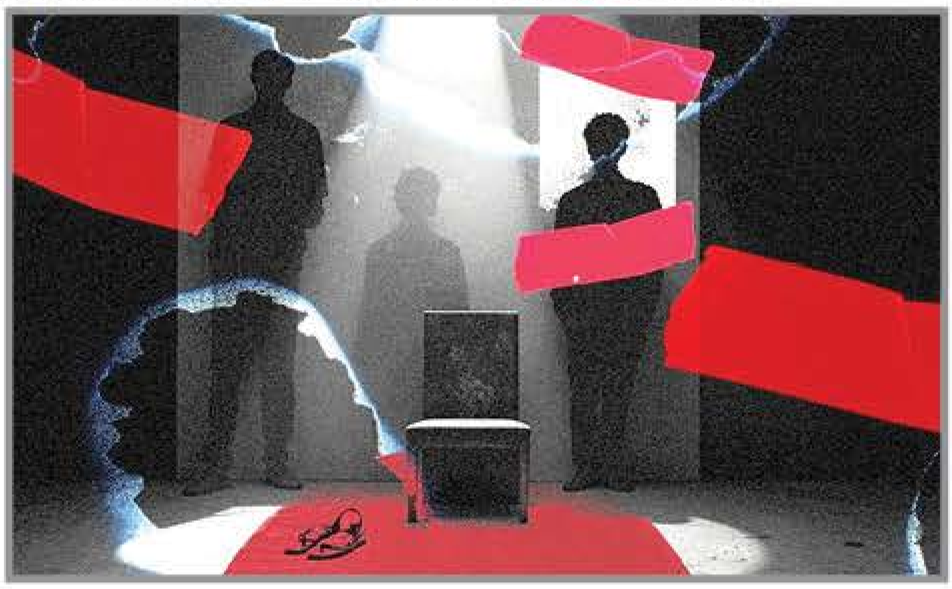

অপরাধীদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইনসম্মত শক্তি প্রয়োগ হোক। কিন্তু সেই কঠোরতার সঙ্গে থাকতে হবে সংযম, স্বচ্ছতা, মানবাধিকার এবং জবাবদিহি। কারণ বাংলাদেশকে নিরাপদ করতে গিয়ে এমন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না, যা আবার ভয় ও ক্ষমতার অপব্যবহারের পুরোনো সংস্কৃতিকে ফিরিয়ে আনে। সাত মাস পর সরকারের সামনে তাই সিদ্ধান্তের সময় এসেছে। ব্যাখ্যার সময় ধীরে ধীরে শেষ হচ্ছে, এখন ফল দেখানোর সময়। মানুষ খুব বেশি কিছু চায় না। সে রাতে নিরাপদে বাড়ি ফিরতে চায়। ব্যবসায়ী চাঁদা ছাড়া ব্যবসা করতে চান। নারী ও শিশু নিরাপদে চলতে চায়। নাগরিক থানায় গিয়ে রাজনৈতিক পরিচয় ছাড়াই আইনের সুরক্ষা পেতে চান। এগুলো কোনো সরকারের রাজনৈতিক অনুগ্রহ নয়। এগুলো নাগরিকের অধিকার। আর সেই অধিকার নিশ্চিত করাই রাষ্ট্রের প্রথম দায়িত্ব

জাতীয় ল্যাবরেটরি ইনস্টিটিউট ও দেশব্যাপী পরীক্ষাগার নেটওয়ার্ক জরুরি

অধ্যাপক ডা. এ কে এম মহিউদ্দিন ভূঁইয়া মাসুম

হাসপাতাল ও চিকিৎসক বাড়ানো জরুরি, কিন্তু নির্ভুল পরীক্ষার ভিত্তি দুর্বল রেখে আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা গড়ে তোলা সম্ভব নয়। জাতীয় ল্যাবরেটরি ইনস্টিটিউট ও দেশব্যাপী পরীক্ষাগার নেটওয়ার্ক গড়ে উঠলে রোগী পাবেন সময়মতো সঠিক রোগ নির্ণয়; চিকিৎসক পাবেন নিরাপদ সিদ্ধান্তের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি; সরকার পাবে প্রাদুর্ভাব, অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধ ও পরিবেশগত স্বাস্থ্যঝুঁকি মোকাবিলার নির্ভরযোগ্য তথ্য। সুস্থ বাংলাদেশের ভিত্তি শুধু হাসপাতাল নয়-মানসম্মত, নির্ভুল, জবাবদিহিমূলক এবং সবার নাগালে থাকা পরীক্ষাগার ব্যবস্থা। চিকিৎসার এই অদৃশ্য ভিত্তি নির্মাণে আর বিলম্ব করার সুযোগ নেই

বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে আলোচনা হলেই হাসপাতালের শয্যা, চিকিৎসকের সংখ্যা, ওষুধের দাম কিংবা যন্ত্রপাতির সংকট সামনে আসে। এগুলো অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু চিকিৎসা ব্যবস্থার সবচেয়ে মৌলিক, অথচ তুলনামূলকভাবে কম আলোচিত ভিত্তি হলো রোগ নির্ণয় বা পরীক্ষাগার সেবা। রোগটি কী, কতটা গুরুতর, কোন জীবাণু দায়ী, কোন ওষুধ কার্যকর, ক্যানসারের ধরন কী, রক্ত দেওয়া নিরাপদ কি না-এসব প্রশ্নের নির্ভরযোগ্য উত্তর না মিললে চিকিৎসা অনেক সময় অনুমান নির্ভর হয়ে পড়ে।

একটি ভুল বা বিলম্বিত পরীক্ষার ফল শুধু একটি রিপোর্টের ভুল নয়; এটি ভুল ওষুধ, অপ্রয়োজনীয় ভর্তি, অকারণ ব্যয়, চিকিৎসায় দেরি এবং কখনো কখনো প্রাণহানির ঝুঁকি। তাই আধুনিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় পরীক্ষাগারকে হাসপাতালের সহায়ক সেবা হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। এটি রোগীর নিরাপত্তা এবং জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার কেন্দ্রীয় অবকাঠামো।

এই বাস্তবতায় সুশাসিত, বৈজ্ঞানিক ও জবাবদিহিমূলক একটি আন্তর্জাতিক মানের ল্যাবরেটরি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা এবং তার অধীনে জাতীয় থেকে উপজেলা পর্যন্ত স্তরভিত্তিক পরীক্ষাগার নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা সময়ের দাবি। এটি কোনো একটি ভবন বা কিছু ব্যয়বহুল যন্ত্রের প্রকল্প নয়; এটি নির্ভুল রোগ নির্ণয়, সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ, অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধ মোকাবিলা, খাদ্য-পানি-রক্তের নিরাপত্তা এবং তথ্যভিত্তিক স্বাস্থ্য নীতি গড়ার জাতীয় কাঠামো।

পরীক্ষার ফলই চিকিৎসার পথ নির্দেশক : চিকিৎসকের ক্লিনিক্যাল বিচার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা পরীক্ষার ফল দিয়ে নিশ্চিত ও পরিমার্জিত হয়। বুক ব্যথার রোগীর ক্ষেত্রে ট্রোপোনিন; কিডনি রোগে ক্রিয়েটিনিন; ডায়াবেটিসে রক্তের শর্করা ও দীর্ঘমেয়াদি নিয়ন্ত্রণের সূচক; সংক্রমণে কালচার ও অ্যান্টিবায়োগ্রাম; ক্যানসারে টিস্যু পরীক্ষা ও বিশেষ রঞ্জন; থাইরয়েড, লিভার কিংবা রক্তরোগে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষাগার ফল-সবই চিকিৎসার সিদ্ধান্ত বদলে দিতে পারে। একই পরীক্ষার ফল একেক জায়গায় একেক রকম হলে রোগী বিভ্রান্ত হন, চিকিৎসক নিরাপদ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না এবং অর্থনৈতিক ক্ষতিও হয়। নমুনা সংগ্রহে ভুল, পরিবহনে বিলম্ব, রিঅ্যাজেন্টের মান বা সংরক্ষণে ত্রুটি, যন্ত্রের ক্যালিব্রেশনের ঘাটতি কিংবা প্রতিবেদনের ভুল যাচাই-যেকোনো একটি কারণে ফলের মান নষ্ট হতে পারে। চিকিৎসা পরীক্ষাগারের আন্তর্জাতিক মানদণ্ড 'আইএসও ১৫১৮৯' শুধু যন্ত্র বা কক্ষের মান নয়; নমুনা সংগ্রহ থেকে রিপোর্ট দেওয়ার পুরো প্রক্রিয়ার গুণগত মান, কারিগরি সক্ষমতা, কর্মীর দক্ষতা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং রোগীর তথ্যের গোপনীয়তার কথা বলে। বাংলাদেশের পরীক্ষাগার ব্যবস্থাকে ধাপে ধাপে এ ধরনের স্বীকৃত মান কাঠামোর দিকে নেওয়া অপরিহার্য।

সমস্যাটি বিচ্ছিন্নতা ও মানের বৈষম্য : দেশে সরকারি হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ, বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি খাত-সব মিলিয়ে বিপুলসংখ্যক পরীক্ষাগার আছে। কিন্তু সব পরীক্ষাগারের সক্ষমতা, জনবল, যন্ত্র রক্ষণাবেক্ষণ, রিঅ্যাজেন্টের মান, প্রতিবেদন দেওয়ার সময় এবং মাননিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি এক নয়। কোথাও আধুনিক যন্ত্র থাকলেও কিট বা রিঅ্যাজেন্টের ধারাবাহিকতা নেই; কোথাও দক্ষ জনবল নেই; কোথাও আবার পরীক্ষা হচ্ছে, কিন্তু ফলের নির্ভরযোগ্যতা স্বাধীনভাবে যাচাইয়ের নিয়মিত ব্যবস্থা নেই। ফলে রোগীকে একই পরীক্ষা বারবার করাতে হয়, অনেক জটিল নমুনা ঢাকায় পাঠাতে হয়, কখনো বিদেশেও পাঠাতে হয়। প্রাদুর্ভাবের সময় বিভিন্ন স্থান থেকে পাওয়া পরীক্ষার তথ্য দ্রুত একত্র না হওয়ায় জনস্বাস্থ্য সিদ্ধান্তও বিলম্বিত হতে পারে। বিচ্ছিন্ন সক্ষমতা দিয়ে জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায় না; প্রয়োজন সমন্বিত নেটওয়ার্ক, অভিন্ন মান এবং দায়িত্বের স্পষ্ট বিভাজন।

বর্তমানে জাতীয় ল্যাবরেটরি ইনস্টিটিউট কী করবে : প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান রোগতত্ত্ব, জনস্বাস্থ্য, খাদ্য, পরিবেশ, ওষুধ ও চিকিৎসা পরীক্ষাগারকে প্রতিস্থাপন করবে না। বরং তাদের নিজস্ব আইনগত দায়িত্ব ও দক্ষতাকে সম্মান করে একটি সমন্বিত জাতীয় কাঠামো গড়ে তুলবে। এর প্রধান কাজ হতে পারে-

চিকিৎসা পরীক্ষাগারের জাতীয় মানদণ্ড ও মাননিয়ন্ত্রণ কাঠামো প্রণয়ন; জটিল ও বিরল পরীক্ষার জন্য জাতীয় রেফারেল সেবা চালু; নতুন বা অজানা রোগজীবাণু শনাক্তে উন্নত আণবিক ও জিনগত সক্ষমতা গড়ে তোলা; সব স্তরের পরীক্ষাগারের বাহ্যিক গুণগত মান মূল্যায়ন; সংক্রামক রোগ, অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধ, খাদ্য-পানি ও পরিবেশগত ঝুঁকির তথ্য একত্র করা; পরীক্ষাগার কর্মীদের প্রশিক্ষণ, দক্ষতা মূল্যায়ন ও ক্যারিয়ার উন্নয়নের মানদণ্ড নির্ধারণ; জরুরি পরিস্থিতিতে নমুনা পরিবহন, দ্রুত পরীক্ষা ও ফল আদান-প্রদানের কমান্ড কাঠামো গড়ে তোলা; রোগীর গোপনীয়তা সুরক্ষিত রেখে জাতীয় পরীক্ষাগার তথ্যব্যবস্থা পরিচালনা। এ প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা বোর্ডে চিকিৎসাবিজ্ঞান, প্যাথলজি, মাইক্রোবায়োলজি, বায়োকেমিস্ট্রি, ভাইরোলজি, জনস্বাস্থ্য, প্রাণিস্বাস্থ্য, খাদ্যনিরাপত্তা, পরিবেশবিজ্ঞান, তথ্যপ্রযুক্তি ও আইন বিশেষজ্ঞের প্রতিনিধিত্ব থাকা উচিত। একে শুধু প্রশাসনিক শাখা হিসেবে নয়, বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষের জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

চার স্তরের নেটওয়ার্ক: সবার জন্য উন্নত পরীক্ষার পথ

সব জটিল পরীক্ষা প্রতিটি উপজেলা হাসপাতালে চালু করা বাস্তবসম্মত বা ব্যয়সাশ্রয়ী নয়। আবার জটিল পরীক্ষার জন্য প্রতিটি রোগীকে রাজধানীতে আসতে বাধ্য করাও ন্যায়সংগত নয়। এর বাস্তবসম্মত সমাধান হলো স্তরভিত্তিক রেফারেল নেটওয়ার্ক।

এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

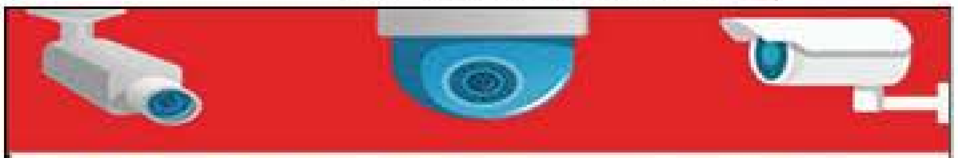

আপনার ঘর বা ব্যবসার জন্য
সিকিউরিটি ক্যামেরা ও ভিডিও ডোরবেল দরকার?
● রেসিডেনসিয়াল ও বিজনেসের জন্য ইনডোর ও আউটডোর ইনস্টলেশন।
● প্রফেশনাল সার্ভিস ।
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
929-365-1935

ম্যানহাটনে মুসলিম ডে প্যারেড অনুষ্ঠিত

৩ পৃষ্ঠার পর

সামনে নিয়ে আসে। যুক্তরাষ্ট্রের ২৫০ বছর উদযাপনের প্রেক্ষাপটে এবারের প্যারেডের প্রতিপাদ্য ছিল বিশ্বাসে ঐক্যবদ্ধ, সংস্কৃতিতে বৈচিত্র্যময়।' আয়োজকদের প্রচারপত্রে 'এক ঈশ্বর, এক জাতি, গর্বিত আমেরিকান' এবং 'সবার প্রতি ভালোবাসা, কারও প্রতি ঘৃণা নয়'-এই আহ্বানও তুলে ধরা হয়। নানা ভাষা, দেশ ও সংস্কৃতির মানুষের অংশগ্রহণে সেই বার্তার প্রতিফলন ঘটায়। প্যারেডে কমিউনিটি ও ধর্মীয় নেতাদের পাশাপাশি যোগ দেন এনওয়াইপিডির মুসলিম অফিসাররা, এফডিএনওয়াই সদস্যরা, ইসলামিক সোসাইটির প্রতিনিধিরা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা। প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও তাঁদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ অনুষ্ঠানটিকে একটি স্মরণীয় কমিউনিটি সমাবেশে পরিণত করে।

প্যারেডের আহ্বায়ক কাউন্সিল অব পিপলস অর্গানাইজেশনস-কোপোর প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ রাজভি বলেন, নিউইয়র্কের মুসলমানরা ঐক্য ও শান্তির প্রতীক। বৃষ্টির মধ্যেও মানুষের উপস্থিতি সেই ঐক্যের শক্তিই তুলে ধরেছে।

কুইন্সের এলহাম একাডেমি তাদের শিক্ষার্থী ও স্কুল পরিবার নিয়ে প্যারেডে অংশ নেয়। এলহাম একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা ও সেভ দ্য পিপলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ইমাম মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, 'ইসলাম শান্তির ধর্ম। যুক্তরাষ্ট্রের ২৫০ বছরের ইতিহাসে মুসলমানদের অবদান আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। এই দেশের শিক্ষা, সেবা, সংস্কৃতি ও উন্নয়নে মুসলিম আমেরিকানরা যে ভূমিকা রেখেছেন, তা আমেরিকাকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করেছে। আগামী দিনেও আমরা সব জাতিগোষ্ঠী ও প্যারেডে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ছিল কোপো, দারুল উলুম নিউইয়র্ক, সেভ দ্য পিপল, আল-আমিন স্কুল, জালালাবাদ ফাউন্ডেশন ফর চিলড্রেন অ্যান্ড ইয়ুথ, আফ্রিকা কমিউনিটি সার্ভিসেস, আফ্রিকান কালচারাল প্রমোশনস, আলবেনিয়ান ইসলামিক কালচারাল সেন্টার, আল-ইহসান একাডেমি, আল-ঈমান স্কুল, আল-মাহরুস স্কুল, আমেরিকান কাউন্সিল অব মাইনরিটি উইমেন, বাপ্টি, কাউন্সিল অব আফ্রিকান ইমামস, ইসলামিক লিডারশিপ স্কুল, জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার এবং জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি। এ ছাড়া বিভিন্ন মসজিদ, স্কুল ও সংগঠনের মধ্যে আল-মেদিনি মসজিদ, মসজিদ আল-হিকমাহ, মসজিদ আল-গাফার, মাক্কি মসজিদ, মসজিদ আনসার, মিরাজ ইসলামিক স্কুল, রাজি স্কুল, ইয়ামানিয়া অ্যাসোসিয়েশন অব ইউএসএ, মরোক্কান সোসাইটি অব নিউইয়র্ক, ইয়েমেনি আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অব নিউইয়র্ক, ইয়ংকার্স ইসলামিক সেন্টার, এলহাম ফর অল, নিউইয়র্ক ইমাম কাউন্সিল, ইসলামিক স্কুলস অ্যাসোসিয়েশন, ক্যারিবিয়ান আমেরিকান মুসলিম অ্যাসোসিয়েশন এবং স্টাইল অব লাইফের নামও উল্লেখ করা হয়।

কানাডায় ১৩৬৮ বাংলাদেশি ডিপোর্টের অপেক্ষায়

১ পৃষ্ঠার পর

সংখ্যা সপ্তমে। এ সংখ্যা ৩৪০।

কানাডা প্রশাসনের তথ্যানুসারে, মূলত কানাডার অভিবাসন নীতি অমান্য করা এবং অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বা বিদ্বেষমূলক তথ্য ছড়ানোর কারণেই বিদেশি নাগরিকদের নিজেদের দেশে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে কানাডা প্রশাসন। ৩১ আগস্ট পর্যন্ত হিসেব অনুযায়ী, কানাডা থেকে অপসারণ প্রক্রিয়ায় ছিলেন ৪৯ হাজার ৫৩৬ জন বিদেশি। সেই তালিকায় ভারতীয় নাগরিকদের সংখ্যা ১০ হাজার ২৯৫ জন। অন্যর বাংলাদেশের ১ হাজার ৩৬৮।

(তথ্যসূত্র-কানাডিয়ান ট্রিবুনাল স্টেটিসটিক্স,টিভিএন নিউজ,ইন্ডিয়া টাইমস)

আটলান্টিক সিটিতে খুলনা ডিভিশনাল সোসাইটির আত্মপ্রকাশ

আজকাল রিপোর্ট

ক্যাসিনোনগরী তথা আটলান্টিক সিটিতে বিভিন্ন জেলা ভিত্তিক সংগঠন থাকলেও খুলনা ডিভিশনের নিজস্ব কোন সংগঠন না থাকায় অত্র এলাকার সিনিয়র ব্যক্তিত্ব রেজাউল ইসলাম খালিদ, গোলাম মোস্তফা, শেখ আমিন, শাহনূর নাহ্না, আশরাফ হোসেন, মোঃ হাসান, ইমতিয়াজ পিটু, অভির সহ দক্ষিণ বঙ্গের অন্যান্য সিনিয়র ব্যক্তিত্বের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এবং দীর্ঘ পরিকল্পনার মাধ্যমে নতুন একটি সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। গত ২৩ সেপ্টেম্বর সিটির আটলান্টিক এভিনিউস্থ গারমেট রেস্টুরেন্টে সন্ধ্যায় এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে খুলনা ডিভিশনাল সোসাইটি অব নিউ জার্সি নামে এই সংগঠনের অগ্রযাত্রা শুরু হয়।

খুলনার কৃতি সন্তান শেখ আমিনের সভাপতিত্বে এবং যশোরের বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ রেজাউল ইসলাম খালিদের সঞ্চালনায় সংগঠন নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। উপস্থিত সকলেই তাদের বক্তব্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য এবং পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ ও সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন । অতঃপর শেখ নাসির খোকনকে আহ্বায়ক এবং মো. মনিরুজ্জামানকে সদস্য সচিব, হেলাল হাসানকে যুগ্ম আহ্বায়ক ও ইমরান হোসেনকে যুগ্ম সদস্য সচিব করে একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

সভায় বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে মো. ফারুক, তন্ময়, অনি, বিপুল, ইমতিয়াজ পিটু, হেলাল হাসান, ইমরান হোসেন, গোলাম মোস্তফা, শেখ আমিন, শাহনূর নাহ্না, আশরাফ হোসেন, মনিরুজ্জামান, শেখ নাসির, তন্ময় সহ আরও অনেকে। সবশেষে সভাপতির বক্তব্য ও নৈশভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

এস্টোরিয়ায় বাংলাদেশী মালিকানাধীন বিশ্বস্থ অটো রিপেয়ার শপ
Open 24 Hours
REPAIR
Body Work
Computerized wheel Alignment
Complete Mechanical Work
Rebuild Transmission
Tires & Wheel Balancing
N.Y.S. Inspection
Low Price & Fully Guaranteed
United
Auto Repair & Body Shop, Inc.
Contact: Azam Tel: 718-786-6677
Cell: 917-567-3637, Email: unitedautony@gmail.com
■ ১০০% গ্যারান্টি সহ যাবতীয় রিপেয়ার
■ দক্ষ মেকানিকের দ্বারা ত্রুটি নির্ণয়
■ সুলভ মূল্যে ফুল অটো রিপেয়ার
■ নতুন ও রিবিল্ড ট্রান্সমিশন স্থাপন

ইউনাইটেড অটো রিপেয়ার
ইয়েলো ক্যাব, লিমোজিন ও লিভারীর জন্য বিশেষ ছাড়
38-06 31st Street (Betn. 38th & 39th Ave.), Astoria, NY 11101

ZILLUR TAX ACCOUNTING & INSURANCE SERVICES
• Tax Filing & Payroll
• IRS Audit Assistance
• Insurance &
• Real Estate Services
Zillur Rahim
EA, CAA, MBA
IRS Enrolled Agent
• OUR SERVICES
☐ Personal Tax Filing
☐ Business Tax Filing
☐ New Business Setup
☐ Home & Business Insurance
☐ Immigration Services
☐ ITIN Number Application
☐ Notary Services
zillurincometaxnyc@gmail.com
www.zillurtaxandinsurance.com
Cell: 646-322-3254
Office: 718-374-3110
88-11 169 Street, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432

PEOPLE N TECH
A Global Leader In IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC
Certified Training Institute by:
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

www.careeracademyny.com
CAREER ACADEMY OF NEW YORK
BECOME A CERTIFIED
HOME HEALTH AIDE
TODAY!
HHA, PCA & PCA TO HHA CERTIFICATION COURSE
347-425-3878
CALL NOW
A CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
SNG SHAH NAWAZ GROUP
347-425-3878
careeracademyofny@gmail.com
975 Liberty Avenue, Brooklyn, New York-11208

OPEN HOUSE

119-11 194th Street, Saint Albans, NY 11412

Saturday, 3rd October 2 pm-4 pm

Price: **$569,900**
Cash or Rehab Loan

4 Bedrooms, 2 Full Baths, Living, Dining, Basement & 1 Car Garage.

FOR SALE

945a Herkimer Street, Brooklyn, NY 11233

3 Family bricks, 9 bedrooms, 6 full bathrooms, finished basement
3 heating boilers, 3 hot water tanks, 3 gas meters, 4 eclectic meters

Asking: **$1, 599,000**

FOR SALE

97 49 91st St, Ozone Park, NY 11416

4 Bedrooms, 2 Baths, 2-Unit Townhouse with full basement

Price: **$724,950**
Cash or Rehab Loan

FOR SALE

1715 Saint Peters Avenue, Bronx, NY 10461

Legal 4 Family, 7 Bedrooms & 6 full Bathrooms, 5 Rooms in Basement

Asking: **$1,599,000**

ISLAND ADVANTAGE REALTY

MLS

Kamruz Zaman Baccu

Licenses Real Estate Salesperson

347-465-3220

kamruzbaccu1@gmail.com

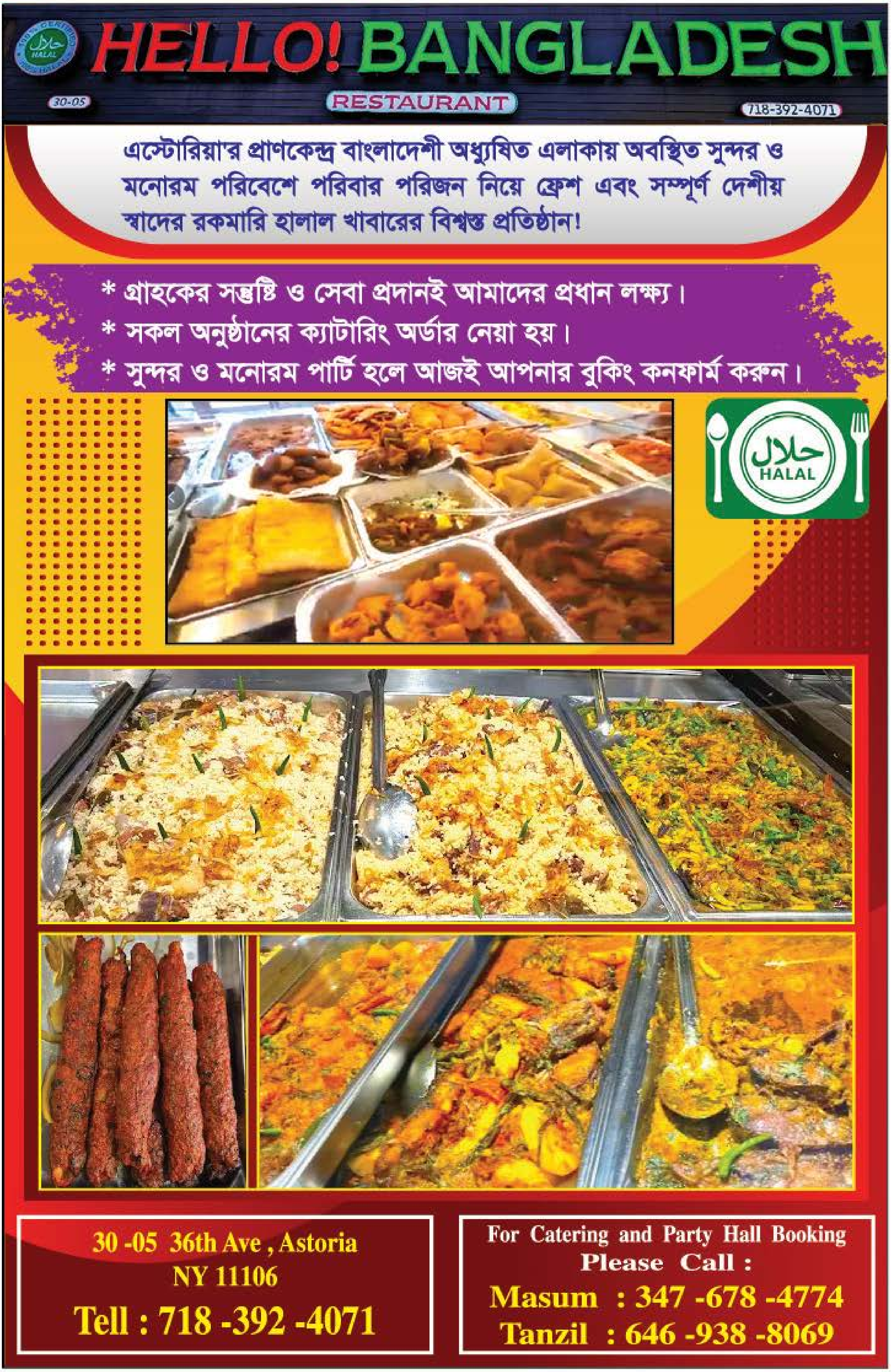
HELLO! BANGLADESH
100% GENUINE HALAL حلال HALAL
30-05
RESTAURANT
718-392-4071
এস্টোরিয়া'র প্রাণকেন্দ্র বাংলাদেশী অধ্যুষিত এলাকায় অবস্থিত সুন্দর ও মনোরম পরিবেশে পরিবার পরিজন নিয়ে ফ্রেশ এবং সম্পূর্ণ দেশীয় স্বাদের রকমারি হালাল খাবারের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান!
* গ্রাহকের সন্তুষ্টি ও সেবা প্রদানই আমাদের প্রধান লক্ষ্য।
* সকল অনুষ্ঠানের ক্যাটারিং অর্ডার নেয়া হয়।
* সুন্দর ও মনোরম পার্টি হলে আজই আপনার বুকিং কনফার্ম করুন।
حلال HALAL
30 -05 36th Ave , Astoria
NY 11106
Tell : 718 -392 -4071
For Catering and Party Hall Booking
Please Call :
Masum : 347 -678 -4774
Tanzil : 646 -938 -8069

এই সপ্তাহের কবিতা

কে হে তুমি গল্পকার?

লুৎফর রহমান রিটন

গণপতির ফুল ফ্যামিলির
হত্যাকাণ্ডে কাহারা?
রাষ্ট্র কেনো বসাতে চায়
সাম্প্রদায়িক পাহারা?
প্রিন্ট মিডিয়া এবং টিভির
সাংবাদিকদের আনিয়ে
পুলিশ যখন কনফিডেন্টলি
গল্প বলে বানিয়ে-
তখন আমি ভাবতে থাকি
পুলিশ তো নয় গল্পকার,
তাহলে এ কার রচনা? কে
লিখেছেন? গল্প কার?
কে লিখেছে? কে লেখে তাই
অদ্ভুতুড়ে কাহিনি?
একক লেখক? নাকি আছে
কোনো লেখক বাহিনি?
আপনি জানেন? তুই কি জানিস?
কারণ জানো তুমি তার?
কে কাহাকে বাঁচাইতেছে?
কে খাইতেছে তুমি তার? ....

এই বর্ষায়

সীমু আফরোজা

আজ বর্ষায় মনে হোল তোমার কথা
আমি ভুলিনিতো তোমার মুখখানা
বর্ষার এই দিনে এসেছো তুমি খনে খনে
রয়েছে হৃদয় জুড়ে তোমার মায়া

তুমি আজও আসো স্বপ্নে
খুঁজি তার ছায়া সামনে
তোমার হাসির ফোয়ারা
চোখে ভেসে ওঠে ঝরনা
শুধু নামটি মনে পড়ে না

সেই কৃষ্ণচূড়ার শাখা
আমাকে তোমার লুকিয়ে দেখা
পথ হারিয়ে আমি দিশেহারা
চোখের পাতায় তোমার ছায়া
জানি ভুলে যাবে তুমি নামটি আমার
তবুও মুছে ফেলতে পারবেনা হৃদয় তোমার

আমি নিঃস্ব হয়ে খুঁজে ফিরি একা একা
তোমাকে হয়তো আর কখনো পাবোনা
তাই ফিরে ফিরে হয়েছি অচেনা
তুমিই একমাত্র আমার ভালোবাসা
বেঁচে রব তাই দেখে তোমার ছায়া

আশ্বিনের আঁশি ছোরা

শেখ সালমান শাহী

আশ্বিনের আঁশি ছোরা
বৃষ্টি যায় আসে
ঝমঝম শব্দ টিনের চাল
ছিটেছাটা পানি ঘাসে।

রোদ বৃষ্টির লুকোচুরি
দুই খেলা চলে
সাদা কালো মেঘের দল
মিলেমিশে এক দলে।

নানুরবাড়ি

মাহনূর রহমান

নীল জোছনা ডাক দিয়েছে
শিশির ভেজাঘুম ভাঙাতে,
রঙিন ছবি ফুটে উঠেছে
বৃষ্টির পরের রংধনুতে।

আগাম দিনের কাল পেরিয়ে
পাতাল পুরে শাপলা ফুটেছে,
গাঁয়ে আমার চকচকা চক
রসিক রসিক আম ফলেছে।

মাগো আমার
বাড়ি নিয়ে একটুখানি চলোনাগো,
গ্রীষ্ম শেষে, শীত আসিতে
আবার যাবো চড়ুইভাতিতে
সবাই মিলে দেখা করিতে
নানুর বাড়িতে আড্ডায় মাতাতে,
মাগো আবার চলোনাগো
একটুখানি ছোট্ট সাজতে।

মৃত্যুর বদ্বীপ

জাহাঙ্গীর চৌধুরী

দাঁড়িয়ে আছি মৃত্যুর এক বদ্বীপে,
যেখানে যমদূত গ্রাসে চিল শকুনের উল্লাসে,
কখনো তক্ষে উলঙ্গে কখনো অর্ধোলঙ্গে,
মৃত্যু নিশ্চিত করে অবশেষে।
এ বদ্বীপে জীবন্ত প্রাণ এখন অর্ধমৃত,
পুষ্করিণীতে গরল খাওয়া মীনের মতো।
মৃত্যুর দর্শন নিত্যকার রোজনামচার খোরাক,
আইকোন লিপ্সায় নাশে নিষ্পাপ কঁচি প্রাণ।
রক্তের ভূমিকায় পলাশীর নিষ্ক্রিয় রণাঙ্গন,
কেঁদে বেড়ায় নিত্য ক্ষতবিক্ষত মৃতাত্মা।
একাত্তরোত্তর চব্বিশ গেল,
স্বাধীন কিসের হল?
স্বাধীন হল মৃত্যুর।
চেয়েছি নিশ্চিন্তে বাঁচার স্বাধীনতা,মৃত্যুর নয়।
এ বদ্বীপে একটাই প্রশ্ন এখন,
চিল শকুনের সমাধি হবে কখন?

হলুদ পাতায় হেমন্ত

হেমন্তের সাজ সোনা ধানে
হলুদ পাতায় পাতায়,
তার উপরে ঘাসফড়িং সব
লম্বা পায়ে লাফায়।

ধানশালিকের মনে আমোদ
পালে পালে উড়ে,
সবুজ মনের ছেলেমেয়ে
ধরতে ভীষণ দৌড়ে।

হেমন্তের রঙ লেগেছে আজ
কৃষকের দুই চোখে,
হাসির রেখা ফুটেছে বেশ
কৃষাণীদের মুখে।

হেমন্তের রূপ দেখে বাউল
নবান্নের গান শোনায়,
বাঙালি খুব উৎসব মুখর
শহর নগর আর গাঁয়।

রূপ করে ঝলমল!

শ্যামল বণিক অঞ্জন

প্রকৃতিতে যায় পাওয়া যায়
শীতের পূর্বাভাস,
হেমন্তেরই হিম সকালে
শিশির সিক্ত ঘাস।
শিউলী ফুলের সুগন্ধীতে
মুগ্ধ মনও প্রাণ!
নেয় কেড়ে নেয় হৃদয় যেন
আমন ধানের ঘ্রাণ!
কামরাঙা আর চালতাগুলো
জিভে আনে জল!
ঋতু রাণী হৈমন্তির
রূপ করে ঝলমল!

আমার গাঁয়ের মাঠে

মাসুদ রানা

আমার গাঁয়ের মাঠে মাঠে গরু-ছাগলের দল,
সকাল হলে বাঁশি হাতে রাখাল বলে চলচল।
আমার গাঁয়ের বাঁশ-বাগানে পাখিদের ঘরবাড়ি,
মাঠে-ঘাটে ফসল টানে মহিষ-ঘোড়ার গাড়ি।

আমার গাঁয়ের নদীর পাড়ে সোনার তরী বাধা,
সন্ধ্যা হলে বাড়ি বাড়ি মাটির চুলায় রাধা।
আমার গাঁয়ের আম-বাগানে ফলে ফলে ভরা,
পাকা ধানের মাঠে মাঠে শীষে নাচে ছড়া।

আমার গাঁয়ের পাখি ডাকে গাছের ডালে ডালে,
জেলে মামা মাছ ধরেছে খালে-বিলের জলে।
আমার গাঁয়ের কৃষক মামা সোনার ফসল ফলায়,
ঘোড়ার গাড়ি মাঠে মাঠে কাঁচা রাস্তা চলায়।

আমার গাঁয়ের খালে-বিলে শাপলা-শালুক ফোটে,
সূর্য মামা উঠার আগে কৃষক ক্ষেতে ছুটে।
আমার গাঁয়ের ছেলে-মেয়ে খালে সাঁতার কাটে,
সকাল হলে সবজি নিয়ে কৃষক চলে হাটে।

আমার গাঁয়ের আলো বাতাস প্রকৃতির ওই মায়া,
বৃষ্টি পড়ে মুষল ধারে রোদের খেলা ছায়া।
আমার গাঁয়ের ঝাঁকে ঝাঁকে অতিথি পাখির দল,
মাঠে মাঠে বালক দলে খেলে মজার ফুটবল।

শৈশবের শিক্ষা

সুজন দাশ

আমরা ছিলাম শান্ত সুবোধ মা-বাবাদের বাধ্য,
পরিবারের সকল কাজে দিতাম ঢেলে সাধ্য।
লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে,
সাড়া দিতাম ওদের ডাকে ;
বাস্তবতার পাঠ ও পেতাম শিখেও যেতাম লড়তে,
মা-বাবাদের মনের কথা পেরেও যেতাম ধরতে।

ঠেকতে ঠেকতে কতো কিছুই শিখে গেছি আমরা,
মার খেয়েছি তাঁদের হাতে পুরুও ছিল চামড়া ।
ভক্তি শ্রদ্ধা তাঁদের প্রতি,
ছিলও যেন সবার অতি;
সার ভেবেছি তাঁদের কথায় শিখেও গেছি সাম্য,
বুঝে শুনে পথ চলেছি যখন যেটা কাম্য।

আদর্শ ন্যায় সঙ্গে ছিল হতোও এটা মানতে,
পরিবারের ছিল বাঁধন রেশও হতো টানতে।
বন্ধু স্বজন প্রতিবেশী,
কমও ছিল রেষারেষি ;
বড় জনে দেখলে সবাই করত ভক্তি শ্রদ্ধা,
সবার চোখে ছিল তখন লাজও হায়ার পর্দা

আজকে শিশু হচ্ছে বড় আদর্শ ন্যায় ভুলছে,
পরিবারের ভাঙছে বাঁধন ঐক্যে প্রাচীর তুলছে,
হচ্ছে বড় যে যার মতন,
চিনছে না তাই বন্ধু স্বজন;
লেখাপড়ার বাইরে কিছু হচ্ছে না আর করতে,
পাচ্ছে না জ্ঞান আদর্শ ন্যায় আলোয় জীবন গড়তে।

তুমি আমার

ফেরদৌস জামান খোকন

তুমি আমার মনের মানুষ
আমার মনে থাকো তুমি,
তুমি ছাড়া আমি একা
নিজকে লাগে বিরান ভূমি।

যখন তুমি আমার থেকে
একটুখানি দূরে গিয়ে,
আমায় ভুলে অতীত ছেড়ে
করলে তুমি অন্যে বিয়ে।

তোমায় ছাড়া একা থাকি
আমার ঘরে আমি একা,
গভীর রাতে ঘুম আসেনা
স্বপ্নে কেন দাওগো দেখা।

যেথায় আছো ভালো থাকো
ভালোবাসা নিছে আশা,
স্বপ্ন দেখা বন্ধ আমার
মিথ্যে ছিলো ভালোবাসা।

আমায় দেখে সবাই বলে
পাগল নাকি হইছি আমি,
আমি জানি আমার কাছে
সবার থেকে নিজেই দামি।

এমন এক তুমি!

রকিবুল ইসলাম

তুমি এমন এক মায়ার ছায়া!
যায়না যারে দেখা,যায়না ছোঁয়া।
তুমি এমন এক অভাব,অনটন!
পূর্ণ থাকে তোমাতে অপূর্ণ মন।
তুমি এমন এক স্বপ্ন,অভিলাষ!
আকাঙ্ক্ষাদের ভিড়ে মিটে না আশ।
তুমি এমন এক কামনা-বাসনা!
স্বপ্ন মাঝেই আসো,বাস্তবে অধরা।
তুমি এমন এক পুষ্পের সুরভী!
সুবাস ছড়িয়ে হারিয়ে যাও নিরবধি।
তুমি এমন এক শরতের শিশির!
রবির আভায় বিলীন, সন্ধ্যায় হাজির।
তুমি এমন এক মায়াবী নিশি!
কারো কর সুখী, কারো দুঃখী।
তুমি এমন এক বহমান তটিনী!
জোয়ার-ভাটায় বদলাও জীবনের গতি।
তুমি এমন এক বৃহৎ ভূমি!
সবার তরে উর্বর,আমার নারি।
তুমি এমন এক মহান দরদী!
পাইনা কভু আমি তব দ্যুতি।

Tarique Rahman invited to visit Saudi Arabia, Qatar, and Kuwait

State Foreign Minister

Ajkal Desk

State Minister for Foreign Affairs Humayun Kabir stated that the Bangladesh Biman fleet requires over a hundred aircraft. Only 25 have been purchased from the United States so far; Airbus aircraft will also be procured from Europe. The government plans to make the national airline profitable through proper management. Assessments are underway regarding potential new routes to various countries worldwide. The State Minister made these remarks during a press briefing at the Bangladesh Mission to the UN—held six hours before the Prime Minister's departure following her visit—in response to a question about whether Biman Bangladesh Airlines would operate flights to the US. This was the final press briefing of the Prime Minister's visit. Also participating were the Prime Minister's Press Secretary Saleh Shibli, Prime Minister's Office spokesperson Mahdi Amin, Bangladesh's Deputy Permanent Representative to the UN Wahiduzzaman, and the Prime Minister's Additional Press Secretary Atiqur Rahman Rumon.

When his attention was drawn to reports that the Prime Minister's daughter, Zaima Rahman, had been appointed as a legal advisor to the UNGA President, Humayun Kabir stated that the government played no role in the matter. Anyone can apply if a position becomes vacant at the UN; Zaima Rahman secured the appointment by applying through that standard process.

Responding to a question about whether there were any restrictions on Tarique Rahman's freedom of movement in the US, Humayun Kabir said, "Certainly not." He dismissed such claims as baseless rumors. The Prime Minister cut her visit short this time due to pressing matters back home. She traveled to the UN with a small delegation and for a brief period to avoid unnecessary expenditure.

Mahdi Amin, spokesperson for the Prime Minister's Office, stated that on the final day of her UN visit, the Prime Minister held meetings with representatives from three major Arab nations: Saudi Arabia, the United Arab Emirates, and Kuwait. Each of these countries extended an invitation to Tarique Rahman to visit. He noted that the Prime Minister had a very busy schedule during her time at the UN. Over the course of four days, she participated in 35 events and meetings. In addition to speaking about national issues, she emphasized the importance of establishing global peace.

Meeting between the Prime Minister and the Saudi Foreign Minister

On September 25, the final day of her UN visit, the Prime Minister held a meeting with Saudi Foreign Minister Faisal bin Farhan bin Abdullah Al Saud. The meeting, Continued on page 26

Allegations of irregularities False; over $1 million held in the fund

Press Conference by the Bangladesh Society of New York

Shah Nawaz

The 'Bangladesh Society, Inc.'—the apex organization for Bangladeshis living in the United States—currently holds 120 million Taka (equivalent to over $1 million) in its fund. When the current committee assumed office in 2024, it began its tenure with a balance of 10 million Taka. Society leaders disclosed this information during a press conference held to clarify their position regarding various allegations, misleading information, and claims of embezzlement recently leveled against the Salim-Ali-led committee. General Secretary Mohammad Ali read out the written statement at the press conference, which took place on September 28, 2024, at the Society's office in Elmhurst, New York. Also present were President Ataur Rahman Salim, Board of Trustees Chairman Shah Newaz, Senior Vice President Mohiuddin Dewan, and Vice President Kamruzzaman Kamrul. Riju Mohammad and Anik Raj assisted in conducting the event. Following the presentation of the written statement, Shah Newaz, Ataur Rahman Salim, and Mohammad Ali answered various questions from the journalists in attendance. The written statement Continued on page 26

Pretty Sure Taylor Swift Threw an Under-the-Radar VMAs After-Party

Ajkal Desk

Taylor Swift had a huge night at the VMAs, and it looks like she celebrated with friends during a low-key after-party that was barely photographed. While the "official" VMAs after-party was thrown by Madonna at the Chateau Marmont, DeuxMoi reports that Taylor was spotted at The Bird Streets Club with her friend and "Patient Zero" costar Dakota Johnson, Dakota's rumored boyfriend Machine Gun Kelly (who is close friends with Travis Kelce), as well as Alana and Danielle Haim.

On top of debuting the video for "Patient Zero" at the VMAs, Taylor took home the inaugural MTV VMA Artist Director Honor, which "celebrates a sustained and influential body of work from artists who have pushed creative boundaries and developed a clear directorial voice." The win made her the most-awarded artist in the show's history, and she gave a sweet-and-simple speech to celebrate.

"First of all, I want to say thank you to MTV for giving this Continued on page 26

Queens' coastal communities flooded again as officials call for action

Ajkal Desk

Streets, sidewalks and subway stations across Southeast Queens were inundated with several inches of floodwater as a September nor'easter bore down on the East Coast over the weekend.

Floodwater deluged some residential blocks in Howard Beach, Broad Channel and Far Rockaway, damaging streets and homes. While the borough was spared the worst of the storm, which remained mostly offshore, its consequences were still felt in Queens' coastal communities.

Cars and firetrucks pushed through flooded streets, and one video of some creative Howard Beach residents using kayaks to paddle out to the Howard Beach-JFK subway stop went viral.

"It's some of the worst flooding we've seen in a couple of years," said Roger Gendron of the Hamilton Beach Civic Association, which represents one of Queens' lowest-lying coastal communities. "The one thing about coastal flooding is it's predictable. It's unlike flash flooding that happens in other parts of the city, but it's something that we wish would go away. It was substantial enough where some of the roadways remained flooded for hours."

Gendron said during Saturday morning's high tide, water came more than nine feet above sea level.

The flooding was more sporadic, and not extensive across the neighborhood, but it was enough to cause troubles for many local Continued on page 26

'Branding Bangladesh' Conference by Center for NRB Held on the Sidelines of the UN Session

Ajkal Desk

Speakers emphasized the importance of involving the private sector and the younger generation to showcase Bangladesh on the global stage. They stressed that establishing a positive image and 'branding' the country should not rely solely on government initiatives but must actively include private sector participation.

These views were expressed during an international discussion titled "Civil Society Engagement for Branding Bangladesh," held on Sunday afternoon (September 27, local time) at the DoubleTree by Hilton Hotel in LaGuardia, New York. The event was organized by the research organization 'Center for NRB' as a side event to the 81st UN General Assembly (UNGA) session.

Speakers at the event included economist and former Bangladesh Bank Governor Ahsan H. Mansur, along with diplomats, expatriates, and international business leaders from various countries.

In the keynote discussion, economist Ahsan H. Mansur stated that it is crucial to involve expatriates—particularly the youth—in economic activities. He noted that young people have the potential to transform the country through their skills and capabilities. Guest speaker Hena Chowdhury, Deputy Mayor of Worthing Council in London, urged the government to increase the involvement of expatriates—living in London and elsewhere—in the country's development efforts.

In his presidential address, M.S. Shekil Chowdhury, Chairperson of the Center for NRB, said, "Every year during the UN General Assembly session, the eyes of the world are fixed on New York. Initiatives taken during this time easily capture global attention. As a private, non-profit research organization, the Center for NRB has long been conducting 'Branding Bangladesh' activities on this global stage." He added, "It is not possible to showcase a country on the global stage through government efforts alone; the private sector and individual initiatives must step forward. The Center for NRB is striving to engage foreign stakeholders and expatriates not only at the UN but also by organizing similar events in various countries around the world." Highlighting the role of the new generation, Sekil Chowdhury said, "We consistently urge the government to extensively involve the new generation in the branding process, as they possess modern technology and boundless energy. The government should further strengthen its engagement with this young generation, both at home and abroad. It is heartening to see that the participation of expatriates in politics and various state administrative systems is increasing compared to the past. Their ability to consistently advocate for the interests of Non-Resident Bangladeshis (NRBs) has paved the way for their inclusion at policy-making levels."

Accomplished expatriate Bangladeshis from various fields participating in the conference also expressed their firm resolve to work from their respective positions to enhance the country's image.

They noted that expatriate Bangladeshis are not merely sending remittances—a key driver of the economy—but are also elevating Bangladesh to new heights on the global stage by demonstrating excellence in their respective professions. It is through the active role of civil society and collective effort that the message of a positive and self-reliant Bangladesh can be Continued on page 26

Father Dies After Being Run Over by Daughter's Car in Michigan

Ajkal Desk

A father lost his life after being run over by his 18-year-old daughter's car in Michigan, USA. He had been teaching his daughter how to drive. This heartbreaking accident occurred on the afternoon of Sunday, September 27 (local time), in front of their home in the Orner area near Ten Mile Road in the city of Warren, Michigan. A pall of gloom has descended upon the community following this tragic incident in the Bangladeshi-populated area.

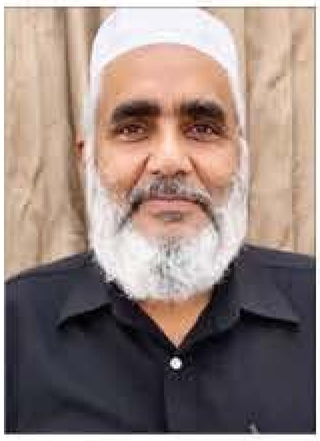

Eyewitnesses reported that on Sunday afternoon, 63-year-old Abdur Rahim was teaching his daughter to drive. Although the car was supposed to move forward from the driveway, the daughter mistakenly shifted into reverse. The vehicle ran over Abdur Rahim, who was standing behind it.

Bystanders rushed to the scene and immediately called 911. Upon receiving the call, the Warren Fire Service and police arrived quickly, extricated him from beneath the vehicle, and transported him to a local hospital. The attending physician declared him dead. Immediately following the incident, the distraught and grief-stricken daughter attempted suicide, but relatives intervened and prevented her from doing so. The police have taken the daughter—the learner driver—into custody for questioning. Police have not yet released her name.

Abdur Rahim had moved to Michigan, USA, as an immigrant in 2019 in search of a better life. He used to reside in the Dhanmondi area of Dhaka. He was the father of two daughters; his only son remains in Bangladesh. Abdur Rahim's death has cast a deep shadow of mourning over the Bangladeshi community in Michigan.

US forces exit Iraq after two decades leaving opening for Iran

US forces leave country where 4,500 of them died in worst US war of 21st century

Departure boosts powerful allies of Iran, even as Washington wages war against Tehran

Ajkal Desk

US forces are set to pull out from their last bases in Iraq by Wednesday, a departure celebrated as a victory by Iran and its allies who now have deep influence in the country where 4,500 Americans died during more than two decades of war.

Iraqi security experts say the withdrawal — agreed in 2024 under President Joe Biden and carried out by Donald Trump's Continued on page 26

Cyber Security Act: Experts to review draft changes amid media concerns

Anik Raj

The government has decided to have experts review the draft amendment to the Cyber Security Act, with two committees set to recommend legal safeguards to protect media outlets and journalists from harassment under the law.

Home Minister Salahuddin Ahmed announced the decision during a consultation with media stakeholders at the Secretariat yesterday. It was the second meeting with journalists on the draft Cyber Security (Amendment) Act, 2026, since September 10.

The review committees will include representatives from editors' and journalists' organisations as well as information technology experts, though their size and composition have not yet been finalised.

"If this law is passed without amendment, the country will turn into a vast prison." Matiur Rahman Chowdhury Dainik Manabzamin editor and president of NOAB Both committees will submit their recommendations to the government within 15 days of their formation. Principal Information Officer Syed Abdal Ahmad will serve as the focal point for one committee, coordinating with the Editors' Council, the Association of Television Channel Owners and journalists' organisations on its formation and meetings. The other committee, to be formed by the ICT ministry, will include cyber experts.

At the meeting, journalists acknowledged the need for a cybersecurity law but called for the news media to be excluded from its purview, citing how such laws have historically been used against journalists. Editors and journalist leaders also opposed provisions allowing mobile courts under the draft law.

Addressing these concerns, the government, following a proposal from The Daily Star Editor and Publisher Mahfuz Anam, decided to form the two separate committees comprising journalists and cyber experts.

Salahuddin said, "We have not taken the initiative to amend the Cyber Security Act to target the media. We also do not want any journalist to fall victim to it, nor do we want the law to be misused. "I hope the review committees will make appropriate recommendations regarding the media, after which the draft law will Continued on page 26

বরেন্দ্রভূমির প্রেম ও দীর্ঘশ্বাস

৩ পৃষ্ঠার পর

করতাম। জাফরিয়া স্যারের কাছে প্রাইভেট পড়তাম। বাবা'র স্বল্প আয়ের সংসার। তবু হাসিমুখে পড়ার খরচ দিতেন।

২০১৭ সালে এইচএসসি পরীক্ষা হল। এবারেও রেজাল্ট দুজনের গোল্ডেন 'এ' প্লাস। আমাদের ভালো রেজাল্টে, দুটো পরিবারে খুশি এনে দিয়েছিল। সাথে সাথে আমারও ডাক্তারি পড়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম। আমরা রাত জেগে জেগে অনেক কথা বলতাম। দুষ্টুমি করতাম। আবার ডাক্তার হবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রমও করতাম।

কিন্তু চাইলেই তো সব হয় না। সৃষ্টিকর্তা যা লিখে রেখেছেন তাই হবে। হলোও তাই। ডাক্তারির পরিবর্তে আমরা "বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়" এ 'ভেটেনারি সাইন্স বিভাগে' চান্স পেলাম। ভর্তিও হলাম।

তারপর প্রথম যখন রাজশাহী শহর ছাড়লাম, বুকটা মোচড় দিয়ে উঠলো। তখনই বুঝেছিলাম এই শহর আমার জীবনে কতখানি!

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরম পরিবেশ আমাকে আকৃষ্ট করল। আমার বুকের ভেতরে যে অরণ্যের বাস, তার দেখা পেলাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমার সিট পেলাম রোকেয়া হলে আর শান্ত'র শাহজালাল হলে।

তারুণ্যের উচ্ছ্বাস পেরিয়ে আমাদের প্রেম তখন যৌবনে পদার্পণ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা একে অপরকে গভীরভাবে চিনেছি। জেনেছি।

এদিকে আমার মেজোবোন শ্রাবণী তখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ভূতত্ত্ব ও খনিবিদ্যা' নিয়ে পড়ছে। একদিন হঠাৎ ওর বিয়ের প্রস্তাব এলো বাসায়। বড় মেয়েকে রেখে বাবা কিভাবে ছোট মেয়েকে বিয়ে দেবে? বাধ্য হয়ে আমি বাবা-মাকে শান্ত'র কথা বললাম। অনার্স পরীক্ষার পরে আমরা বিয়ে করবো, এই সিদ্ধান্ত বাড়িতে জানিয়ে দিলাম।

বাবা নিরুপায় হয়ে মেজোবোন শ্রাবণীর বিয়ে ধুমধাম করে সম্পন্ন করলেন। আমরা সবাই আনন্দ করলাম। বিয়েতে শান্তকে আমি দাওয়াত করেছিলাম। ও এসেছিল। বাবা-মা'র সাথে পরিচয় করে দিলাম। দুই পরিবারের সম্মতি থাকায় আমরা আরো কাছাকাছি এলাম।

এর মধ্যে প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষা হয়ে গেছে। ভালো রেজাল্ট হল। তারপর অনার্স ফাইনাল পরীক্ষার জন্য আমরা তৈরি হচ্ছি...।

সন্ধ্যে সাতটায় আমার হলের গেট বন্ধ হতো। তার আগ পর্যন্ত আমরা ক্যাম্পাসে পাশাপাশি হাঁটতাম। কথা বলতাম। আমি বলতাম শান্ত শুনতো। শান্ত বলতো আমি শুনতাম। এভাবে পথ চলতে-চলতে আমরা আবেগঘন হতাম। আমার কাছে শান্ত আরো কিছু আবদার করত। আমি হাসিমুখে 'না' বলতাম। আমি জানি ওর কষ্ট হতো। কিন্তু আমিও কিছু জিনিস বিয়ের জন্য রেখে দিয়েছিলাম।

শান্ত পড়ালেখায় আমার চেয়ে অনেক ভালো করতে লাগলো। আমি সৃষ্টিকর্তার কাছে শুকরিয়া আদায় করলাম।

২০২৪ সালে অনার্স ফাইনাল পরীক্ষায় দুজনেই ফার্স্ট ক্লাস পেলাম। অনেক আনন্দের মাঝে আমাদের আরেকটা আনন্দ যুক্ত হলো।

পূর্ব সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১১ জুলাই ২০২৫ আমাদের বিয়ে হলো।

বিয়ের পর আমি শ্বশুরবাড়ি নাটোরের ধরাইল গেলাম। 'নন্দকুঁজা' নদীর সাথে আমার বন্ধুত্ব হলো। আমার শ্বশুরবাড়ি যৌথ পরিবার। ওখানে অনেকগুলো কাজিন পেলাম। ওরা প্রায় ৪০ জন ফ্যামিলি মেম্বার একসাথে ডিনার করতে বসতো। সবার সঙ্গে যুক্ত হবার যে অনাবিল আনন্দ, সেটা আমি নতুনভাবে উপলব্ধি করলাম।

কদিন পরেই আমরা শান্ত'র নানুবাড়িতে নওগাঁর, পত্নীতলায় বেড়াতে গেলাম। সেখানে আমার আত্রাই নদীর সাথে বন্ধুত্ব হল। আমার বুকের ভিতরে গভীর অরণ্য, কিন্তু কখন যে নদীও জায়গা করে নিয়েছে বুঝতে পারিনি।

নানুবাড়িতে শান্ত'র শৈশব-কৈশোরের অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। ওর কাছ থেকে এত এত গল্প আমি শুনেছি। সবকিছু এখনও আমার মুখস্থ।

তারই মাঝে নানা-নানুকে আমরা হারালাম। সেসব কষ্টের দিনগুলোতে আমি সবসময় শান্ত'র পাশে ছিলাম। এখনো নানা-নানুর কথা উঠলে শান্ত একেবারে অন্যরকম হয়ে যায়...

শান্ত'র বড়মামা ততদিনে আমেরিকার প্রবাস জীবন শেষ করে দেশে ফিরেছেন। ঢাকায় বাড়ি থাকা সত্ত্বেও তিনি গ্রামে থাকেন। আমার মত গ্রামের সবুজ শ্যামলিমা তাঁর পছন্দ। বিয়ের পর এই প্রথম আমি নানুবাড়িতে। অনেক আনন্দ করেছিলাম আমরা। শান্ত ওর ছোটবেলার বন্ধুদের নিয়ে মহা ব্যস্ত। মানুষের জীবনে কিছু কিছু মুহূর্ত স্মরণীয় হয়ে থাকে। আমারও নানুবাড়ির সেই রঙিন দিনগুলো, স্মৃতির পাতায় চিরস্মরণীয় হয়ে রইলো।

বিয়ের মেহেদি শুকাতে না শুকাতে আমরা মাস্টার্সে ভর্তি হলাম। শান্ত'র ইচ্ছা, একটা বছর আমরা যে যার মত হলে ফিরে যাই। ব্যাচেলর জীবন কাটাই। কিন্তু শান্তকে ছেড়ে থাকতে আমার মন একটুও সায় দিচ্ছিল না। তাই একরকম আমার ইচ্ছায়, আমরা ময়মনসিংহ শহরে বাসা ভাড়া নিলাম। বাসা ভাড়ার খরচ মেটানোর জন্য টিউশনি ঠিক করলাম। আমি দুটো আর শান্ত দুটো টিউশনি। সেই টাকা দিয়ে আমাদের বেশ ভালোভাবে চলে যেত। সারাদিন ক্লাস, আর টিউশনি। শুধু রাতে আমরা একে অপরকে নিবিড়ভাবে কাছে পেতাম।

এর মাঝে বিসিএস পরীক্ষায় অংশ নিলাম। কিন্তু প্রস্তুতি না থাকায় আমাদের হলো না। না হলেও দুঃখ নেই। আমার বর আমার সাথে, এর চেয়ে খুশির আর কি হতে পারে?

সব মেয়েদেরই একটা স্বপ্ন থাকে- সংসারের। আমারও ছিল। ময়মনসিংহের সেই একটা বছর ছিল আমার সোনার সংসার।

চোখের পলক পড়তে না পড়তেই একটা বছর পার হয়ে গেল। ২০২৬ সালে আমাদের মাস্টার্স পরীক্ষা শেষ হলো।

আমার শ্বশুরবাবা ইতিমধ্যে অবসরে গেছেন। শাশুড়ি মা বর্তমানে কলেজের অধ্যক্ষ। তাঁরও মাত্র ২-৩ মাস সময় অবসরে যাবার। কাজেই আমাদের একটা কাজ খুব জরুরী হয়ে পড়েছিল।

সৃষ্টিকর্তার অপার মহিমায় শান্ত সোনালী ব্যাংকে সিনিয়র অফিসার পদে কাজ পেল। আমার হয়নি। তবুও আমি মহাখুশি। আমি ব্যাংকের ক্যাশিয়ার পদে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি। আশাকরি ভাইভাতেও হয়ে যাবে। কিন্তু আমি সব সময় শান্তর জন্য প্রার্থনা করতাম, আমার চেয়ে ও যেন ভালো কিছু করে। একজন নারী তার স্বামীর সাফল্যে যে কি পরিমান খুশি হয়, সেটা কেবলমাত্র মেয়েরাই উপলব্ধি করতে পারে।

ভাবলাম, এই খুশিটা সেলিব্রেট করা উচিত। কোথায় যাওয়া যেতে পারে? মুহূর্তেই শান্ত'র নানুবাড়ির কথা মনে হলো।

শান্তকে বললাম, চলো নওগাঁ যাই।

ও তো এক কথায় রাজি। আমার শাশুড়ি মা, শাশুড়ি মা'র ছোট বোন চামেলি আন্টি, আমার মেজো বোন শ্রাবণী, শান্ত এবং আমি যাবো বেড়াতে। সেই তালিকা চূড়ান্ত করা হলো। বড়মামাকে জানানো হলো। আমাদের আসার কথা জেনে বড়মামা মহাখুশি।

পরদিন রাত ৯ টার গাড়িতে আমরা নওগাঁ রওনা করলাম। দুঘন্টার পথ। মামাকে আগেই জানিয়ে দেয়া হয়েছে। ঠিক ৯ টায় রাজশাহী থেকে বিআরটিসি ছাড়লো। জানালার পাশের সিট বরাবরই আমার প্রিয়। শান্ত জানে। শান্ত আর আমি এক সিটে বসলাম। বাকিরা সব অন্য সিটে। রাজশাহী শহরকে পেছনে ফেলে আমরা ছুটে চলেছি নওগাঁর দিকে। শহরের উজ্জ্বল আলোগুলো ক্রমাগত আপনা হয়ে আসছে। ধীরে ধীরে আমরা অন্ধকারের দিকে এগিয়ে চলেছি। জানালার বাইরে বহুদূরের মিটিমিটি আলোগুলো চোখে পড়ছে। চারিদিকে অন্ধকার। মাঝখানে ওই বিন্দু বিন্দু আলোগুলো আমাকে আনমনা করে দিল। বাসে এত মানুষের ভেতরেও আমি কখন যেন একা হয়ে গেলাম। কিভাবে যে দুটো ঘন্টা পার হয়ে গেল টেরই পেলাম না। মামা বাড়ির কাছেই আত্রাই নদী। নদীর উপরে সুন্দর একটা ব্রিজ। আমাদের গাড়ি যখন ব্রিজের উপরে উঠল, তখন একপলক নদীটাকে দেখে নিলাম। মনটা নদীর জলের সাথে উচ্ছলে নেচে উঠলো। মনে মনে বললাম, আগামীকাল তোমার সাথে দেখা হবে প্রিয় আত্রাই।

বড়মামা আমাদের অপেক্ষায় ছিলেন। আমাদের থাকা-খাওয়ার যাবতীয় বন্দোবস্ত তিনি পূর্বেই করে রেখেছেন। আমরা ফ্রেশ হয়ে খাবার টেবিলে বসলাম। কারো চোখে-মুখে ক্লান্তির রেশ চিহ্ন নেই। সবাই তরতাজা। তাঁদের উচ্ছল প্রাণবন্ত ডাইনিং টেবিলে বসেই আমরা আগামীকালের প্রোগ্রাম ঠিক করে ফেললাম। সিদ্ধান্ত হলো, আমরা কালকে কোন মোটর গাড়িতে যাব না। আমরা একেবারে খোলা ভ্যান গাড়িতে চড়বো। সকালে প্রথমে যাব দিবরদিঘি। তারপর বিকেলে আমরা যাব আলতাদিঘি।

সকালে আমাদের ঘুম থেকে উঠতে একটু দেরিই হল। শান্ত নানুবাড়িতে আসলে ওর অত্যাচারের মাত্রাটা বাড়ে। আজও সে আমাকে অনেকক্ষণ জাগিয়ে রাখল। আমিও কেন জানি নানুবাড়িতে এলেই অন্যরকম হয়ে যাই। দৌড়ে ছাদে যাই। আজকেও অনেক রাত অবধি ছাদে ছিলাম। দুজনে মিলে আকাশে তারা দেখেছি, মেঘের সাথে কথা বলেছি.....

ঘুম থেকে ওঠার আগেই মামা ভ্যানগাড়ি ঠিক করে রেখেছেন। তাড়াতাড়ি শান্তকে ঠেলে বাথরুমে পাঠালাম।

বললাম, দেরি করো না। একবারে গোসল করে বের হও।

আমিও গোসল সেরে একেবারে তৈরি হয়ে নাস্তার টেবিলে। আমি সুতি সালোয়ার কামিজ পরেছি। আর শান্ত জিন্স প্যান্ট, সাদা টি শার্ট। শ্রাবণী, চামেলি আন্টি, শাশুড়ি মা সবাই বেশ সাজুগুজু করে নাস্তার টেবিলে। ইতিমধ্যে শান্ত'র বন্ধুরা খবর পেয়ে সবাই এসেছে দেখা করতে। ওদেরকে নিয়ে শান্ত মহাব্যস্ত। ঠিক হলো, জুয়েল ভাই (শান্ত'র বন্ধু) গাইড মাস্টার হয়ে যাবে আমাদের সাথে। আর অভিভাবক হিসেবে বড়মামাতো আছেন।

নাস্তা শেষ করে বেরুতে বেরুতে প্রায় সকাল ১০টা। বড়মামার কাছে জানলাম, দিবরদিঘি এখান থেকে প্রায় ১৪-১৫ কিলোমিটারের পথ। পত্নীতলা উপজেলার একেবারে সীমান্তে এই দিঘি। আমি বিসিএস পরীক্ষার জন্য এই ঐতিহাসিক দিবরদিঘি, পাল রাজাদের অত্যাচার, কৃষক বিদ্রোহ বা বরেন্দ্র বিদ্রোহ নিয়ে পড়াশুনা করেছিলাম। আজকে সেই জায়গা আমি ছুঁয়ে দেখব, ভাবতেই আমার মন আনচান করে উঠলো। আমি কিছুটা চঞ্চল হয়ে পড়লাম।

একেবারে খোলা ভ্যান গাড়িতে উঠতে গিয়ে, আমার বাল্যকালের শ্যাঁদের হাটুড় গাড়ির কথা মনে পড়ল।

মুখোমুখি সিট। একদিকে বড়মামা, আমি, শান্ত। অন্যদিকে শাশুড়ি মা, চামেলী আন্টি, আর শ্রাবণী। জুয়েল ভাই বসেছেন চালকের সাথে।

আমি সিটে বসেই শক্ত করে শান্ত'র হাত চেপে ধরলাম। খোলা গাড়িতে অফুরন্ত হাওয়ার ভেতরে আমরা ভাসছি। ভাসতে ভাসতে মনে হল, এ যেন এক রূপকথার মত, আমাদের দীর্ঘ প্রেমের সার্থক পরিণতি। আবারো আমার মনটা নেচে উঠল পরম আনন্দে।

সকালের নরম রোদ তখনো পুরোপুরি তপ্ত হয়ে ওঠেনি। শহরের ইট-কাঠের খাঁচা পেরিয়ে আমরা বরেন্দ্রভূমিতে। রাস্তার দু'পাশে আমের বাগান। দিগন্ত বিস্তৃত ধানক্ষেত, যেন বাতাসের দোলায় সবুজ তরঙ্গের ঢেউ। শালমাটির গন্ধ নাকে এসে লাগল। দূরে তাল গাছের সারিতে চড়ুই পাখির বাসা। এ কী মনোহর সৃষ্টি বিধাতার!

প্রায় ৪৫ মিনিটের মধ্যে আমরা দিবর দিঘিতে পৌঁছলাম। দিঘিতে ঢোকার মুখে রাস্তার দুপাশে দেবদারু গাছ বাতাসে দোল খাচ্ছে। একটু সামনে এগুতেই চোখে পড়ল বিশাল জলাশয়। দিগন্তজোড়া খোলা মাঠের মাঝে দিঘির শান্ত জল, বিশাল আয়নার মতো পড়ে আছে। আর তাতে ঠিকরে পড়ছে রুপালি রোদের আলো। আজ প্রকৃতি যেন নিঃশব্দে এক হাজার বছরের পুরনো এক ইতিহাস, কৈবর্ত বিদ্রোহের সেই কিংবদন্তী গল্প শোনানোর জন্য সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। দিঘিপাড়ে দাঁড়িয়ে সমস্বরে শ্বাস নিলাম কয়েকবার। দিঘির ঘাটে বড় একটা নৌকো বাঁধা। আমরা অনেকগুলো ছবি তুললাম। এই দিঘিরটার কাহিনী শোনার জন্য আমার কৌতূহল বেড়ে গেল। তাই ঐতিহাসিক এই দিঘি নিয়ে কিছু বলার জন্য বড়মামাকে অনুরোধ জানালাম।

বড়মামা একটু ভেবে নিয়ে আমাদের উদ্দেশ্যে বলতে শুরু করলেন, দ্বিতীয় রাজা মহিপাল ছিল দুর্বল ও চরিত্রহীন শাসক। তাঁর অযোগ্যতার কারণে কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষ ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। তারই ফলশ্রুতিতে বাংলার ইতিহাসে এই প্রথম কৃষকরা বিদ্রোহ করে বসে। এই বিদ্রোহের নাম 'কৃষক বিদ্রোহ' বা কেউ কেউ একে 'বরেন্দ্র বিদ্রোহ' বলে। এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন সামন্তরাজা দিব্যক। দিব্যক, রাজা মহিপালকে হত্যা করে সর্বসম্মতিক্রমে এই বরেন্দ্রভূমির অধিপতি নির্বাচিত হন। আর সেজন্যই দিঘির মাঝখানে যে স্তম্ভ দেখছো, সেটার নাম হচ্ছে 'দিব্যক জয়স্তম্ভ'।

মামার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বললাম, মামা আমরা কি জয়স্তম্ভের কাছে যাব না? নিশ্চয়ই যাবো। দর্শনার্থীদের ভিড়টা একটু কমুক, তারপরে আমরা নৌকায় উঠবো। আমার মাথার ভেতরে তখন অনেক প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল। কোনটা যে মামাকে জিজ্ঞেস করি তাই ভাবছিলাম।

এক সময় মামাকে জিজ্ঞেস করলাম, কত সালে এই কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল মামা?

মামা একটু ভেবে নিয়ে বললেন, আনুমানিক ১০৭৫ থেকে ১০৮২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। দিব্যকের পরে তার ভাই রুদোক এবং তারপরে তাঁর ছেলে ভীম এই বরেন্দ্রভূমি শাসন করেন। তারপরে অবশ্য পাল রাজারা এই বরেন্দ্রভূমি পুনরুদ্ধার করেন। তবে অনেকেই এই দিঘিটিকে কৈবর্তদের বলে দাবি করেন।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, সে যারই হোক না মামা, এই জয়স্তম্ভ এখন আমাদের মামা।

মামা বললেন, একদম। চলো আমরা নৌকায় উঠি।

সবাই মিলিয়ে আমরা নৌকায় উঠলাম। মামার সাথে কথা বলতে-বলতে আমরা একেবারে জয়স্তম্ভের কাছে চলে এসেছিলাম। স্তম্ভটিকে স্পর্শ করতেই আমি শিহরিত হলাম। মনে মনে বললাম, না জানি এই জয়স্তম্ভের ভেতরে কত হাজার হাজার মানুষের কান্না লুকায়িত আছে? কত মৃত্যু, কত রক্তের বিনিময়ে এই জয়স্তম্ভ? কে তার হিসেব রাখে?

কখন যে ঘড়ির কাঁটা দুইটা ছুঁই ছুঁই করছে টেরই পেলাম না। আমরা দিবর দিঘিকে গুডবাই জানালাম। মামা আমাদেরকে নিয়ে স্থানীয় একটা হোটেলে ঢুকলেন। অনেক ধরনের দেশীয় রান্না। বিভিন্ন রকমের ভর্তা, হাঁসের মাংস, গরুর মাংস, মুরগির মাংস, ছোট মাছ, ডাল আরো অনেক কিছু। যে যার পছন্দ মত মেনু নিয়ে খাওয়া শেষ করলাম। খাওয়ার পর শরীর কিছুটা ভারী হয়ে এলো। কিন্তু এখনো যে আমাদের আরো অনেকটা পথ বাকি। তাই দেরি না করে আমরা আবার ভ্যান গাড়িতে গিয়ে বসলাম।

মামাকে জিজ্ঞেস করলাম, মামা এখান থেকে আলতাদিঘি পৌঁছতে কতক্ষণ লাগবে?

মামা হিসাব করে বললেন, প্রায় ঘন্টাখানেক।

আলতাদিঘির উদ্দেশ্যে যখন আমরা ছুটে চলেছি- তখন দুপুরের প্রখর তেজটা কমতে শুরু করেছে। সূর্য অনেকটাই হেলে পড়েছে পশ্চিম আকাশে। রোদের তীব্রতা কমে গিয়ে পুরো বরেন্দ্রভূমিতে ছড়িয়ে পড়েছে স্নিগ্ধ সোনাঝরা আলো। তার মাঝে আমরা সবাই হাসি তামাশা করছি। খুনসুটি করছি। কখনো কখনো গাড়ি থামিয়ে ছবি উঠানো হচ্ছে। শরতের খোলা আকাশের নিচে শান্ত'র বন্ধু জুয়েল ভাই পুরো পথটাই মাতিয়ে রেখেছেন। রাস্তার দু'পাশে সমতল ভূমি, যতদূর দেখা যায় শুধু ধান আর ধান। রোপা আমন ধানে ভরে গেছে মাঠ। যেদিকে চোখ যায় যেন সবুজের মেলা বসেছে এখানে। রাস্তার দু'পাশে নাম না জানা বুনোফুলের গন্ধ, আমাদের পথকে এক মায়াবী পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছে। ইট-পাথরের যান্ত্রিক জীবন ফেলে এই খোলা হাওয়ায় সবাই যেন শৈশবে ফিরে গেছি আমরা।

দেখতে দেখতে আমরা পত্নীতলা উপজেলা ছেড়ে, ধামইরহাট উপজেলায় ঢুকে পড়েছি। ভাবলাম আলতাদিঘি আর হয়তো বেশি দূরে নয়।

আলতাদিঘি জাতীয় উদ্যান পার হয়ে, শালবনের কোল ঘেঁষে আলতাদিঘির পাড়ে পৌঁছতেই, আমার মনটা জুড়িয়ে গেল। শুক্রবার ছুটির দিন, তাই উপচেপড়া দর্শনার্থী। দিঘির কাছে যেতেই দেখি সুউচ্চ ওয়াচ টাওয়ার। সবাই টাওয়ারে উঠে মেঘের সাথে দুষ্টামি করছে। আমাদের মত অনেকেই এসেছেন পরিবার নিয়ে। গাছের ছায়ায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে অনেকে বিশ্রাম করছেন। অনেকেই আড্ডা দিচ্ছেন। কেউ কেউ ছবি তুলছেন। নানান রকম ফুল ফুটেছে এখানে। ফুলের সৌন্দর্য উপভোগ করছেন কেউ কেউ।

কিছুক্ষণ পর আমরা ওয়াচ টাওয়ারের উপরে উঠলাম। এত উপরে আমি এভাবে আগে কখনো উঠিনি। নিচে তাকাতেই ভয়ে পা শিরশির করছিল। আমি শক্ত করে শান্ত'র হাত ধরেছিলাম। আমার ভয় পাওয়া দেখে শান্ত খুব মজা নিচ্ছিল।

বড়মামাকে জিজ্ঞেস করলাম, এই ওয়াচ টাওয়ারের উচ্চতা কত হবে মামা?

মামা বললেন, প্রায় ৭০ ফুটের মতো।

মামার কথা শুনে আমি আরো ভয় পেয়ে গেলাম। তবু উপরে ওঠার লোভ সামলাতে পারলাম না। শান্তকে সাথে নিয়ে আমি আকাশটা ছুঁয়ে এলাম! অনেক উঁচু থেকে প্রাণভরে আলতাদিঘিকে দেখলাম। আমাদের ওয়াচ টাওয়ারের ছবিগুলো সত্যিই স্মৃতি হয়ে থাকবে চিরকাল।

বড়মামাকে জিজ্ঞেস করলাম, এই দীঘিটা কতখানি জায়গার উপরে মামা?

একটু ভেবে মামা বললেন, প্রায় ৫৫ একর জায়গার উপরে এই আলতাদীঘি।

মামাকে আবারো জিজ্ঞেস করলাম, এই আলতাদিঘি নিয়েও কী কোন গল্প আছে মামা? মামা হাসতে হাসতে বললেন, খুব মজার গল্প আছে। বরেন্দ্র অঞ্চলে একবার তীব্র পানির সংকট দেখা দেয়। প্রজাদের পানীয় জলের সংকট নাশনে তৎকালিন রাজা বিশ্বনাথ, রাজমাতার সন্তুষ্টিকল্পে দিঘিটি খনন করেন। কিন্তু শর্ত ছিল, রাজমাতা যতদূর হেঁটে যাবেন, দিঘিটি ততদূর পর্যন্ত হবে। সেই মোতাবেক রাজমাতা হাঁটা শুরু করলেন। রাজমাতার হাঁটা যেন আর শেষ হয় না। পরিস্থিতি প্রতিকূল দেখে মন্ত্রীবর রাজমাতার পায়ে আলতা ঢেলে দিয়ে বললেন, মা, আপনার পা কেটে রক্ত বেরিয়েছে, আপনি আর হাঁটতে পারবেন না।

রাজমাতা বাধ্য হয়ে হাঁটা বন্ধ করলেন। সেই থেকে এর নাম হলো আলতাদিঘি। আমি খুব খুশি হয়ে বললাম, বাহ খুব চমৎকার কাহিনি তো মামা!

বড়মামার চমৎকার করে গল্প বলার স্টাইলে সত্যিই আমি মুগ্ধ। শুধু আমি কেন, আমরা সবাই পরিতৃপ্ত এবং আনন্দিত।

দিঘির পাড়ে দাঁড়াতেই আমার মনটা আবারো রোমাঞ্চিত হলো। শিহরিত হলো। আমার মনে হলো, এই বিশাল দিঘি খননে, না জানি কত প্রজার জীবন গেছে? কত মানুষের কত যে কষ্ট, হাহাকার, কত বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস যে জমা হয়ে আছে কে তার হিসাব রাখে?

আমার মনটা কিছুক্ষণের জন্য বিষণ্ন হলো।

দিঘির বিশাল জলরাশির উপর মৃদু-মন্দ হাওয়া খেলা করছে। তাই দেখে বুক কিছুটা হালকা হলো। বাতাসের ছোট-ছোট ঢেউয়ের দোলায় যেন আমরাও দুলছি। দুলছি আর দেখছি, ঢেউয়ের গায়ে ঠিকরে পড়ছে পড়ন্ত বিকেলের নরম রোদ। সাতজনের এই দলটা দিঘির কাছে পৌঁছতেই, আমরা মেতে উঠলাম অপার আনন্দে। কেউ কেউ পানিতে পা ভিজিয়ে ছোট্ট বাচ্চাদের মত কলকল করে উঠলো। শান্ত'র একটা হাত তখনো আমার হাতের ভিতরে। আমাদের দৃষ্টি বিনিময় হল। ওর চোখে ঠিকরে পড়ছিল গোধূলির লাল আলো। আমি অপার মুগ্ধতায় তাকিয়েছিলাম ওর দিকে। ভাবছিলাম, এতগুলো বছর পার হয়ে আজ আনুষ্ঠানিকভাবে আমরা একসাথে। আজ আমরা একসাথে, এই খোলা হাওয়ায় নিঃশ্বাস নেওয়ার স্বাধীনতায়....

একসময় দিঘির পাড়ে আমরা সবাই যার যার মত আলাদা হয়ে গেলাম। শান্ত ওর বন্ধু এবং আমার মেজোবোন শ্রাবণীকে নিয়ে দিঘির ওপারে গেল, ভারতের সীমানা দেখতে। বড়মামা, শাশুড়ি মা এবং চামেলী আন্টি নামাজের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

হঠাৎ করে আমিও একা হয়ে গেলাম। একা-একা হাঁটছি দিঘিরপাড় ধরে। দেখতে দেখতে নেমে এলো গোধূলির মায়াবী লগন।

ধীরে ধীরে দর্শনার্থীর সংখ্যা কমতে শুরু করেছে। হঠাৎ নজরে এলো সামনে একটা লোক। সাথে একটা ঘোড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

একটু কাছে যেতেই লোকটি জিজ্ঞেস করল, চড়বেন না কি আফা? একেবারে দীঘির ওপারে নিয়া যামু। ৩০ টাকা দিয়েন। আজ একদম বনো হয়নি গো আফা।

লোকটার কথা শুনে থমকে দাঁড়ালাম। কঙ্কালসার একটা লোক। মুখে খোঁচা-খোঁচা সাদা দাড়ি। বয়সের ছাপ চোখে মুখে স্পষ্ট। মাথার চুল সাদা। পরনে একটা মলিন প্যান্ট টাখনুর উপরে। গায়ে একটা টি-শার্ট। সেটাও একপাশে ছেঁড়া। লোকটার শরীরের মতই তার ঘোড়াটির অবস্থা। একেবারেই করুণ দশা দেখে ভীষণ মায়া হলো আমার।

লোকটার একবারে কাছে গেলাম। ঘোড়াটারও পাশে গেলাম। গায়ে হাত রাখলাম। ঘোড়াটা মাথা উঁচু করে আমার দিকে একবার তাকালো। ওর চোখ দুটো দেখে বড় মায়া হল আমার।

জিজ্ঞেস করলাম, কি নাম?

লোকটি বলল, আর নাম আফা? হামার নাকি এই ঘোড়াডার?

আশ্চর্য হয়ে বললাম, ঘোড়ারও আবার নাম আছে নাকি?

লোকটা করুণ হাসি দিয়ে বলল, আছে গো আফা। হেরে আদর কইরা নাম রাখছি 'পাগলি' আর হামার নাম মোকছেদ। প্রতিদিন হামি পাগলিরে লিয়া আহি। মাইনষে ওর পিঠে ওঠে। দশ-বিশ টাকা দেয়। হেই দিয়া কোনোরকমে সংসারডা চলে গো আফা। জিজ্ঞেস করলাম, সংসারে কে কে আছে আপনার?

লোকটা একটা হাত মাথায় রেখে বলল, হেই কথা আর কি কমু গো আফা, একডা বউ আছে, কিন্তুক চিরো রোগা। একদা না একডা বিমার লাইগাই আছে।

আবারো জিজ্ঞেস করলাম, আপনার ছেলে-মেয়ে নাই?

লোকটা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আছে আবার নাই- দুডাই গো আফা

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, সে আবার কি রকম?

লোকটা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, একডা মাইয়া আছিল। নাম মরিয়ম। লেখাপড়া করাবার শক্তি নাই গো আফা। একডা ভালা পোলা দেইখা বিয়া দিছিলাম। কিন্তুক হেই যেডা যে একডা পাষণ্ড, হেইডা বুঝবার পারিনি গো আফা। বিয়ার সময় কিমানের কোন কথা আছিল না। তবুও এখন হেই হালা জিমান চায়। মারধর কইরা মাইয়াডারে আমার এখানে পাঠায়া দেয়। কদিন পর বুঝাইয়া সুঝাইয়া মাইয়াডারে আবার শ্বশুরবাড়ি পাঠায়া দিই। না দিয়া উপায় কি গো আফা। আমার এহানে তো খাওন নাই। আমার সোনার মাইয়াডারে দিনে রাইতে শুধু মারতো। হেই মারধর সইবার না পাইয়া, মাইয়াডা একদিন বিষ খাইয়া মরছে। মাইয়াডা আমার খুব আদরের আছিলো গো আফা...।

জিজ্ঞেস করলাম, আর কোন ছেলে মেয়ে নাই আপনার?

লোকটি ঘোড়াটার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলল, আছে গো আফা। একডা পোলা আছে। হের কথা কি আর কমু আপনারে। পোলাডার মাথা ভালো আছিল। অনেক কষ্ট কইরা হইলেও পোলাডারে পড়ামু। ইস্কুলে ভর্তি কইরাও দিলাম। মেট্রিক পরীক্ষার আগে নেশা করার অপরাধে পুলিশ পোলাডারে ধইরা লইয়া গেল। জেল হইল। প্রায় এক বছর জেল কাইট্যা বাড়ি আইলো। কিন্তুক নেশাটা আর ছাড়তে পারলো না। পোলাডা এখন আমার আর কথা হোনে না গো আফা। উল্টা আমারে ধমকায়। ট্যাহা চায়। না দিবার পারলে চেঁচামেচি করে। গায়ে হাত তুলবার চায়। এই এলাকায় হুধু আমার পোলা না আফা। প্রায় হকলের পোলারা নেশায় ডুইবা গেছে গো আফা। এখানকার এলাকার বাপ-মারা খুবই চিন্তায় থাকে...

কথা বলতে বলতে লোকটার চোখের কিনারে জল টলমল করে উঠল। তাড়াতাড়ি হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ দুটো মুছে আবার বলতে শুরু করল, এই জীবনে কোন শান্তি পাইলাম না গো আফা। ঘরে বউডার ওষুধ কেনার ট্যাহা নাই। নিজেই রান্নার করি। দুমুঠো সেদ্ধ ভাত পুড়াইয়া খাই। বউডারে খাওয়াই। পোলাডা কখনো বাড়ি আহে, কখনো আহে না। কোথায় থাহে কি করে কিছু জানি না। হুধু এইটুকু জানি, পোলাডাও একদিন নেশা করতে করতে মরবো গো আফা। হের মরণের খবর হোনার লাইগাই হামি যেন বাইচা আছি। নিজে খাইতে পাইনা। তার উপর পাগলিডারে যে দুটো ভালো-মন্দ খাওয়ামু, তাও পয়সা জোটে না! আল্লা এ্যাতো মাইনষের দয়, আমারডা ক্যান যে দয় না গো আফা....!

বলতে বলতে লোকটা আর কান্না থামাতে পারল না।

আমি নির্বাক। তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা হারিয়ে ফেলেছি। আনন্দ করতে এসে এ কী কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হলাম আমি? তাহলে কী এখনো যৌতুকের বলি, আর নেশার ছোবলে আক্রান্ত দেশ?

আলতাদিঘির ওপারের ঘন শালবনের মাথায় হেলান দিয়ে, তখন সূর্যটা ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে। দিঘির চারিধার প্রায় জনশূন্য। রক্তিম সূর্যের শেষ আলো এসে পড়েছে আলতাদিঘির জলে। শরৎ আকাশ আর দিঘির খোলা বুক যেন গাইছে করুণা রক্তের ক্যানভাস। গোধূলির সেই রক্তিম আলোয় মাহফুজ আর পাগলিকে দেখে মনে হলো- বিবর্ণ বাংলাদেশ। পাগলির বিষণ্ণ চোখে তখনও শেষ বিকেলের রক্তিম আলোর প্রতিফলন। আর মাহফুজের চোখে-মুখে সন্ধ্যার ক্লান্ত ছায়া....!

আমি কিছু টাকা মাহফুজের হাতে গুঁজে দিয়ে বললাম, এই টাকা কটা নিয়ে, আপনার পাগলির জন্য কিছু কিনে নেবেন। আর আপনার স্ত্রীকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবেন কেমন? আজকে আর আমি আপনার পাগলির পিঠে উঠলো না মাহফুজ ভাই। লক্ষ্য করলাম, শেষ বিকেলের লাল শাড়িতে যখন আলতাদিঘি ডুবে যাচ্ছিল, তখন মাহফুজের চোখের ভেতরে বইছিল কান্নার জোয়ার। বুকের গহীনে জমা এক অলিখিত রক্তক্ষরণ। আর ঘুনে ধরা সমাজের অবক্ষয়ের হাহাকার। গোধূলির এই অপরূপ সৌন্দর্য আর মাহফুজের জীবনের নির্মম বিষাদকে, নিয়তি যেন এক ফ্রেমে বেঁধে দিয়েছিল। তাই আলতাদিঘির গোধূলি আজ অনন্ত বিষাদে ভরপুর।

দর্শনার্থীরা সবাই যখন নিজ নিজ ঘরে ফিরে যাচ্ছিল, তখনও অন্ধকারে পাগলির গলার দড়ি ধরে, চোখে হাজারো প্রশ্ন নিয়ে বসে ছিল মাহফুজ। গোধূলির এই মায়াবি সূর্যের আড়ালে এ কী অনন্ত বিষাদ সামনে দাঁড়িয়ে!

বরেন্দ্রভূমির এই পাঁজরভাঙা দীর্ঘশ্বাস আগেও যেমন ছিল, আজও তেমনি আছে। শুধু ধরনটাই পাল্টেছে মাত্র। আজ মনে প্রশ্ন জাগে, মাহফুজের জীবনের মত সবার জীবনই কী অবহেলে একাকী ভ্রমণ? কখনো কী হৈত নয়? অসংখ্য মাহফুজদের এই দুঃসহ জীবনের রক্তিম জলের জোয়ার-ভাটার খোঁজ কে রাখে? এ পৃথিবীতে কে কার?

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ
- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ
- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

Member of

FRANCHISE BROKER ACADEMY

FRANCHISE | L1A VISA | E2 VISA | POLITICAL ASYLUM

Captor USA, Inc.

Franchise & Business Consulting Firm
37 16 73rd street, Suite: 402, Jackson Heights, NY 11372.
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com

হটলাইন : +১ ৭১৮ ৪৩৩ ৯০০১
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

রেনোভেশন/রিপিয়ার/কনস্ট্রাকশন

আপনি কি বাসা-বাড়ির কাজের জন্য লোক খুঁজছেন? আমরা আপনাকে সহযোগিতা করতে পারি।

আমরা Binghamton এ কাজ করে থাকি

আমাদের কাজসমূহ:

* গরম পানির ট্যাঙ্ক ইনস্টলেশন/ মেরামত
* যে কোন প্রকার পাম্বিলিংয়ের কাজ/বাথরুম/কিচেন/অন্যান্য
* যে কোন প্রকার টাইলসের কাজ/নতুন ইনস্টলেশন/রিপ্লেস/ রেনোভেশন
* নতুন বাথরুম ইনস্টলেশন/রিপিয়ার
* কার্পেটিং/নতুন রুম/এক্সটেনশন
* ড্রাই ওয়াল/পেইন্ট/রি-পেইন্ট
* ব্যাকইয়ার্ড/ডক/বারান্দা/ছাদ
* উড ফ্লোর/পলিশ/নতুন ইনস্টলেশন/ক্লিনিং
* অয়েল হিটিং সিস্টেম পুরনোটি রিপ্লেস এবং নতুন থার্মাল ইনস্টলেশন।

Free ইস্টিমেট করা হয়ে থাকে

যোগাযোগ:

WOVENA CONSTRUCTION INC

172-11, 93 Ave, Jamaica, NY 114333
Phone: 347-822-9052, 716-828-6677
wovenatexusa@gmail.com

MONIR SECURITY TRAINING SCHOOL

37-22 73 Street Suite # 1C
Jackson Heights, NY 11372

347-659-8842

7 DAYS OPEN

আমাদের আছে ঃ

1. 8 Hours Pre-Assingnment Class (for New License)
2. 8 Hours Annual Class (Every Year)
3. 16 Hours OJT Class (for New License)

বিশেষ সুবিধা:
মহিলাদের জন্য আলাদা
মহিলা গাইডের
সুব্যবস্থা রয়েছে।

KARNAFULLY
TRAVEL INC.

এক্সক্লুসিভ ওমরাহ প্যাকেজ
নভেম্বর ২০২৬

ভ্রমণ তারিখ

জেএফকে - জেদ্দা	মদিনা - জেএফকে	মোট দিন
৪ নভেম্বর	১৪ নভেম্বর	৯ দিন (২টি জুম্মা - মক্কা ও মদিনায়)

প্যাকেজে অন্তর্ভুক্ত:

- বিমান টিকিট (যাতায়াত)
- ভিসা
- ৫-তারকা হোটেল হারাম শরীফের কাছে (ক্লক টাওয়ারে) ভিআইপি নাস্তার ব্যবস্থা।
- লাক্সারি বাসে সম্পূর্ণ স্থল পরিবহন (বিমানবন্দর থেকে বিমানবন্দর)
- গাইডের সাথে উমরাহ পালন
- মক্কা ও মদিনার ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় স্থান ভ্রমণ (গাইড সহ)।
- মক্কা তায়েফ এবং মদিনা ওয়াদি-ই-জ্বিন অতিরিক্ত ভ্রমণ।
- মহিলাদের জন্য আলাদা মহিলা গাইডের সুব্যবস্থা আছে।
- রাওদার পারমিট পেতে সহায়তা করা হয়।

প্রতি রুমে ৪ জন

KARNAFULLY TRAVEL INC.
37-16 73rd St. Suite #201 FR, Jackson Heights, NY 11372

Karnafully Hajj & Umrah service

Office : 718-205-6050
Celll & WhatsUp : 917 691 7721
Celll & WhatsUp : 646 724 5933 (MINU)

karnafullytravel@yahoo.com | www.karnafullytravel.com

আলোকিত জাতি গঠনে শিক্ষা

৬ পৃষ্ঠার পর

শুধু অবকাঠামোগতভাবে সম্প্রসারণ করলেই হবে না; এর দর্শন, পরিচালন কাঠামো, নেতৃত্ব, শিক্ষকতা, গবেষণা-সংস্কৃতি এবং শিক্ষার্থী-অভিজ্ঞতার মৌলিক ভিত্তিকেও পুনর্বিবেচনা করতে হবে। জাতীয় শিক্ষাদর্শনের আলোকে রাষ্ট্র শিক্ষার স্তরভিত্তিক যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণ করবে, শিক্ষাপরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়নকে প্রতিটি স্তরে সেই লক্ষ্য অর্জনের সঙ্গে সুস্পষ্টভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে এবং পরিবর্তনশীল বিশ্বব্যবস্থার সাথে মিল রেখে জনশক্তি উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে উচ্চশিক্ষাকে ঢেলে সাজাতে হবে। শিক্ষা কোনো সরকারের সাময়িক রাজনৈতিক কর্মসূচি বা ক্ষমতাসীন দলের মতাদর্শ প্রচারের মাধ্যম হতে পারে না; এটি হতে হবে রাষ্ট্রের নাগরিকদের দীর্ঘমেয়াদি মানবিক, নৈতিক ও আইনী সুরক্ষার সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও নিরাপত্তার অগ্রগতি নিশ্চিত করার কৌশলগত ভিত্তি।

রাষ্ট্রযন্ত্রের সংস্কারের প্রাথমিক পদক্ষেপে অপরিহার্য অংশ হিসেবে শিক্ষাব্যবস্থার এই পুনর্গঠনের প্রথম শর্তই হলো শিক্ষাঙ্গনের যৌক্তিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা। শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও গবেষককে যেন কোনো রাজনৈতিক, প্রশাসনিক বা গোষ্ঠীগত চাপের কাছে নতি স্বীকার না করে নিজের জ্ঞান, যুক্তি ও গবেষণার ভিত্তিতে মত প্রকাশের সুযোগ দেওয়া হয়। কারণ যেখানে চিন্তার স্বাধীনতা নেই, সেখানে সৃজনশীলতার সুযোগ থাকে না; আর সৃজনশীলতা ছাড়া জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি কিংবা স্বনির্ভর জাতি গঠন সম্ভব নয়। এই যৌক্তিক স্বাধীনতার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যোগ্য নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করার প্রশ্নটি। শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষক নিয়োগ, তাঁদের পদোন্নতি ও একাডেমিক নেতৃত্ব নির্ধারণে রাজনৈতিক পরিচয়, ব্যক্তিগত আনুগত্য কিংবা গোষ্ঠীগত সম্পর্কের পরিবর্তে মেধা, বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান ও কর্ম- অভিজ্ঞতা, গবেষণা, শিক্ষাদানের দক্ষতা, পেশাগত সততা ও নিষ্ঠা এবং প্রাতিষ্ঠানিক নেতৃত্বের দক্ষতা ও সক্ষমতাকে প্রধান মানদণ্ড করতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় আমাদেরকে একজন শিক্ষক, শিক্ষাবিশেষজ্ঞ কিংবা শিক্ষাবিদ এবং শিক্ষানুরাগীর পরিচয়গত পার্থক্য; তাঁদের পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা ও সক্ষমতার যে পার্থক্য সেগুলো সূক্ষ্মভাবে বিবেচনায় নিতে হবে। কেবল ক্ষমতাসীন কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দল বা মতের সমর্থক হিসেবে নয়, বরং শিক্ষাক্ষেত্রে সঠিক নেতৃত্বের জন্য কাউকে নিয়োগ প্রদানের পূর্বে জ্ঞানসৃষ্টিকারী ও জ্ঞানবিনিময়কারী পেশাজীবী হিসেবে তার যথার্থ মূল্যায়ন করতে হবে। একইভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব এমন ব্যক্তিদের হাতে দিতে হবে, যারা একাডেমিক উৎকর্ষে অগ্রগণ্য, ন্যায়সংগত প্রশাসন পরিচালনার সক্ষমতার রেখেছেন, এবং কাজকর্মে স্বচ্ছতা প্রদর্শন ও মতের বৈচিত্র্যকে সম্মান করেন। কারণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে যোগ্য নেতৃত্ব নিশ্চিত করা ছাড়া কোনো শিক্ষানীতি বা সংস্কারই কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে না।

রাষ্ট্রকে সামাজিক চুক্তির শক্তিশালী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে একই সঙ্গে আগামী প্রজন্ম তথা শিক্ষার্থীদের মাঝে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে, তবে কোনোভাবেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে দলীয় প্রতিযোগিতা ও ক্ষমতার সংঘাতের ক্ষেত্র হতে দেওয়া যাবে না। শিক্ষার্থীরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিমণ্ডলে দলীয় রাজনীতি নয়; তাদের অধিকার, শিক্ষাব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক উন্নয়নে এবং রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডলে নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করতে রাজনীতিতে অংশ নেবে। শিক্ষার্থীরা রাষ্ট্র, সংবিধান, মানবাধিকার, গণতন্ত্র, সামাজিক ন্যায়বিচার, অর্থনীতি, পরিবেশ, জননীতি ও সমসাময়িক জাতীয়-আন্তর্জাতিক বিষয়ে জানবে, বিতর্ক করবে এবং নিজস্ব মত গড়ে তুলবে এটাই কেবল কাম্যই নয়, অপরিহার্য। কিন্তু তাদের রাজনৈতিক পরিচয় যেন দলীয় রাজনীতির লেজুড়বৃত্তিভিত্তিতে কিংবা একাডেমিক মূল্যায়ন, সুযোগ, নেতৃত্ব বা সামাজিক মর্যাদা নির্ধারণের মানদণ্ডে পরিণত না হয়। শিক্ষার্থীদের রাজনীতি যদি নাগরিক সচেতনতা, নেতৃত্বের বিকাশ, সামাজিক দায়বদ্ধতা ও গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের অনুশীলন হয়, তবে তা হবে ইতিবাচক এবং জাতীয় অগ্রগতির সহায়ক; কিন্তু তা যদি দখলদারিত্ব, চাঁদাবাজি, সহিংসতা, ভয়ভীতি, দলীয় নির্দেশ পালন কিংবা ক্ষমতার আনুগত্যের প্রশিক্ষণে পরিণত হয়, তখন তা হবে শিক্ষার উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত এবং জাতির জন্য আত্মঘাতী।

ছাত্ররাজনীতিকে দলীয় রাজনীতির নাগপাশ থেকে মুক্ত করার পাশাপাশি গবেষণা, বিতর্ক ও মুক্তচিন্তার পরিবেশকে শিক্ষাব্যবস্থার কেন্দ্রীয় শক্তিতে পরিণত করতে হবে। বিদ্যালয় থেকেই শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করতে, প্রমাণ খুঁজতে, তথ্য যাচাই করতে এবং ভিন্ন ব্যাখ্যার তুলনামূলক মূল্যায়ন করতে শেখানো প্রয়োজন। উচ্চশিক্ষায় যৌক্তিক চিন্তার এই সংস্কৃতিকে আরও গবেষণাভিত্তিক ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে। গবেষণার জন্য পর্যাপ্ত অর্থায়ন, নৈতিক ও একাডেমিক স্বাধীনতা, আন্তঃবিষয়ক (ইন্টারডিসিপ্লিনারি) সহযোগিতা এবং আন্তর্জাতিক জ্ঞানসম্প্রদায় (ইন্টেলেকচুয়াল কমিউনিটি) ও পেশাগত সম্প্রদায়ের (কমিউনিটি অব প্রেক্টিস) সঙ্গে সংযোগ বাড়াতে হবে। একই সঙ্গে কোন একটি বিষয়ে বিতর্ককে বিরোধিতা হিসেবে নয়, নিজেকে সমৃদ্ধ করার এবং জ্ঞান সৃষ্টির একটি স্বাভাবিক পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। একজন শিক্ষার্থী যদি নিজের শিক্ষকের বক্তব্যকে যুক্তি ও প্রমাণের ভিত্তিতে প্রশ্ন করতে পারে, কিংবা একজন গবেষক যদি প্রচলিত কোনো তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা নিয়ে নির্ভয়ে আলোচনা করতে পারেন, তখনই প্রকৃত অর্থে জ্ঞানচর্চার পরিবেশ তৈরি হয়।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে সহিংসতা, ভয়ভীতি এবং গোষ্ঠীগত আধিপত্যের সংস্কৃতিও সম্পূর্ণভাবে দূর করতে হবে। কোনো শিক্ষার্থী যেন রাজনৈতিক পরিচয়, মতাদর্শ, ধর্ম, সামাজিক পরিচয় বা ব্যক্তিগত মতের কারণে নিরাপত্তাহীনতায় না ভোগে; কোনো শিক্ষক যেন প্রশাসনিক বা রাজনৈতিক প্রতিহিংসার আশঙ্কায় নিজের পেশাগত দায়িত্ব পালনে বাধাগ্রস্ত না হন। শিক্ষাঙ্গনে প্রশাসনিক ক্ষমতার প্রয়োগ হবে প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম, ন্যায়সংগত প্রক্রিয়া ও জবাবদিহির মাধ্যমে; ভয় প্রদর্শন, দমন কিংবা ব্যক্তিগত প্রভাবের মাধ্যমে নয়। এ ক্ষেত্রে কার্যকর অভিযোগ-নিষ্পত্তি ব্যবস্থা, স্বচ্ছ শৃঙ্খলাবিধি এবং সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম নিশ্চিত করা জরুরি। কারণ নিরাপদ শিক্ষাঙ্গন ছাড়া একদিকে যেমন মুক্তচিন্তা কিংবা সৃজনশীলতা কোনোটিই বিকশিত হতে পারে না; অপরদিকে ব্যক্তিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অগ্রগতির পথ সংকোচিত হয়ে পড়ে।

মানবিকতা, নৈতিকতা ও নাগরিক দায়িত্ববোধকে শিক্ষার প্রান্তিক কোনো বিষয় হিসেবে না রেখে এর কেন্দ্রীয় উপাদানে পরিণত করতে হবে। একজন শিক্ষার্থীকে শুধু কীভাবে ভালো চাকরি পেতে হয় তা শেখালে চলবে না; তাকে শেখাতে হবে কেন একজন ভালো মানুষ, দায়িত্বশীল নাগরিক ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজের সক্রিয় অংশীদার হতে হবে এবং কীভাবে হতে হয়। সততা, সহমর্মিতা, সহমর্মিতা, সহনশীলতা, ন্যায়বোধ, পরিবেশের প্রতি দায়িত্ব, দুর্বল ও প্রান্তিক মানুষের প্রতি সংবেদনশীলতা এবং ভিন্নমতের প্রতি সম্মান এমূল্যবোধগুলো শিক্ষার প্রতিটি স্তরে চর্চার মাধ্যমে আগামী প্রজন্মকে গড়ে তুলতে হবে। কারণ মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতা কোনো আলাদা পরীক্ষার বিষয় নয়; এটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন সংস্কৃতি, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক এবং প্রাতিষ্ঠানিক আচরণের মধ্য দিয়ে শেখানো হয়। এইসবকিছুর সমন্বিত লক্ষ্য হওয়া উচিত এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা, যা একই সঙ্গে জ্ঞানী, দক্ষ, নৈতিক, মানবিক ও মুক্তচিন্তার ব্যক্তি-মানুষ তৈরির পাশাপাশি দেশের জন্য সুনাগরিক তৈরি করবে।

জাতীয় শিক্ষাদর্শনের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করে সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপন্থার সমন্বয়ে একটি ধারাবাহিক শিক্ষাপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। জাতীয় অগ্রগতি ও সমৃদ্ধিকে নিশ্চিত করতে সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার মৌলিক দর্শন ও প্রতিষ্ঠানগত অগ্রাধিকার যেন বারবার পরিবর্তিত না হয়, সে দিকে আমাদের বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। তাতে একদিকে যেমন জাতীয় সম্পদের অপচয় রোধ হবে, অপরদিকে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করা যাবে। তার জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত, পেশাদার ও দীর্ঘমেয়াদি শিক্ষাপরিকল্পনার মাধ্যমে শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

শিক্ষা কোনো দলের সম্পত্তি কিংবা নিয়ন্ত্রণ ও মতাদর্শ প্রচারের কৌশল নয়; এটি সমগ্র জাতির ভবিষ্যৎ নির্মাণের দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে আমরা হয়তো শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে পারব, কিন্তু নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনে সক্ষম ও আলোকিত জাতি গড়ে তুলতে পারব না।

আমাদের শিক্ষাঙ্গন হোক সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের পথে আলোর প্রতিষ্ঠান যেখানে জ্ঞান হবে মুক্ত, চিন্তা হবে স্বাধীন, মতের বৈচিত্র্য হবে স্বীকৃত ও সমৃদ্ধির উপায় এবং মানুষের মর্যাদাকে দেওয়া হবে সর্বোচ্চ মূল্য। আমাদের মনে রাখতে হবে, একটি জাতি তখনই সত্যিকার অর্থে এগিয়ে যায়, যখন তার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো ক্ষমতার অনুগত প্রতিষ্ঠান না হয়ে সত্যের অনুসন্ধানী প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠে। যে শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করার সাহস নেই, সেখানে জ্ঞানের বিকাশ থেমে যায়; যে শিক্ষাব্যবস্থায় রাজনৈতিক আনুগত্য কিংবা দুর্নীতি-স্বজনপ্রীতি মেধার বিকল্প হয়ে ওঠে, সেখানে সৃজনশীলতা ও নৈতিক নেতৃত্ব দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই শিক্ষাকে রাজনৈতিক ক্ষমতার হাতিয়ার না বানিয়ে জাতির দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন, মানবিক উৎকর্ষ এবং নাগরিক কল্যাণের ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। তাই বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সংসদ ভবনে যতটা না নির্ধারিত হবে, তার চেয়েও বেশি নির্ধারিত হবে শ্রেণিকক্ষ, গবেষণাগার, পাঠাগার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্ত চিন্তার পরিসরে এবং সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে গণসচেতনতা বৃদ্ধিতে সামাজিক পরিমণ্ডলে। সংসদ রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন করতে পারে, সরকার উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে, প্রশাসন তা বাস্তবায়ন করতে পারে; কিন্তু সেই রাষ্ট্র ও সমাজকে কেমন মানুষ পরিচালনা করবে, তারা কতটা ন্যায়নিষ্ঠ, যুক্তিবাদী, মানবিক ও দায়িত্বশীল হবে তার ভিত্তি নির্মিত হয় শিক্ষার মধ্য দিয়েই। একটি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান তার বর্তমানকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে, কিন্তু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মাণ করে তার ভবিষ্যৎ।

একটি স্বৈরাচারী রাষ্ট্র গড়ে তুলতে হয়তো খুব বেশি সময় লাগে না; ভয়, ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ, মতপ্রকাশের নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর আনুগত্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই তা দ্রুত করা সম্ভব।

কিন্তু একটি মুক্ত, মানবিক, ন্যায়ভিত্তিক ও গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তুলতে প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি বুদ্ধিবৃত্তিক প্রস্তুতি, নৈতিক নাগরিকত্ব এবং সুপরিকল্পিত জনকল্যাণমুখী নীতিমালার ধারাবাহিক বাস্তবায়ন। আমাদের বুঝতে হবে যে, সেই কাজের কেন্দ্রবিন্দুটিই হলো শিক্ষা। কারণ মুক্ত সমাজ কেবল আইন দিয়ে তৈরি হয় না; তাকে ধারণ করার মতো মুক্তমনা মানুষও তৈরি করতে হয়। গণতন্ত্র কেবল একটি সাংবিধানিক ব্যবস্থা নয়; এটি পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সম্প্রীতি ও সহযোগিতার একটি বাস্তবমুখী জীবনচর্চা, আর সেই জীবনচর্চার ভিত্তি নির্মাণ করে শিক্ষাই। এই কারণে রাজনীতির শিক্ষা আমাদের শিক্ষার একটা অনুষঙ্গ হলেও রাজনৈতিকীকরণ থেকে শিক্ষা ও শিক্ষাঙ্গনকে মুক্ত রাখা জরুরি। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, শিক্ষার রাজনীতি মানে শিক্ষাব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানের রাজনৈতিকীকরণ নয়। অপরদিকে শিক্ষার বিরাজনৈতিকীকরণ রাজনীতিকে অস্বীকার করাও নয়; বরং শিক্ষাকে তার প্রকৃত জাতীয় দায়িত্ব পালনের উপযোগী করে তোলা। আমাদের প্রয়োজন এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা, যেখানে রাজনৈতিক সচেতনতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে কিন্তু দলীয় আনুগত্য থাকবে না; মতাদর্শ থাকবে কিন্তু তর্ক-বিতর্ক থাকবে কিন্তু যৌক্তিক চিন্তার বিকাশ, গবেষণা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার সংস্কৃতি হবে না; নেতৃত্ব থাকবে কিন্তু তা মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে; সমালোচনা থাকবে কিন্তু তা হবে যুক্তি ও প্রমাণনির্ভর; এবং সবচেয়ে বড় কথা, যেখানে কোনো ক্ষমতার চেয়ে সত্যের মূল্য বেশি হবে। জাতীয় শিক্ষাদর্শনের ভিত্তিতে শিক্ষার রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সামনে রেখে এমন শিক্ষাপরিকল্পনাই আমাদের গ্রহণ করতে হবে, যা ক্ষমতাসীন সরকার বা দলের স্বল্পমেয়াদি স্বার্থ নয়, বরং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে জাতির কল্যাণ নিশ্চিত করবে।

আলোকিত মানুষ তৈরির সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠানগুলো হলো দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো, আর শিক্ষাব্যবস্থা সেই আলোর বাতিঘরগুলোর সবচেয়ে বড় শক্তিসরবরাহকারী ব্যবস্থা। বাতিঘরের কাজ পথিককে কোনো নির্দিষ্ট পথে টেনে নেওয়া নয়; বরং অন্ধকারের মধ্যে পথ চিনে নেওয়ার মতো আলো দেওয়া। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর কাজও তাই কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক আনুগত্য তৈরি করা নয়; বরং মানুষকে এমন জ্ঞান, বিচারবোধ ও নৈতিক সাহস দেওয়া, যার মাধ্যমে সে নিজের পথ নিজেই চিনে নিতে পারে। 'শিক্ষাব্যবস্থা' নামক পাওয়ারহাউস বা শক্তিকেন্দ্র থেকে শক্তি সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে জাতি শুধু অন্ধকারে হারিয়ে যায় না, হারিয়ে ফেলে তার বিবেক, দিকনির্দেশনা ও ভবিষ্যৎ নির্মাণের সক্ষমতাও। অতএব, আমাদের সামনে আজকের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন কেবল কতজনকে শিক্ষার আওতায় আনতে পেরেছি, তা নয়; বরং আমরা কেমন মানুষ তৈরি করছি। আমরা কি এমন প্রজন্ম তৈরি করছি, যারা প্রশ্ন করতে পারে, সত্যের পক্ষে দাঁড়াতে দ্বিধা করবে না, ভিন্নমতকে সম্মান করবে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিবেকের কণ্ঠ হবে এবং নিজের জ্ঞান ও দক্ষতাকে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করবে? যদি উত্তরটি 'হ্যাঁ' করতে হয়, তবে শিক্ষাকে মুক্ত করতে হবে দলীয় রাজনীতির লেজুড়বৃত্তি এবং দুর্নীতি-স্বজনপ্রীতির করালগ্রাস থেকে। শিক্ষাঙ্গনে যোগ্য ও নৈতিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং মুক্তবুদ্ধির চর্চার সব পথ অবারিত রাখতে হবে। তখনই শিক্ষার আলো কেবল শ্রেণিকক্ষকে আলোকিত করবে না; তা ছড়িয়ে পড়বে পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে। আর সেই আলো জ্বলে উঠলে বাংলাদেশ তার ইতিহাসকে নতুন করে বুঝবে, বর্তমানকে বিবেক ও যুক্তির আলোকে মূল্যায়ন করবে এবং ভবিষ্যৎকে আরও মানবিক ও ন্যায়ভিত্তিক করে নির্মাণ করতে সক্ষম হবে। ইতিহাস হবে আমাদের শিক্ষা, বাস্তবতা হবে আমাদের পরিকল্পনা ও এগিয়ে চলার ভিত্তি, আর মুক্ত ও আলোকিত ভবিষ্যৎ হবে আমাদের স্বপ্ন। সেই ভবিষ্যতের দরজা খুলে দেওয়ার চাবিকাঠি আমাদেরই হাতের মুঠোয়। আর তার সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম হলো সুপরিকল্পিত ও মানসম্মত শিক্ষা; যে শিক্ষা মানবিক, নৈতিক ও ভবিষ্যতমুখী সুনাগরিক তৈরি করে।

ড. মাহরুফ চৌধুরী, ভিজিটিং ফ্যাকাল্টি, ইউনিভার্সিটি অব রোহ্যাম্পটন, যুক্তরাজ্য।
Email: mahruf@ymail.com

মধ্যবর্তী নির্বাচনের প্রাক্কালে ওয়াশিংটনে বহুমুখী সংঘাত

১০ পৃষ্ঠার পর

গেছে, ৫৭ পয়েন্ট ব্যবধানে মার্কিন নাগরিকেরা এই সংঘাত বাধানো দেওয়ার বিষয়ে প্রেসিডেন্টের ভূমিকার বিরোধিতা করেছেন এবং ৫২ পয়েন্ট ব্যবধানে মত প্রকাশ করেছেন যে এই সামরিক সংঘাত মোটেই যৌক্তিক ছিল না। ঐতিহাসিকভাবে সাবেক প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের মেয়াদেও যুদ্ধ নিয়ে জনঅসন্তোষ সর্বোচ্চ ঋণাত্মক ৩০ পয়েন্টে পৌঁছেছিল। এছাড়া আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পরিচালনায় ট্রাম্পের নেট অনুমোদন (ঋণাত্মক ৪২ পয়েন্ট) সাবেক প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যানের আমল থেকে পরবর্তী যে কোনো প্রেসিডেন্টের চেয়ে খারাপ। যদিও ইরানে স্থলসেনা মোতায়েন বা ব্যাপক মার্কিন প্রাণহানির মতো ঘটনা এখনও ইরাকের মতো ঘটেনি, তবুও সংঘাতের প্রত্যক্ষ অভিঘাতে অভ্যন্তরীণ বাজারে জ্বালানি তেলের রেকর্ড মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে চরম আর্থিক বিপর্যয়ে ফেলেছে।

৩. সরকারবিরোধী ভোটের সুস্পষ্ট রূপ : ভোটারদের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ৪৪ শতাংশ নিবন্ধিত ভোটার সাফ জানিয়েছেন যে তাঁদের ভোট দেওয়ার মূল উদ্দেশ্য হলো প্রেসিডেন্টের নীতিমালার বিরোধিতা করা। এর বিপরীতে মাত্র ১৯ শতাংশ ভোটার জানিয়েছেন যে তাঁরা ট্রাম্পের সমর্থনে ভোট দেবেন। ২০০৬ সালে এই বিরোধিতার ব্যবধান ছিল ২১ পয়েন্ট এবং ২০১৮ সালে ছিল ১৩ পয়েন্ট; কিন্তু বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৫ পয়েন্টে। এই পরিসংখ্যানে স্পষ্ট যে, বিরোধী শিবিরের ভোটাররা এবার অনেক বেশি সংগঠিত ও সংকল্পবদ্ধ। তবে এই সময় রাজনৈতিক দুর্বলতার মাঝেও বিরোধী দল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রাতিষ্ঠানিক ভাবমূর্তি আশানুরূপ শক্তিশালী হতে পারেনি। দেশব্যাপী কংগ্রেসীয় পছন্দের ক্ষেত্রে ডেমোক্র্যাটরা মাত্র ৮ পয়েন্টে এগিয়ে রয়েছে, যেখানে ২০১৮ সালে তারা ৯ থেকে ১২ পয়েন্ট এবং ২০০৬ সালে ১৩ থেকে ১৮ পয়েন্টের বিশাল ব্যবধানে এগিয়ে ছিল। দলটির সামগ্রিক গ্রহণযোগ্যতা মাত্র ৩৩ শতাংশে আটকে থাকা এর বড় কারণ। তথাপি, অনির্ধারিত স্বতন্ত্র ভোটারদের মনস্তত্ত্ব পর্যবেক্ষণ করে বিশ্লেষকরা মনে করছেন, মধ্যবর্তী নির্বাচনে যেকোনো সাধারণ ব্যবধানও ক্ষমতাসীনদের হাত থেকে আইনসভার নিয়ন্ত্রণ ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট হতে পারে।

ভোটকেন্দ্র ও ভোটযন্ত্র নজরদারিতে বড় প্রস্তুতি : জনসমর্থনের এই ব্যাপক ঘাটতির মুখে প্রশাসন ও রিপাবলিকান পার্টির পক্ষ থেকে নির্বাচনী ব্যবস্থাকে নিবিড় নজরদারির আওতায় নিয়ে আসার এক বিশদ কৌশল পরিলক্ষিত হচ্ছে। প্রমাণ ছাড়াই নির্বাচনে ব্যাপক জালিয়াতির অভিযোগ তুলে এবার ভোটকেন্দ্রগুলোতে সরকারি ও দলীয় পর্যবেক্ষক পাঠানোর নজিরবিহীন এক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল হারমিত ধিলনের ঘোষণা অনুযায়ী, আসন্ন নির্বাচনের দিন মার্কিন বিচার বিভাগ এক হাজারেরও বেশি সরকারি পর্যবেক্ষক মোতায়েন করবে, যা দেশটির ইতিহাসে বিচার বিভাগের বৃহত্তম নির্বাচনী পর্যবেক্ষণ অভিযান হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। এটি পূর্ববর্তী প্রশাসনের মেয়াদের তুলনায় কয়েক গুণ বেশি। তবে এই অভিযানের নিরপেক্ষতা নিয়ে আইন ও মানবাধিকার মহলে গভীর প্রশ্ন উঠেছে। তথ্য পর্যালোচনায় জানা গেছে, প্রাইমারি নির্বাচনের সময় বিচার বিভাগের হয়ে যেসব পর্যবেক্ষককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তাদের বেশ কয়েকজন অতীতে ২০২০ সালের নির্বাচনী ফলাফল উল্টে দেওয়ার আইনি তৎপরতায় সরাসরি জড়িত ছিলেন। এমনকি ফ্লোরিডায় ২০১৬ সালে একটি কাউন্টির সরকারি নির্বাচনী ওয়েবসাইটে সাইবার অনুপ্রবেশের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হওয়া এক রক্ষণশীল আইনজীবীকেও পর্যবেক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

ওয়াইওমিং অঙ্গরাজ্যের মতো রিপাবলিকানদের শক্ত ঘাঁটিতেও বিচার বিভাগের এই অতিরিক্ত তৎপরতা নিয়ে বড় ধরনের অসন্তোষ দেখা গেছে। স্থানীয় নির্বাচন কর্মকর্তাদের অভিযোগ, সরকারি আইনজীবীরা কোনো পূর্ব নোটিশ ছাড়াই ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে কর্মীদের জেরা করেন, ভোটিং মেশিনের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সংক্রান্ত গোপন তথ্য দাবি করেন এবং সরাসরি ভোটারদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার চেষ্টা করেন।

ওয়াইওমিংয়ের লারামি কাউন্টির খোদ রিপাবলিকান নির্বাচন পরিচালক জেব্রা লি সতর্ক করে বলেছেন, ভোটকেন্দ্রে এমন অযাচিত প্রশাসনিক উপস্থিতি সাধারণ ভোটারদের মধ্যে ভীতি সৃষ্টি করতে পারে এবং ভোট প্রদানে নিরুৎসাহিত করতে পারে।

আরএনসি-র 'স্পেশাল মনিটর' ও প্রযুক্তিগত নজরদারির নেপথ্য রাজনীতি বিচার বিভাগের এই পদক্ষেপের পাশাপাশি রিপাবলিকান ন্যাশনাল কমিটি (আরএনসি) ভোটযন্ত্র তদারকির জন্য 'স্পেশাল মনিটর' নামে নিজস্ব একটি দলীয় নেটওয়ার্ক গড়ে তুলছে। উইসকনসিনের মতো অত্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ সুইং স্টেটগুলোতে ফাঁস হওয়া দলীয় প্রশিক্ষণ নথিপত্র থেকে জানা গেছে, সাধারণ দলীয় পর্যবেক্ষকদের তুলনায় এই বিশেষ দলটিকে ভোটযন্ত্রের খুঁটিনাটি পর্যবেক্ষণের ওপর বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। দলীয় নির্দেশিকা অনুযায়ী এই বিশেষ পর্যবেক্ষকদের দায়িত্ব হলো: প্রতিটি ভোটিং মেশিনের স্বতন্ত্র সিরিয়াল নম্বর ও মডেলের তথ্য সংরক্ষণ করা। ভোটগ্রহণ শুরুর আগে প্রতিটি মেশিনের কাউন্টার শূন্য (অবশূন্য) রয়েছে কি না তা নিশ্চিত করা। মেশিনে কোনো অবৈধ হস্তক্ষেপ হয়েছে কি না তা বুঝতে নিরাপত্তা সিল ও টেপ গভীরভাবে পরীক্ষা করা। ভোটগ্রহণ শেষে ফলাফলের প্রিন্টআউটের ছবি তুলে রাখা এবং বুথে আসা ভোটারের সংখ্যার সাথে মেশিনে পড়া মোট ব্যালটের সংখ্যা হুবহু মেলে কি না তা যাচাই করা। স্থানীয় নির্বাচন কর্মকর্তারা মেশিনের হিসেব বা লগ সংক্রান্ত তথ্য দিতে সামান্যতম বিলম্ব করলে তাৎক্ষণিক দলীয় হটলাইনে যোগাযোগ করে আইনি নোটিশের খসড়া প্রস্তুত করা।

আরএনসি দাবি করছে, এটি নির্বাচনের পূর্ণাঙ্গ স্বচ্ছতা ও আইনগত বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করার একটি বৈধ ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া। তবে অলাভজনক ভোটাধিকার বিষয়ক সংস্থাগুলোর মূল্যায়ন ভিন্ন। তাদের মতে, কোনো সামান্য প্রযুক্তিগত বিভ্রান্তি বা সাধারণ যান্ত্রিক ত্রুটিকে কাজে লাগিয়ে নির্বাচনের সামগ্রিক বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা এবং পরাজয়ের ক্ষেত্র তৈরি হলে পরবর্তীতে ফলাফলের বিরুদ্ধে শত শত মামলা দায়ের করার আইনি প্রেক্ষাপট প্রস্তুত করতেই এই ধরনের নিবিড় দলীয় নজরদারির কাঠামো দাঁড় করানো হচ্ছে।

হোয়াইট হাউসে গণমাধ্যমের প্রবেশাধিকার বাতিল ও আদালতের হস্তক্ষেপ ভোটের মাঠ ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার এই চরম উত্তেজনার মধ্যেই নির্বাহী বিভাগ ও স্বাধীন গণমাধ্যমের আরনাম্য নিয়ে নতুন সাংবিধানিক সংঘাতের সূচনা হয়। রাজনৈতিক ম্যাগাজিন পলিটিকো (Politico)-সহ শীর্ষ তিনটি আন্তর্জাতিক ও জাতীয় সংবাদমাধ্যমের সাংবাদিকদের হোয়াইট হাউসে প্রবেশের স্থায়ী প্রেস পাস আকস্মিকভাবে প্রত্যাহার করে নেয় প্রশাসন। সরকারের এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সংবাদমাধ্যমগুলো যৌথভাবে আদালতের দ্বারস্থ হলে এক ঐতিহাসিক আইনি লড়াইয়ের সূচনা হয়। গভীর রাতে প্রদত্ত এক জরুরি আদেশে ওয়াশিংটনের একটি ফেডারেল আদালত প্রশাসনের এই নিষেধাজ্ঞা তাৎক্ষণিকভাবে স্থগিত করে সাংবাদিকদের প্রেস পাস অবিলম্বে ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। ডিস্ট্রিক্ট জজ টিমোথি কেলি তাঁর লিখিত নির্দেশনায় জানান, যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া (Due Process) অনুসরণ না করেই সাংবাদিকদের প্রেস পাস বাতিল করা হয়েছিল, যা মার্কিন সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

আদালতের শুনানিতে বিচারক স্মরণ করিয়ে দেন যে, সরকার যখন কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত অধিকার বা সুযোগ সীমিত করে, তখন তাদের সুস্পষ্ট কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া এবং বক্তব্য উপস্থাপনের সুযোগ দেওয়া আইনত বাধ্যতামূলক। কোনো পূর্ব নোটিশ বা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে সরাসরি প্রবেশাধিকার হরণ করার ফলে সংবাদমাধ্যমগুলোর পক্ষেই আইনি যুক্তি শক্তিশালী হয়েছে। বিচারক সতর্ক করেন, এই আদেশ তাৎক্ষণিকভাবে স্থগিত না করা হলে মুক্ত তথ্যপ্রবাহ ও অবাধ সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এক অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হবে।

জাতীয় নিরাপত্তার দাবি বনাম দৃষ্টি সরানোর কৌশল : আদালতে বিচার বিভাগ দাবি করেছিল যে, সংশ্লিষ্ট গণমাধ্যমগুলোর অতীতের কিছু সংবেদনশীল সংবাদ প্রকাশের কারণে জাতীয় নিরাপত্তা ঝুঁকির মুখে পড়ায় প্রশাসন এমন পদক্ষেপ নিয়েছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নথিপত্র পেশ করে এই দাবি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হলেও আদালত তা সম্পূর্ণ খারিজ করে দেন।

বিচারক টিমোথি কেলি উল্লেখ করেন:

১. বক্তব্যের গুরুতর অসংগতি: নিষেধাজ্ঞা কার্যকরের প্রাথমিক ঘোষণার সময় জাতীয় নিরাপত্তার কোনো যুক্তিই দেওয়া হয়নি। বরং নীতিনির্ধারণী শীর্ষ পর্যায় থেকে সংবাদমাধ্যমগুলোর বিরুদ্ধে 'নেতিবাচক সংবাদ পরিবেশন' ও তথাকথিত 'মিথ্যা প্রচারের' সাধারণ ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছিল।

২. বিলম্বিত ব্যবস্থার অসারতা: যেসব প্রতিবেদনকে জাতীয় নিরাপত্তার জন্য ক্ষতিকর দাবি করা হয়েছে, সেগুলো প্রকাশের পরও সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকদের প্রেস পাস স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় নবায়ন করা হয়েছিল। তাৎক্ষণিক কোনো হুমকি তৈরি না হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘদিন পর হঠাৎ এমন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার কোনো যৌক্তিক প্রমাণ প্রশাসন দেখাতে পারেনি।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী জাতীয় দৈনিক দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল-এর বিশ্লেষণে উঠে এসেছে যে, চলমান উচ্চ মূল্যস্ফীতি, আকাশচুম্বী তেলের দাম এবং মধ্যপ্রাচ্য সংঘাতের পুঞ্জীভূত ব্যর্থতা থেকে জনদৃষ্টি ভিন্ন খাতে নেওয়ার লক্ষ্যেই মূলত প্রচারমাধ্যমকে লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়েছিল। অতীতেও ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে সাংবাদিকদের প্রেস পাস নিয়ে মামলা হয়েছে এবং সেখানেও প্রশাসনকে পিছু হটতে হয়েছিল। এছাড়া অতীতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর মামলা কিংবা স্থানীয় পর্যায়ের পত্রিকাগুলোর বিরুদ্ধে প্রশাসনের আইনি লড়াইয়ের রেকর্ড পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আদালতের কাঠগড়ায় গণমাধ্যমের স্বাধীনতার বিপক্ষের যুক্তিগুলো কখনোই ধোপে টেকেনি। গণমাধ্যমের এই সাম্প্রতিক আইনি জয়কে বিশেষজ্ঞরা শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার প্রশ্নে এক অনন্য বিজয় হিসেবে চিহ্নিত করছেন।

শাসনতান্ত্রিক সংকট ও গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ : ওয়াশিংটনের এই সামগ্রিক রাজনৈতিক ও আইনি চিত্র পর্যালোচনায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচন কেবল ক্ষমতার হাতবদলের একটি সাধারণ লড়াই নয়, বরং মার্কিন শাসনতান্ত্রিক রীতির এক অগ্নিপরীক্ষা। একদিকে অর্থনীতির অচলাবস্থা এবং মধ্যপ্রাচ্য সংঘাতের মানবিক ও আর্থিক মূল্য সাধারণ নাগরিকদের মনোজগতে গভীর ক্ষোভ তৈরি করেছে, যা জনমত জরিপের ইতিহাসে ক্ষমতাসীনদের জন্য নজিরবিহীন বিপর্যয়ের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

অন্যদিকে সেই সম্ভাব্য বিপর্যয় এড়াতে কিংবা পরবর্তী ফলাফলকে চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করাতে ভোটকেন্দ্রে অতিরিক্ত সরকারি-দলীয় নজরদারি এবং গণমাধ্যমের প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণের যে কৌশল নেওয়া হচ্ছে, তা আইনের শাসন ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যকার ভারসাম্যকে বড় ধরনের ঝুঁকিতে ফেলেছে। আদালতের সাম্প্রতিক হস্তক্ষেপ প্রমাণ করেছে যে বিচার বিভাগ এখনও নির্বাহী ক্ষমতার ওপর একটি কার্যকর সাংবিধানিক বাধা; তবে নির্বাচনের দিন যত ঘনিয়ে আসছে, ওয়াশিংটনের ক্ষমতার অলিন্দে এই ত্রিমুখী সংঘাত মার্কিন গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ গতিপথকে আরও গভীর ও অনিশ্চিত এক সন্ধিক্ষণে দাঁড় করাচ্ছে।

Mybestfly
New York, United States
Dhaka, Bangladesh
Nov 21
Return Date
Search Flight
DISCOUNT
Plan your next flight
সামার সেল! সামার সেল!
Emirates
Scan Me
এই সামারে বিমান, এমিরেটস, কাতার, টার্কিশ এবং
সৌদি এয়ারলাইন্স এর ফ্লাইট বুকিংয়ে পাচ্ছেন বিশেষ ছাড়
ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট
www.mybestfly.com
Emirates
QATAR AIRWAYS القطرية
TURKISH AIRLINES
السعودية SAUDIA
Biman BANGLADESH AIRLINES
এছাড়াও আমাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিশ্বের সকল দেশের ইন্টারন্যাশনাল
এবং ডোমেস্টিক ফ্লাইট বুক করতে পারবেন
BOOK ONLINE
mybestfly.com
CALL TO BOOK
718-406-9745
Global Tours & Travel
USA Office
37-12 75th St,
2nd floor Suite # 206.
Jackson Heights, NY-11372, USA
Dhaka Office
78/E (3rd Floor),
Purana Paltan Line,
Bijoynagar, Dhaka-1000

Pretty Sure Taylor Swift Threw an Under-the-Radar VMAs After-Party

Continued from page 18

platform to music video so long ago," Taylor said. "I got to start making music videos and being a part of music videos twenty years ago. And, since then, I've gotten to be a part of making 60 music videos, roughly 60 music videos. 18 of those I wrote and directed, and I really love writing and directing music videos. I gotta tell you though, the main reason why I love writing and directing music videos so much is because you, the fans, make it so much fun.

You make it so rewarding because you actually care about what we're making. I want to say thank you to everyone who ever worked on a music video that I got to be a part of, I learned something from every single person that worked alongside me on these projects." (Pic: Jeff Kravitz//Getty Images, Cosmopolitan)

Tarique Rahman invited to visit Saudi Arabia, Qatar, and Kuwait

Continued from page 19

held at the UN bilateral booth (Gallery-2) at the UN headquarters, focused on further strengthening the historic and fraternal ties between Bangladesh and Saudi Arabia. Discussions covered bilateral cooperation, trade and investment, manpower, development cooperation, and regional and international issues of mutual interest. The Prime Minister emphasized deepening and diversifying the existing friendly relations between the two countries. Discussions also touched upon the potential for expanding Saudi investment and economic cooperation in Bangladesh. The Saudi Foreign Minister invited the Prime Minister of Bangladesh to visit Saudi Arabia.

Meeting between the Prime Minister and the Crown Prince of Kuwait

On September 25, Prime Minister Tareq Rahman, currently visiting New York, held a bilateral meeting with the Crown Prince of Kuwait, Sheikh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah. During the meeting, held at Kuwait's Permanent Mission in New York, the two leaders discussed ways to further strengthen the historic and friendly relations between Bangladesh and Kuwait. Prime Minister Tareq Rahman highlighted the long-standing friendly ties between the two nations. He recalled the historic contributions of Bangladesh's former President, the martyred President Ziaur Rahman, and former Prime Minister Begum Khaleda Zia in fostering the relationship and expanding mutual cooperation between the two countries. The Crown Prince invited Prime Minister Tareq Rahman to visit Kuwait.

Meeting between the Prime Minister and the UAE Deputy Prime Minister and Foreign Minister

On the final day of the UN visit, the UAE Deputy Prime Minister and Foreign Minister, Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, met with Prime Minister Tareq Rahman. The meeting took place at the UAE Mission on Friday afternoon (New York time). Discussions during the meeting focused on further strengthening the friendly relations and ties of mutual interest between Bangladesh and the United Arab Emirates. The UAE Deputy Prime Minister extended an invitation to the Prime Minister of Bangladesh to visit his country.

Cyber Security Act: Experts to review draft changes amid media concerns

Continued from page 19

once again be published on the website for the public."

Regarding a proposal to require prior court permission to arrest a journalist, he said it was positive, adding that a provision to this effect would be incorporated into the draft law if recommended by the review committees. Mahfuz Anam said, "The values we expect from the current democratic government are not reflected in this draft law. The government is enacting a law that will shoot it in the foot, which is why I am opposing it." He added that the government must consider the reality of how laws are implemented when enacting them.Following the meeting, he thanked the government for accepting his proposal to form the review committees.

Speaking to reporters after the meeting, Dainik Manabzamin Editor and President of Newspaper Owners' Association of Bangladesh, Matiur Rahman Chowdhury, said, "If this law is passed without amendment, the country will turn into a vast prison.

"After the Special Powers Act was enacted in 1974, those who framed it -- the Awami League -- eventually became its victims." He added, "After coming to power in 2001, the BNP created the Rapid Action Battalion. The home minister present at today's programme is himself an example of the repression the party later suffered at the hands of RAB." Matiur said there was no justification for including provisions for mobile courts in the law. "An elected government cannot do this. Bureaucrats drafted it, and it should be scrapped. "If these provisions are not amended, what happened in the past will happen again in the future." The meeting was attended by Posts, Telecommunications and Information Technology Minister Fakir Mahbub Anam; Information State Minister Yasser Khan Choudhury; editors and CEOs of various national media outlets; journalist leaders; and senior officials from different ministries, divisions and agencies.(Source-Daily Star)

Queens' coastal communities flooded again as officials call for action

Continued from page 18

residents.

"Some got it in their basement, some got it in the living area, but it wasn't as widespread as it could have been," he said. Other parts of Southeast Queens also saw several inches of water, including Hollis and Far Rockaway. "This weekend's nor'easter was another stark reminder of just how vulnerable many of our communities remain to flooding and severe weather," said Councilmember Selvena Brooks-Powers. "Unfortunately, I have heard from a few residents in my district who lost nearly everything."

Brooks-Powers, who represents Far Rockaway and other Southeast Queens neighborhoods like Hollis that also saw flooded streets, wants to see the city take more long-term steps to address flooding in the borough. "While I appreciate the administration's proactive efforts ahead of the storm, including outreach to vulnerable residents and steps to prepare our infrastructure, preparedness alone cannot be our long-term strategy," she said. "As extreme weather events increasingly test our city, we have to be just as focused on resilience: how and where we build, whether our sewer and drainage systems can support additional development, and how quickly we deliver the infrastructure projects our communities have been promised." Queens Borough President Donovan Richards toured some of the flooding, including outside Gendron's home in Hamilton Beach.

"It's been a rough weekend in Queens," the BP said on social media. "From Howard Beach to Rockaway and beyond, our roads became rivers and our basements became pools. Nor'easters are facts of life. But our families being constantly flooded out like this — by rain or surge — in every storm is a policy choice." "All levels of government can and must do more," he added.

Flooding has become a regular occurrence in the World's Borough. This weekend's storm was the fourth major flooding event in which Queens has borne the brunt so far this year.

The impacts of the storm were felt more acutely by low-lying coastal communities, with water from the high tide exacerbated by the nor'easter's winds. But in other parts of Queens, flooding issues stem from heavy rain that the borough's outdated infrastructure fails to keep up with.

"When I wake up in the morning, I don't know where to look," Richards said after another storm earlier this summer. "Before, it was just automatically Rosedale, it was automatically Far Rockaway. You're not really seeing those issues there anymore. Now I have Queens Center Mall to contend with."

Coastal flooding has been a lifelong fight for Gendron and his neighbors.

The Queens local said that he has a "laundry list" of things government could do to help protect low-lying areas like Hamilton Beach, but said buyouts for residents are becoming a common pitch.

"Protection is on the back burner until they get more funds to do that," Gendron said. "The only thing they can look at is buyouts."

"The last thing I want to see is them take out a row of houses up the block from me, then sell it to a developer to come in and build on it, because that's a slap in the face to the person who lived there, it's a slap in the face to us who stayed," he added. "At the end of the day, my neighborhood is still going to be inaccessible because of the locations that do flood. The only way to stop that is to stop the water, and if you stop the water, you don't need a buyout program."

(By Ryan Schwach, Queens Eagle)

'Branding Bangladesh' Conference by Center for NRB Held on the Sidelines of the UN Session

Continued from page 19

conveyed to the world. Speakers at the event included Yoshi Ikota (Global Chairman, NAR America), environmentalist Ina Islam, economist Dr. Shawkat Ali, newspaper editor Dr. Wazed Khan, prominent businessman Paul Khan, Imam Sheikh Junaid, Advocate Nasir Chowdhury, Dr. Junnun Chowdhury, Munar Arman Chowdhury, vocalist Shubro Dev, Shahida Sikdar Hai and Raushan Haque (League of America), realtor Nadir Khan, community leader Abdur Rahim, Shamim Ahmad (Chairman, Optimist), Syeda Fawzia Munni, Zulkar Haider (Executive Member, JMC), Syed Atiq, Abdus Shahid, and Masud Masum (Official, New York Board of Elections), among others.Diplomats from various countries, international business leaders, economists, environmentalists, academicians, journalists, and prominent figures from the expatriate civil society were present during the discussion session.

Allegations of irregularities False; over $1 million held in the fund

Continued from page 18

revealed that the organization's net financial balance stood at only $116,000 when the current executive council took office. However, over the past 20 months—while conducting various social and welfare activities—the committee has successfully increased the fund, bringing the amount currently held in the bank to approximately $1 million.

Dismissing the allegation of squandering $725,000 as baseless, General Secretary Mohammad Ali stated that total expenditure on regular operations and various programs over the last 20 months amounted to $521,865—a figure supported by proper documentary evidence and bank statements. Simultaneously, the fund retains a balance of nearly $1 million.

Regarding the purchase of the 'Bangladesh Center,' Board of Trustees Chairman Shah Newaz explained that a preliminary agreement had been signed to purchase the center in Jamaica, involving a conditional deposit of $200,000. However, due to certain legal complications regarding the building and the seller's failure to meet stipulated conditions, the agreement was cancelled and the full deposit of $200,000 was recovered to ensure the organization's financial security.

US forces exit Iraq after two decades leaving opening for Iran

Continued from page 19

administration even as it wages war against Iran — could give Tehran and its powerful allies free rein, while also allowing other US enemies to stage a comeback, including Islamic State.

"Iran stands to benefit strategically from the coalition's departure because it removes a military presence that for years acted as a counterweight to Tehran's influence in Iraq," said Jasim al-Bahadli, an Iraqi security analyst specialising in studying armed Shi'ite groups aligned with Iran. He predicted that the pro-Iranian militia groups would not only portray the departure as a victory for their movement, but also "seek to translate that momentum into greater influence over security and political decision-making".

Abu Mojtaba al-Yasiri, a commander in the Islamic Resistance in Iraq, an umbrella group of Iran-backed armed factions, described the US withdrawal as "a historic victory for the Iraqi Islamic resistance groups and honorable Iraqis, and a crushing defeat for the American project".

"On September 30, we will celebrate the turning of a black page in Iraq's history and the failure of the occupation to impose its will on our country," he told Reuters. "Iraq has proven that its sovereignty cannot be secured by foreign forces, but by the resistance and the will of its people."

NOT READY

While the eventual departure of US forces is broadly popular among Iraqis, those who worry about the strength of the Iran-backed groups fear the withdrawal is premature. "We believe Iraq is still not fully ready to take over the security file at this time," Abdulrahman al-Zobaie, a Sunni tribal leader in Fallujah, once a bastion of anti-American resistance, told Reuters.

"All Iraqis aspire to full sovereignty, and no Iraqi would dispute that. But I believe that the (US-led coalition) leaving in this way and creating a vacuum is what all Iraqis fear."

American forces invaded Iraq in 2003 to topple Sunni Muslim dictator Saddam Hussein, and went on to occupy the country, install a Shi'ite-led government and fight a years-long counterinsurgency before withdrawing at the end of 2011.

They returned less than three years later to help Iraqi forces defeat the Sunni militant group Islamic State in a major war from 2014 to 2017.

Around twice as many Americans died in "Operation Iraqi Freedom" as in the parallel war in Afghanistan, which ended with an abrupt US withdrawal in 2021. In recent years, Iraq has been the only country to maintain close political and military alliances with both the United States and Iran, which sometimes used Iraqi territory as a proxy battlefield. The United States killed a top Iranian commander, Qasem Soleimani, with a strike on Baghdad Airport in 2020. Iran's allies repeatedly fired on US bases, sometimes drawing reprisals.In this year's war against Iran, 7 of the 18 US service members listed as killed were in Iraq, the last an army sergeant who died during the controlled detonation of a drone at a base near Erbil in July.

VICTORY FOR IRAN'S AXIS

Iran, which says its ultimate aim is to force American forces to leave the entire Middle East, casts the US withdrawal from Iraq as a victory for its "axis of resistance" of allied armed groups across the region. "Lasting security will prevail in Iraq" once the Americans leave the country and the region, the deputy chairman of the National Security Commission of Iran's Parliament, Amir Hayat Moqaddam, said on Monday. Iran "welcomes the withdrawal of American troops from Iraq and will undoubtedly support it," he told Iran's parliamentary news service. "Resistance groups are currently taking action, sometimes targeting and confronting American troops."

Washington has accused Iran-backed militia groups in Iraq of playing a role in the wider Middle East conflict by launching attacks on neighbouring countries at the direction of Tehran, most recently hitting a major Saudi oil pipeline this month. The Baghdad government says it is trying to curb their influence.

NEW LIFE FOR ISLAMIC STATE?

Some Iraqi security officials, both in the federal government and the semi-autonomous northern Kurdish region, say the US pullout also risks giving new life to Islamic State fighters, who, despite the defeat of their self-proclaimed caliphate nearly a decade ago, retain a sleeper cell network. At their height, the fighters occupied a third of Iraq and killed thousands of people, including hundreds they videotaped themselves gunning down inside a former US military base.A lack of US intelligence, logistical support and drones will give Islamic State a chance to regroup, said Kurdish commander Sirwan Barzani.

"For more than two weeks, we have noticed movement by (Islamic State) sleeper cells, after it was announced in the general media that there will be an official withdrawal of the international coalition from Iraq by the end of September," he said. "This has boosted, in my opinion, the morale" of the fighters.

Iraqi security forces said a suspected Islamic State cell was preparing suicide attacks to coincide with the pullout. The plot highlighted concerns that the militant group remains capable of exploiting security gaps despite years of military setbacks, said four Iraqi security and army officials. Islamic State "is seeking to send a message that the group is still powerful and capable of launching bloody attacks," said Colonel Khalid al-Bayati, a senior security official in the strategic oil town of Kirkuk. Additional reporting by Maher Nazeh, Kawa Omar, Muayad Hameed and Elwely Elwelly Writing by Ahmed Rasheed and Michael Georgy Editing by Peter Graff

(By Ahmed Rasheed, Reuters)

জ্যাকসন হাইটসে ডাইভারসিটি প্লাজার পাশেই
BISSHO TRAVELS
বিশ্ব ট্রাভেলস
বিশ্ব ট্রাভেলস
BISSHO TRAVELS
QATAR
VISA
অল্প খরচে
উমরাহ প্যাকেজ
অভিজ্ঞ মোয়াল্লেম দ্বারা পরিচালিত
Masjidul A Robin
Founder and CEO
★ আমাদের সার্ভিস সমূহ
এয়ার টিকেট
উমরাহ প্যাকেজ
ভিসা সার্ভিস
মানি ট্রান্সফার
ট্রাভেল গাইডেন্স
বাংলাদেশ/ইউএসএ পাসপোর্ট রিনিউ
আমাদের ভিসা সার্ভিস
সৌদি উমরাহ/টুরিস্ট ভিসা
ইন্ডিয়া ভিসা
ইউকে ভিসা
কানাডা ভিসা
ইউরোপ/শেনজেন ভিসা
দুবাই ভিসা
Call করুন:
+1 (929) 994-4422
74-03 37th Rd,
Jackson Heights, NY 11372
bisshotravels@gmail.com
আপনার যাত্রা, আমাদের দায়িত্ব

বাংলা ভাষা কি উত্তর আমেরিকার নতুন প্রজন্মের কাছে টিকে থাকবে?

১০ পৃষ্ঠার পর

পারে, গল্প শুনতে পারে, চলচ্চিত্র দেখতে পারে, ডিজিটাল বই পড়তে পারে। অনলাইন শিক্ষা, বাংলা কিবোর্ড, পডকাস্ট, ভিডিও এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক ভাষা-প্রযুক্তিও নতুন সম্ভাবনা তৈরি করছে।

অবশ্য প্রযুক্তি চ্যালেঞ্জও তৈরি করছে। শিশুর ডিজিটাল পৃথিবী যদি প্রায় সম্পূর্ণ ইংরেজিনির্ভর হয়, বাংলার সঙ্গে তার সম্পর্ক আরও দুর্বল হতে পারে। তাই প্রযুক্তিকে শুধু বাংলার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখলে চলবে না; বাংলার নতুন পরিসর হিসেবেও তাকে ব্যবহার করতে হবে।

এখানে প্রবাসী বাংলা গণমাধ্যমের দায়িত্বও কম নয়।

বিদেশের বাংলা পত্রিকা যদি শুধু প্রথম প্রজন্মের স্মৃতি, দেশভ্রমণ, সামাজিক অনুষ্ঠান ও নস্টালজিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তাহলে নতুন প্রজন্মের সঙ্গে তার দূরত্ব বাড়তে পারে। তাদের প্রশ্ন, অভিজ্ঞতা ও স্বপ্নও বাংলা পত্রিকার পাতায় জায়গা পাওয়া দরকার।

তরুণদের জন্য বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান থাকবে, প্রযুক্তি থাকবে, পরিবেশ থাকবে, উত্তর আমেরিকার নাগরিক জীবন থাকবে, অভিবাসনের অভিজ্ঞতা থাকবে, সাহিত্য ও চলচ্চিত্র থাকবে, কর্মজীবন ও পরিচয়ের প্রশ্ন থাকবে। অর্থাৎ বাংলা শুধু বাংলাদেশের খবর বা পূর্বপুরুষের স্মৃতির ভাষা হবে না; যে সমাজে নতুন প্রজন্ম বাস করছে, সেই সমাজকে বোঝারও ভাষা হবে।

এ কারণেই প্রবাসী বাংলা সংবাদপত্রের সামনে একটি বড় প্রশ্ন আছে-তারা কি শুধু বাংলা ভাষার পাঠক ধরে রাখবে, নাকি নতুন বাংলা পাঠক তৈরি করবে?

ভাষা টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রেও জোর করে চাপিয়ে দেওয়া কার্যকর নাও হতে পারে। 'বাংলা জানো না, তাই তুমি বাঙালি নও'-এই ধরনের বক্তব্য নতুন প্রজন্মের মধ্যে ভাষার প্রতি ভালোবাসার বদলে দূরত্ব তৈরি করতে পারে। ভাষা পরিচয়ের গুরুত্বপূর্ণ বাহন হতে পারে, কিন্তু পরিচয়কে শুধু ভাষার পরীক্ষায় মাপা যায় না।

বরং নতুন প্রজন্মকে অনুভব করাতে হবে-এই ভাষায় তারও কিছু বলার আছে।

তাই উত্তর আমেরিকায় বাংলার ভবিষ্যৎ নিয়ে এখনই 'বাংলা হারিয়ে যাবে' কিংবা 'বাংলা নিশ্চয়ই টিকে থাকবে'-কোনোটিই নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। ভবিষ্যৎ তৈরি হবে প্রতিদিনের অসংখ্য ছোট সিদ্ধান্তে। ঘরে কোন ভাষায় গল্প বলা হচ্ছে, সন্তানকে কোন বই দেওয়া হচ্ছে, কোন গান শোনানো হচ্ছে, সে কোন ভাষায় প্রশ্ন করতে পারছে এবং কোন ভাষায় নিজের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারছে-এসবের মধ্যেই সেই ভবিষ্যৎ তৈরি হবে।

শেষ পর্যন্ত প্রশ্নটি শুধু-বাংলা ভাষা কি উত্তর আমেরিকার নতুন প্রজন্মের কাছে টিকে থাকবে?

আরও গভীর প্রশ্ন হলো-আমরা কি এমন একটি বাংলা তাদের হাতে তুলে দিতে পারছি, যে বাংলায় তারা শুধু অন্যের পূর্বপুরুষের গল্প শুনবে না, নিজেদের গল্পও বলবে?

ভাষার উত্তরাধিকার তখনই সত্যিকারের উত্তরাধিকার হয়ে ওঠে, যখন পরের প্রজন্ম সেটিকে শুধু সংরক্ষণ করে না-নিজের জীবন দিয়ে নতুন করে বাঁচায়।

লেখক : জহিরুল ইসলাম ; সাংবাদিক ও কলামিস্ট, কক্সবাজার, বাংলাদেশ।
zahirulislam2933@gmail.com

জাতীয় ল্যাবরেটরি ইনস্টিটিউট ও দেশব্যাপী পরীক্ষাগার নেটওয়ার্ক জরুরি

১২ পৃষ্ঠার পর

উপজেলা ও প্রাথমিক সেবা কেন্দ্র: মৌলিক পরীক্ষা, প্রাথমিক স্ক্রিনিং, জরুরি নমুনা সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং নির্ধারিত নিয়মে রেফারেন্স নমুনা পাঠানোর ব্যবস্থা থাকবে। জেলা পরীক্ষাগার: নিয়মিত ও জরুরি পরীক্ষা, জীবাণু কালচার, প্রাথমিক অ্যান্টিবায়োগ্রাম, রক্ত নিরাপত্তা-সংক্রান্ত পরীক্ষা এবং রোগ নজরদারির তথ্য সংগ্রহ হবে। বিভাগীয় রেফারেন্স পরীক্ষাগার: জটিল জীবাণুবিজ্ঞান, ভাইরাসবিজ্ঞান, টিস্যু পরীক্ষা, বিশেষ বায়োকেমিক্যাল পরীক্ষা এবং আণবিক রোগনির্ণয়ের সক্ষমতা থাকবে। জাতীয় রেফারেন্স পরীক্ষাগার ও ইনস্টিটিউট: নতুন জীবাণু, জিনগত পরিবর্তন, বিরল রোগ, উন্নত মলিকুলার পরীক্ষা, রেফারেন্স পরীক্ষা, জাতীয় মাননিয়ন্ত্রণ, প্রশিক্ষণ এবং গবেষণার সর্বোচ্চ সক্ষমতা থাকবে। এই নেটওয়ার্কের প্রাণ হবে নিরাপদ নমুনা পরিবহন ও ডিজিটাল সংযোগ। নমুনা কোথা থেকে সংগ্রহ হলো, কখন পাঠানো হলো, কোথায় পৌঁছাল এবং ফল কখন দেওয়া হলো-সবকিছু অনুসরণযোগ্য হতে হবে। রোগীর ফল ডিজিটালভাবে স্থানীয় চিকিৎসকের কাছে ফিরে গেলে রোগীকে কেবল রিপোর্ট সংগ্রহের জন্য দূরে যাতায়াত করতে হবে না।

মহামারির আগাম সতর্কতা ও দ্রুত প্রতিক্রিয়া : ডেঙ্গু, কলেরা, যক্ষ্মা, ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিপাহ, ভাইরাল হেপাটাইটিস অথবা অজানা জ্বর-যেকোনো সংক্রামক রোগে সময়মতো পরীক্ষা জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার প্রথম শর্ত। একটি জেলার কয়েকটি হাসপাতালে একই ধরনের রোগী অস্বাভাবিকভাবে বাড়লে তা দ্রুত শনাক্ত না হলে স্থানীয় সমস্যা বৃহত্তর প্রাদুর্ভাবে রূপ নিতে পারে।

সমন্বিত পরীক্ষাগার নেটওয়ার্ক থাকলে প্রতিটি স্তরের তথ্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কেন্দ্রীয় ড্যাশবোর্ডে আসবে। অস্বাভাবিক প্রবণতা দেখা দিলে বিশেষজ্ঞ দল সতর্ক হবে, প্রয়োজনীয় নমুনা দ্রুত রেফারেন্স ল্যাবে পাঠানো হবে এবং স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ মাঠপর্যায়ে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে পারবে। এ ব্যবস্থা শুধু রোগ শনাক্ত করবে না; রোগ ছড়ানোর আগেই সতর্কতার সুযোগ তৈরি করবে।

অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধ: পরীক্ষাগার ছাড়া লড়াই অসম্পূর্ণ অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধ আজ চিকিৎসাবিজ্ঞানের অন্যতম বড় হুমকি। কোন জীবাণু কোন অ্যান্টিবায়োটিকে সংবেদনশীল, তা না জেনে চিকিৎসা করলে বিস্তৃত-কার্যকর ওষুধের অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার বাড়ে। এর ফল জীবাণুর প্রতিরোধক্ষমতা বৃদ্ধি, চিকিৎসা ব্যর্থতা, দীর্ঘ হাসপাতালে থাকা এবং ব্যয় বৃদ্ধি। বাংলাদেশে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স নজরদারি কার্যক্রম রয়েছে। তবে প্রতিটি জেলা ও হাসপাতালের নির্ভরযোগ্য কালচার-অ্যান্টিবায়োগ্রাম তথ্য একই কাঠামোয় যুক্ত হলে অঞ্চলভিত্তিক জীবাণুর ধরন ও প্রতিরোধ চিত্র পাওয়া যাবে। তখন চিকিৎসকেরা স্থানীয় বাস্তবতার ভিত্তিতে প্রাথমিক অ্যান্টিবায়োটিক বেছে নিতে পারবেন এবং পরে কালচার ফল অনুযায়ী ওষুধ সমন্বয় করতে পারবেন। এ জন্য জাতীয় নেটওয়ার্কে প্রতিটি হাসপাতালের অ্যান্টিবায়োগ্রাম প্রতিবেদন, সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ কমিটি এবং অ্যান্টিবায়োটিক স্টুয়ার্ডশিপ কর্মসূচির মধ্যে কার্যকর সংযোগ জরুরি। রোগীকে রক্ষা করতে হলে শুধু অ্যান্টিবায়োটিকের বিক্রি নিয়ন্ত্রণ যথেষ্ট নয়; সঠিক পরীক্ষার মাধ্যমে সঠিক ওষুধ ব্যবহারের সক্ষমতাও নিশ্চিত করতে হবে।

খাদ্য, পানি, ওষুধ ও পরিবেশের ঝুঁকি একই সূত্রে বাঁধা : রোগের উৎস অনেক সময় হাসপাতালের বাইরে-খাদ্য, পানি, বায়ু, মাটি, শিল্পবর্জ্য বা প্রাণিজ উৎসে। তাই জাতীয় পরীক্ষাগার নেটওয়ার্কের পরিধি শুধু রোগীর নমুনায় সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। খাদ্যে ভেজাল ও জীবাণু দূষণ, পানিতে আর্সেনিক-সীসাসহ ক্ষতিকর উপাদান, কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ, নিম্নমানের ওষুধ এবং পরিবেশগত দূষণের ঝুঁকির পরীক্ষাও সমন্বিত নজরদারির অংশ হওয়া দরকার।

স্বাস্থ্য, খাদ্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, পরিবেশ এবং ওষুধ প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট পরীক্ষাগারগুলোর মধ্যে 'এক স্বাস্থ্য' দৃষ্টিভঙ্গিতে তথ্য বিনিময় হলে মানবস্বাস্থ্য, প্রাণিস্বাস্থ্য ও পরিবেশের সম্পর্কিত ঝুঁকি আগেভাগে বোঝা যাবে। এতে কেবল অসুস্থ মানুষের চিকিৎসা নয়, অসুস্থ হওয়ার কারণ প্রতিরোধেও রাষ্ট্র কার্যকর ভূমিকা নিতে পারবে।

ক্যানসার, রক্তরোগ ও বিরল রোগে সমতা আনবে : ক্যানসারের চিকিৎসা শুরু করার আগে টিস্যু পরীক্ষার নির্ভুলতা অপরিহার্য। ভুল রোগ নির্ণয় হলে রোগী ভুল চিকিৎসার দিকে যেতে পারেন। একইভাবে নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন, নবজাতকের জন্মগত রোগ শনাক্ত এবং বিরল জিনগত রোগ নির্ণয়ে উন্নত পরীক্ষার প্রয়োজন। জাতীয় রেফারেন্স সক্ষমতা তৈরি হলে জটিল পরীক্ষা দেশের ভেতরেই ধাপে ধাপে বাড়ানো সম্ভব হবে, বিদেশে নমুনা পাঠানোর ব্যয় ও বিলম্ব কমবে এবং নিম্নআয়ের রোগীও রেফারেল ব্যবস্থায় উন্নত পরীক্ষার সুযোগ পাবেন।

মাননিয়ন্ত্রণ ছাড়া যন্ত্র কেনা অর্থহীন : পরীক্ষাগারের মান নিশ্চিত করার জন্য দুটি ব্যবস্থা অপরিহার্য। প্রথমটি অভ্যন্তরীণ মাননিয়ন্ত্রণ-নির্ধারিত সময় অন্তর পরীক্ষাগার নিজেই তার যন্ত্র, রিঅ্যাজেন্ট ও পদ্ধতির সঠিকতা পরীক্ষা করবে। দ্বিতীয়টি বাহ্যিক মান মূল্যায়ন-জাতীয় কর্তৃপক্ষ একই মানের নমুনা বিভিন্ন পরীক্ষাগারে পাঠিয়ে ফল তুলনা করবে, ত্রুটি শনাক্ত করবে এবং সংশোধনমূলক পদক্ষেপ নিশ্চিত করবে।

এর সঙ্গে থাকতে হবে যন্ত্রের নিয়মিত ক্যালিব্রেশন, রিঅ্যাজেন্টের উৎস ও সংরক্ষণ যাচাই, ফল প্রদানের নির্ধারিত সময়সীমা, অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা জানানো এবং রোগীর অভিযোগ নিষ্পত্তির কার্যকর ব্যবস্থা। মাননিয়ন্ত্রণকে শাস্তিমূলক অভিযান হিসেবে নয়, নিরাপদ সেবা উন্নয়নের ধারাবাহিক প্রক্রিয়া হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

দক্ষ জনবলকে কেন্দ্রেই গড়তে হবে পরিকল্পনা : যন্ত্র কেনা তুলনামূলক সহজ; দক্ষ জনবল তৈরি ও ধরে রাখা কঠিন। ল্যাবরেটরি টেকনোলজিস্ট, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মাইক্রোবায়োলজিস্ট, বায়োকেমিস্ট, প্যাথলজিস্ট, ভাইরোলজিস্ট, রক্ত ব্যাংক বিশেষজ্ঞ, তথ্যবিশ্লেষক ও বায়োইনফরমেটিশিয়ান-সবাইকে নিয়ে বহুমাত্রিক দল গঠন করতে হবে। তাঁদের জন্য স্বচ্ছ নিয়োগ, পর্যাপ্ত পদ, দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ, ক্যারিয়ার অগ্রগতি এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত না করলে নেটওয়ার্ক টেকসই হবে না।

বাস্তবায়ন একবারে নয়, ধাপে ধাপে : এত বড় উদ্যোগ এক বছরে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়; তবে সুস্পষ্ট অগ্রাধিকার ও সময়সীমা থাকলে তা বাস্তবায়নযোগ্য।

প্রথম ধাপ: সরকারি ও বেসরকারি চিকিৎসা পরীক্ষাগারের জাতীয় মানচিত্র তৈরি, নিবন্ধন, সক্ষমতা মূল্যায়ন এবং ন্যূনতম সেবার তালিকা নির্ধারণ।

দ্বিতীয় ধাপ: জাতীয় ল্যাবরেটরি ইনস্টিটিউটের আইন, পরিচালনা কাঠামো, অর্থায়ন ও স্বাধীন বৈজ্ঞানিক পরামর্শক বোর্ড গঠন; নির্বাচিত বিভাগ ও জেলায় রেফারেন্স নেটওয়ার্কের পরীক্ষামূলক কার্যক্রম।

তৃতীয় ধাপ: বাহ্যিক মান মূল্যায়ন, ডিজিটাল রিপোর্টিং, নিরাপদ নমুনা পরিবহন, অ্যান্টিবায়োগ্রাম তথ্যভান্ডার এবং জরুরি রোগ নজরদারি ড্যাশবোর্ড চালু।

চতুর্থ ধাপ: ধাপে ধাপে আন্তর্জাতিক মানভিত্তিক স্বীকৃতি, উন্নত আণবিক পরীক্ষা সম্প্রসারণ, গবেষণা তহবিল এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা।

এ কর্মসূচির অর্থায়নকে ব্যয় নয়, রোগীর ভুল চিকিৎসা, অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষা, হাসপাতাল ভর্তি ও প্রাদুর্ভাবজনিত ক্ষতি কমানোর দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ হিসেবে দেখতে হবে।

জবাবদিহি ও জনস্বার্থই হবে মূল কথা : জাতীয় ল্যাবরেটরি ইনস্টিটিউট যেন আরেকটি কাগুজে প্রতিষ্ঠান না হয়, তার জন্য স্বচ্ছতা অত্যন্ত জরুরি। কোন পরীক্ষাগার কোন পরীক্ষার জন্য অনুমোদিত, তাদের মানের অবস্থা কী, কোন পরীক্ষার ফল দিতে কত সময় লাগে, অভিযোগ কোথায় করা যাবে-এসব তথ্য জনস্বার্থে উন্মুক্ত থাকা উচিত। একই সঙ্গে রোগীর ব্যক্তিগত ও জেনেটিক তথ্যের গোপনীয়তা কঠোরভাবে সুরক্ষিত রাখতে হবে।

উপসংহার : হাসপাতাল ও চিকিৎসক বাড়ানো জরুরি, কিন্তু নির্ভুল পরীক্ষার ভিত্তি দুর্বল রেখে আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা গড়ে তোলা সম্ভব নয়। জাতীয় ল্যাবরেটরি ইনস্টিটিউট ও দেশব্যাপী পরীক্ষাগার নেটওয়ার্ক গড়ে উঠলে রোগী পাবেন সময়মতো সঠিক রোগ নির্ণয়; চিকিৎসক পাবেন নিরাপদ সিদ্ধান্তের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি; সরকার পাবে প্রাদুর্ভাব, অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধ ও পরিবেশগত স্বাস্থ্যঝুঁকি মোকাবিলার নির্ভরযোগ্য তথ্য। সুস্থ বাংলাদেশের ভিত্তি শুধু হাসপাতাল নয়-মানসম্মত, নির্ভুল, জবাবদিহিমূলক এবং সবার নাগালে থাকা পরীক্ষাগার ব্যবস্থা। চিকিৎসার এই অদৃশ্য ভিত্তি নির্মাণে আর বিলম্ব করার সুযোগ নেই।

লেখক: এমবিবিএস (ঢিএমসি), এমডি (কার্ডিওলজি), বিভাগীয় প্রধান, কার্ডিওলজি বিভাগ, পপুলার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল।

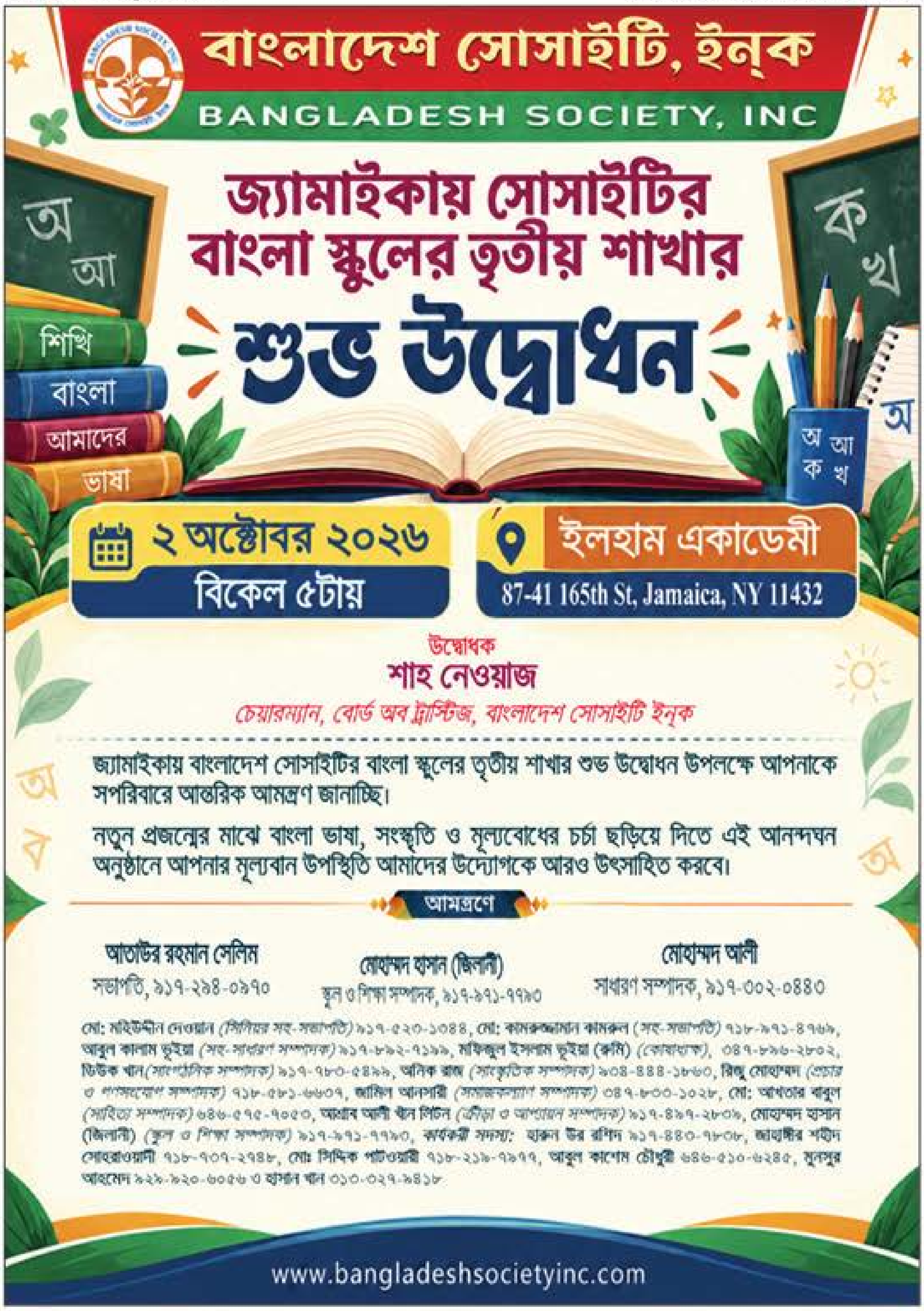

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW

ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE

ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স

বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস

সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ

ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার

MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK

347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

৮৩ লাখ শরণার্থী জরুরি সহায়তা হারানোর ঝুঁকিতে

৩ পৃষ্ঠার পর

ডমিনিক হাইড বলেন, 'সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ের নিচে নামলে তা পুরোপুরি ভেঙে পড়ে। তখন শুধু যে কম মানুষ সেবা পায় তা নয়, বরং সেবামূলক কার্যক্রমগুলো পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এতে সবচেয়ে ঝুঁকিতে থাকা মানুষগুলো তাদের প্রয়োজনীয় সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে।' ইউএনএইচসিআরের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের শেষ নাগাদ বিশ্বজুড়ে বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা ছিল ১১ কোটি ৭৮ লাখ। এর মধ্যে ৩ কোটি ৫৬ লাখ শরণার্থী সরাসরি ইউএনএইচসিআরের তত্ত্বাবধানে রয়েছে। এই শরণার্থীদের দুই-তৃতীয়াংশই মূলত ভেনেজুয়েলা, ইউক্রেন, সিরিয়া, আফগানিস্তান ও সুদানের নাগরিক। এদিকে অর্থায়ন সংকুচিত হওয়ায় বাধ্য হয়ে ২০২৫ সালে ইউএনএইচসিআর প্রায় পাঁচ হাজার কর্মী ছাঁটাই করেছে, যা তাদের মোট জনবলের এক-চতুর্থাংশের বেশি।

বিশ্বের প্রধান দাতা দেশ হিসেবে পরিচিত যুক্তরাষ্ট্র তাদের বৈদেশিক সহায়তা ব্যাপক হারে কমিয়ে দিয়েছে। একই সঙ্গে অন্যান্য বড় দাতা দেশগুলোও তাদের সাহায্য কমাতে শুরু করেছে। জেনেভাভিত্তিক সংস্থাটি জানিয়েছে, তহবিল কাটছাঁটের ফলে তাদের সেই পরিকল্পনা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, যার মাধ্যমে তারা শরণার্থীদের সহায়তার ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে স্বাবলম্বী করার চেষ্টা করছিল।

জ্যামাইকায় বাংলাদেশী আমেরিকান অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত মেডিকেল ও ডেন্টাল অফিস

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়।

Cell: 718-864-8882

আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সিওরেন্স গ্রহণ করি।

Dr. Mohammad M. Rahman, MD
Attending Physician, NYU School of Medicine

Board Certified in Internal Medicine, Geriatrics, Hospice & Palliative Care Medicine

Astoria Office
30-04 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500
www.drmrahman.com

718-526-0700

অভিজ্ঞ ডেন্টিষ্ট

Digital Xray সহ সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে অত্যন্ত যত্নসহকারে শিশু, বয়োজেষ্ঠ সহ সবার দাঁতের সকল প্রকার চিকিৎসা করা হয়।

We Do Implant

Dr. Siddiqur Rahman D.D.S.

We accept Medicaid, Metro Plus, Health Plus, Wellcare, Fidelis, Health First, United Health Care, Affinity & Other PVT. INS.

Dental Office

Jamaica Office
170-12, Highland Ave,
Jamaica NY 11432
Tel: 718-526-0700

Mon-Tue-Thu-Fri (2Pm to 7 Pm)

Wednesday (12 Pm to 5 Pm)
Saturday (12pm to 5 Pm)

MEDICAL & DENTAL OFFICE
170-12, HIGHLAND AVE, JAMAICA, NY 11432

কনস্ট্রাকশন / রেনোভেশন

Free Estimate

নতুন কিচেন / রিনোভেশন • বাথরুম ইনস্টলেশন/ রিপেয়ার
কার্পেটিং / ফ্লোরিং / ওয়াল • টাইলস, প্লাম্বিং ও ইলেক্ট্রিক সহ
যে কোন কনস্ট্রাকশন কাজের জন্য যোগাযোগ করুন।

বাংলা কনস্ট্রাকশন ইনক
73-05 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
Email:bmz01x@gmail.com
Phone: 646-996-7171

HOPE & CHERISH
HOME CARE
HOME CARE
PCA, HHA, OPWDD & PEDIATRIC SERVICE
COUNTIES SERVED
BRONX • BROOKLYN • MANHATTAN
STATEN ISLAND • QUEENS • NASSAU
WE ARE PROVIDING PCA/HHA CERTIFICATION, TRAINING, AND RECRUITMENT
Please Contact
718-252-3590
CELL: 646-591-8396 | TEXT: 646-591-8396
EMAIL: SHAH@HOPENCHERISH.COM
WWW.HOPENCHERISH.COM
3345 NEPTUNE AVE, BROOKLYN, NY 11224

NY INSURANCE
BROKEAGE INC.
NY I
NY INSURANCE BROKERAGE
TLC INSURANCE SPECIALIST
718 476-2025

NY CAR & LIMO
SERVICES INC
NY
CAR & LIMO
SERVICES INC
BO2902
BLACK & GREEN CAR BASE
718 727 4444

BEGINNER'S
DRIVING ACADEMY
YOUR DRIVER LICENSE IS OUR RESPONSIBILITY
929 244-7730

DMV EXPRESS
ABC-1234
PLATES
NEW, SURRENDER & TRANSFER
TITLE
NEW & DUPLICATE TITLE REQUEST
REGISTRATION
NEW, REPLACE, RENEWAL & TRANSFER
929-244-7730
EXCELSIOR

GOLDEN A
HOME CA

GOLDEN AGE HOME CARE

PCA HOME CARE সেবা
আমাদের স

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE সেবা
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে,
সার্ভিস -এ এনরোল করে নেব এবং সব সধরনে

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-
Cell: 646-591-83
Email: shah@gol

আমাদের নিজস্ব PCA ও HHA ট্রেনিং

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Ave
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. O
170-18A Hillsid
Jamaica, NY 1
Ph: 718-530-1
Fax: 917-396-

Email: info@goldenagehomecare.c

AGE
RE

HHA/PCA SERVICE

SKILLED NURSING

নিতে চান?
সাথে যোগাযোগ করুন

প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
আপনাকে HOME CARE
নর সেবা প্রদান করবো

7852
96 Text: 646-591-8396
denagehomecare.com

ঃ স্কুল আছে

We Hire And Train HHA/PCA Certificate Holder AIDES

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট সহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

FFICE
e Ave
432
320
115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870
Fax: 917-396-4115

om | www.goldenagehomecare.com

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতাই মানুষ দেখতে চায়

৩ পৃষ্ঠার পর

আলোচনা করেন। আলোচনায় বক্তারা বাংলাদেশের মিডিয়ার পরিস্থিতি প্রসঙ্গে বলেন, বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতাই মানুষ দেখতে চায়। রাজনৈতিক তোষামোদী মিডিয়া গ্রহণযোগ্যতা হারায়। মূলধারার মিডিয়াকে তথ্য প্রকাশে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখার কথা উল্লেখ করেন তারা। প্রযুক্তি ও সোশাল মিডিয়ার সঙ্গে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে আপোষহীন ও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ওপর মিডিয়াকে জোরালো ভূমিকা রাখার কথা বক্তারা অভিমত প্রকাশ করেন।

সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি শওকত ওসমান রচি এবং সেমিনার সঞ্চালনা করেন ক্লাবের সাবেক সভাপতি দর্পণ কবীর। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেটের কন্সাল জেনারেল মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, ওয়াশিংটনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রেসমিনিষ্টার গোলাম মোর্তুজা, প্রবীণ

সাংবাদিক মনজুর আহমেদ। এছাড়া আলোচ্য বিষয়ের ওপর প্যানেল আলোচক হিসাবে আলোচনা করেন প্রবীণ সাংবাদিক সাঈদ তারেক, মঈনুদ্দীন নাসের, বাংলাদেশ পত্রিকার সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, জন্মভূমি পত্রিকার সম্পাদক রতন তালুকদার, প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা পত্রিকার সম্পাদক ইব্রাহিম চৌধুরী ও প্রবাস পত্রিকার সম্পাদক ও ক্লাবের সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ সাঈদ, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক শোয়েব আহমেদ ভূঁইয়া। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান মজুমদার ও শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন প্রেসক্লাবের কোষাধ্যক্ষ মল্লিকা খান মুনা, সহ-সভাপতি মোহাম্মদ মনজুরুল হক ও সহ-সাধারণ সম্পাদক আবু বকর সিদ্দিক। দেড়যুগ পূর্তি উপলক্ষে স্মরণিকা 'আলোকবর্তিকা'র মোড়ক উন্মোচন করার সময় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন স্মরণিকাটির সম্পাদক তোফাজ্জল লিটন এবং সবশেষে সভাপতির ভাষণ দেন শওকত ওসমান রচি।

অনুষ্ঠানে সেমিনার পর্ব শেষে কেক কেটে প্রেসক্লাবের ১৮ বছর পূর্তির আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হয়। এ ছাড়া দেড় যুগ পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা 'আলোকবর্তিকা'র মোড়ক উন্মোচন করা হয়। এরপর এই প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে কণ্ঠশিল্পী এম. এ. সোয়েব ও অভিনেত্রী মৌসুমীকে বিশেষ সম্মাননা ক্রেষ্ট প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে আগতদের ক্লাবের পক্ষ থেকে গোলাপ দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক পর্বে সঙ্গীত পরিবেশন করেন এম. এ. সোয়েব এবং টিনা রাসেল। অনুষ্ঠানে কমিউনিটির সুধীজন, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এবং ক্লাবের সদস্যরা সপরিবারে উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে মানবজমিন পত্রিকার প্রধান সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরীর 'কেমন আছে বাংলাদেশি মিডিয়া' লেখা পাঠ করেন অনুষ্ঠানের সঞ্চালক দর্পণ কবীর। আলোচনায় প্রবীণ সাংবাদিক মনজুর আহমেদ বলেন, মিডিয়ায় অপপ্রচার বা মিথ্যা সংবাদ বা সত্য আড়াল করার চেষ্টা হলে মানুষের কাছে সোশাল মিডিয়া বা অন্য কিছু ঢুকবেই। মিডিয়া নিজের গ্রহণযোগ্যতা হারাবে। তিনি বলেন, সাংবাদিকদের সংবাদ লেখা জানতে হবে, পড়তে হবে। দিনদিন মনে হচ্ছে সংবাদ লেখার সাংবাদিকের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। ক্যামেরা বা মাইকের সামনে দু'এক কথা বলার সাংবাদিকতাই বেশি দেখা যাচ্ছে।

নিউইয়র্ক কন্সাল জেনারেল মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক বলেন, সঠিক তথ্য বা বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতাই সকল মানুষ জানতে চায়, শুনতে চায় বা দেখতে চায়। দলীয় পত্রিকার সংবাদ দলীয় সমর্থকরা যদি পছন্দ করত তাহলে বিভিন্ন সময়ে দলীয় পত্রিকাগুলোর প্রচার সংখ্যা বেশি-এমনটা দেখা যেত। তা দেখা যায়নি। তিনি আরো বলেন, নতুন যে কোন মাধ্যমকে উদ্ভব করতে হবে, প্রতিযোগিতা করতে হবে। এখন সোশাল মিডিয়ার যুগ। সকলে দৃষ্টি রাখি ওখানে। মিডিয়াগুলোকে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হলে আসলে দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার বিকল্প নেই।

গোলাম মোর্তুজা বলেন, বাংলাদেশের মিডিয়ার বিপর্যয়ের জন্য মিডিয়ার সম্পাদক এবং মালিকরাই দায়ী। রাজনৈতিক তোষামোদির কারণে মিডিয়া জনমানুষের কাছে নিজের গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছেন। আমরা বিগত দিনে ফ্যাসিবাদ সরকারের তোষামোদ দেখেছি। কিন্তু সাধারণ মানুষ একটা সময় ঐ মিডিয়াগুলোকে প্রত্যাখান করেছে।

প্রবীণ সাংবাদিক সাঈদ তারেক বলেন, সোশাল মিডিয়ার যুগে মিডিয়াগুলোকে চ্যালেঞ্জ নিতে হয়েছে। আমাদের দেশের মিডিয়াগুলোতে সংকট চলছে। অনেক মিডিয়ার সাংবাদিকরা ঠিক মত বেতনই পাচ্ছেন না। এই সংকটও দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার চর্চাকে ব্যাহত করছে।

সাংবাদিক মঈনুদ্দীন নাসের বলেছেন, সাংবাদিকদের আগে সং হতে হবে। সাংবাদিকতায় সততা তীক্ষ্ণ গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আগে এই সততাকে মূল্যায়ন করতে দেখেছি। এখন কী দেখছি? উল্টো। জুলাই বিপ্লবের পর দেশে একজন সাংবাদিক গ্রেপ্তার হবার পর জানতে পারলাম তার ব্যাংক একাউন্টে ৪৪ কোটি টাকা আছে। একজন সাংবাদিক এতো টাকার মালিক কী ভাবে হলেন? আমরা কোথায় আছি?

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা'র সম্পাদক ইব্রাহিম চৌধুরী বলেন, মিডিয়ার সংকট আছে এ নিয়ে সন্দেহ নেই। এ সংকট সবসময়েই ছিল নানা অভিধায়। এখন সংকটের জন্য এআইকে বা প্রযুক্তিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করালে আসল সমস্যাটি আড়ালেই থেকে যায়।

বাংলাদেশ পত্রিকার সম্পাদক ডাক্তার ওয়াজেদ এ খান বলেন, বিশ্বব্যাপী মিডিয়ার সংকট চলছে। পাঠকের মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনও হয়েছে। সোশাল মিডিয়া বা এআই এর উত্থান প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়াকে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হচ্ছে। সোশাল মিডিয়ায় তথ্য যাচাই-বাছাইয়ের সুযোগ নেই এবং যে কেউ যা ইচ্ছা লিখে দিতে পারছে। অসত্য তথ্যগুলোর অসত্য বলা বা প্রমাণ করার কাজ মূলধারার মিডিয়ার। প্রভাষক শোয়েব আহমেদ ভূঁইয়া বলেন, সাংবাদিকরা চাটুকার হয়ে গেলে সং সাংবাদিকতা আশা করা যায় না। তিনি বাংলাদেশের অর্থনীতির কথা উল্লেখ করে বলেন, একটি দেশের অর্থনীতির উন্নতি না হলে এর প্রভাব মিডিয়াতেও পড়ে। সমাজের পরিবর্তন হয় না। তিনি বলেন, ৬৬ সালে সিংগাপুর স্বাধীন হয়ে অর্থনীতিতে কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আর বাংলাদেশের অর্থনীতি ৫৫ বছরে আজ তলানিতে।

প্রবাস পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ বলেন, প্রবাসে আমরা বাংলা মিডিয়ার মাধ্যমে কমিউনিটি বিনির্মাণের কাজ করে যাচ্ছি। বাংলাদেশের সংবাদ প্রকাশ করে সেতুবন্ধনেরও কাজ করছি। এই প্রবাসেও মিডিয়া সংকটে ভুগছে। পাঠক কমে যাচ্ছে। প্রযুক্তি বদলেছে। পাঠক বদলেছে। মানুষের খবর পড়ার, দেখার, শোনার অভ্যাস বদলেছে। মিডিয়ার ব্যবসায়িক মডেল বদলেছে। মিডিয়ার সংজ্ঞাটিই বদলে গেছে। জন্মভূমি পত্রিকার সম্পাদক রতন তালুকদার বলেন, মিডিয়ায় সমস্যা আগেও ছিল, আছে এবং থাকবে। আমাদের সতর্ক থাকা উচিত যেন মিডিয়ায় মিথ্যা তথ্য পরিবেশিত না হয়।

ওজনপার্কে 'সেলিম-আলী' প্যানেলের নির্বাচনী অফিস উদ্বোধন

৩ পৃষ্ঠার পর

কামাল আহমেদসহ পরলোকগত সকল মুসলিমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং 'সেলিম-আলী' প্যানেলের জয় কামনা করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন 'সেলিম-আলী' প্যানেলের ওজনপার্কের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহবায়ক শাহাব উদ্দিন চৌধুরী। সভায় কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের মধ্যে ওজনপার্কের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান মুক্তিযোদ্ধা বাবর আলী, প্রধান উপদেষ্টা হামির উদ্দিন, বিয়ানীবাজার সমিতির সাবেক সভাপতি মকবুল রহিম চুনই, 'সেলিম-আলী' প্যানেলের কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির যুগ্ম আহবায়ক দুলাল মিয়া এনাম, সদস্য সচিব জে মোল্লা সনি সহ ইঞ্জিনিয়ার এ এম খালেক, তাজু মিয়া, এএসএম মাইনউদ্দিন পিন্টু, এডভোকেট রেদওয়ানা রাজ্জাক সেতু প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও 'সেলিম-আলী' প্যানেলের প্রার্থীদের মধ্যে সভাপতি পদপ্রার্থী, বর্তমান সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী, বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী সহ অন্যান্য প্রার্থীর মধ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সিনিয়র সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী মো. মহিউদ্দিন দেওয়ান, সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী মো. কামরুজ্জামান কামরুল, সহ-সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী হারুন চেয়ারম্যান, কোষাধ্যক্ষ পদপ্রার্থী নওশাদ হায়দার, সাংগঠনিক সম্পাদক পদপ্রার্থী ডিউক খান, জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক পদপ্রার্থী রিজু মোহাম্মদ, সাহিত্য সম্পাদক পদপ্রার্থী

রুমানা আহমেদ, স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক পদে এএসএম মাইন উদ্দিন, যুব ও তথ্যপ্রযুক্তি সম্পাদক পদপ্রার্থী জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং কার্যকরী সদস্য পদের প্রার্থীদের মধ্যে মো. উজ্জ্বল পিপুল, শামীম আহমেদ, মো. এ মান্নান, মোঃ আব্দুল মালেক খান ও কাজী রবিউজ্জামান।

সভায় কমিউনিটি নেতা গহর চৌধুরী বিনু, করীম চৌধুরী, রোকন হাকিম, গণেশ কীর্তনীয়া সহ বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী অনুষ্ঠানে প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন 'সেলিম-আলী' প্যানেলের ওজনপার্কের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য সচিব আমিনুল হোসেন।

সভায় বক্তারা 'সেলিম-আলী' প্যানেল-কে সোসাইটির যোগ্য ও সেরা পরিষদ হিসেবে উল্লেখ করে ওজনপার্কের নির্বাচনী অফিসের মাধ্যমে নির্বাচনী সকল কর্মকান্ড পরিচালনার মধ্য দিয়ে ২৫ অক্টোবরের নির্বাচনে বিজয়ী করার অঙ্গীকার করেন। অপরদিকে সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী সহ অন্যান্য প্রার্থীরা তাদের বক্তব্যে কারো কথায় বিভ্রান্ত না হয়ে সঠিক তথ্য তুলে ধরে সেলিম-আলী প্যানেলকে আরো শক্তিশালী করে বিজয়ী করার আহ্বান জানান। সেলিম-আলী বলেন, প্রবাসী সকল বাংলাদেশীর সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটি। আমরা কারো বিরুদ্ধে বলতে চাই না। কেননা, সবাই আমরা সোসাইটির ভালো চাই। তাই সত্য প্রকাশ করতে হবে। আজ সোসাইটির সংবাদ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে সকল তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। আয়-ব্যয় তুলে ধরা হয়েছে। সোসাইটির একটি অর্থও নষ্ট করা হয়নি। বরং বর্তমান কমিটির মেয়াদ শেষ হওয়ার সময় সোসাইটির ফান্ডে এক মিলিয়ন ডলার গচ্ছিত থাকবে বলে তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

আমেরিকান জনগনের প্রতি ইরানের খোলা চিঠি

১ পৃষ্ঠার পর

এমনি এক পরিস্থিতিতে ইরান বোমা ফাটিয়েছে মার্কিন জনগনের প্রতি লেখা ২৬ পৃষ্ঠার এক চিঠি প্রকাশ করে। ইরানের ইসলামিক রেভ্যুলেশনারি গার্ড কোর (আইআরজিসি) আমেরিকানদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছে, কংগ্রেসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মিত্রদের ভোট না দিয়ে ক্ষমতাচ্যুত করুন। বুধবার প্রতিবেশী ইরাকে থাকা অবশিষ্ট ঘাঁটিগুলো থেকে মার্কিন বাহিনীর সরে যাওয়ার কথা ছিল। যে ঘটনাটিকে তেহরান বিজয় হিসেবে উদযাপন করছে। আর এ দিনই মার্কিন নির্বাচন নিয়ে ইরানের এমন আহবান ব্যাপক আলোচনার ঝড় তুলেছে।

অন্যদিকে, ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সাত মাস ধরে চলা যুদ্ধ অবসানের লক্ষ্যে কাতার তত্ত্বাবধানে ডিপ্লোম্যাসি বা মধ্যস্থতাকারী তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। ট্রাম্প আবারও ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে ইরান দ্রুতই আত্মসমর্পণ করবে।

মঙ্গলবার প্রকাশিত গার্ড বাহিনীর ওই ২৬ পৃষ্ঠার চিঠিতে আমেরিকানদের তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে বর্তমান নেতাদের ক্ষমতা থেকে সরানোর এবং ইসরায়েলের প্রতি মার্কিন সমর্থন ও বিদেশে সামরিক হস্তক্ষেপের নীতি বর্জনের আহবান জানানো হয়েছে। যদিও এই বার্তাটি মার্কিন ভোটারদের প্রভাবিত করার সম্ভাবনা কম। কারণ ইরানি গণমাধ্যমে প্রকাশিত এই লেখাটি হয়তো তাদের অনেকেরই নজরে আসবে না। তবুও এতে এমন কিছু বিষয় তুলে ধরা হয়েছে যা মার্কিন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে ট্রাম্প ও রিপাবলিকান পার্টির বিপক্ষে কাজ করছে। ৩ নভেম্বরের কংগ্রেস নির্বাচনে বিরোধী ডেমোক্র্যাটরা আইনসভার একটি বা উভয় কক্ষের নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধার করতে পারলে ট্রাম্পের রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

চিঠিতে বলা হয়েছে, 'আমেরিকার বর্তমান পরিস্থিতির জন্য দায়ী সেই সব অজ্ঞ, প্রতারক ও সহিংস রাজনীতিবিদদের ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিন। আপনার রাজনীতিবিদদের এটা বোঝান যে পৃথিবী বদলে গেছে।' ২০২৪ সালের নির্বাচনী প্রচারণায় ট্রাম্প নতুন কোনো যুদ্ধে না জড়ানো, বিদ্যমান সংঘাতের অবসান ঘটানো এবং মুদ্রাস্ফীতি কমিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন; অথচ ইসরায়েলের সাথে মিলে তাঁর শুরু করা ইরান-সংঘাত বিশ্ববাজারে জ্বালানির দাম বাড়িয়ে দিয়েছে এবং মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত ছড়িয়ে পড়ার পরিস্থিতি তৈরি করেছে।

২১ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত রয়টার্স/ইপসোস-এর এক জরিপে দেখা গেছে, মাত্র ১৭ শতাংশ উত্তরদাতা জীবনযাত্রার ব্যয় সামাল দেওয়ার ক্ষেত্রে ট্রাম্পের পদক্ষেপকে সমর্থন করেছেন-যা নভেম্বরের নির্বাচনে আমেরিকানদের ভোটদানের সিদ্ধান্ত নির্ধারণকারী প্রধান বিষয় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ইরানের ওপর চালানো হামলার প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন মাত্র ৩৪ শতাংশ মানুষ। (অনুবাদ-রয়টার্স)

ড্রোন হামলায় বরিস জনসন কি টার্গেট ছিলেন!

৩ পৃষ্ঠার পর

দক্ষিণ অঞ্চলের ইয়াম্পোলিন এলাকায় পোল্যান্ড সীমান্ত থেকে মাত্র দুই কিলোমিটার দূরে একটি যাত্রীবাহী ট্রেনের ইঞ্জিনে রুশ ড্রোন আঘাত হানে। হামলার আশঙ্কা আগে থেকেই শনাক্ত হওয়ায় ট্রেনের যাত্রীদের নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। বরিস জনসনের সঙ্গে ছিলেন যুক্তরাজ্যের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জোনাথন পাওয়েলসহ ইউরোপের কয়েকটি দেশের জাতীয় নিরাপত্তা কর্মকর্তারা। কিয়েভে একটি সম্মেলনে অংশ নেওয়ার পর ফেরার পথে তারা একই রেলপথ ব্যবহার করেন। তবে তারা যে ট্রেনে ছিলেন, সেটি হামলার শিকার হয়নি।

রাশিয়া জানিয়েছে, তারা পশ্চিম ইউক্রেনের 'রেল অবকাঠামোতে' হামলা চালিয়েছে। তবে ইউক্রেনের রাষ্ট্রীয় রেলওয়ে সংস্থা উক্রজালিজনিৎসিয়া দাবি করেছে, রুশ বাহিনী সম্ভবত কূটনৈতিক ট্রেনটিকে লক্ষ্য করে এই হামলা চালিয়েছিল। হামলার সময় স্টেশনে থাকা অন্য একটি ট্রেনে সিআইএ প্রধান জেফ্রি পেট্রাউসও উপস্থিত ছিলেন।

রুশ হামলার আশঙ্কায় ট্রেনের সময়সূচিতে পরিবর্তন আনায় কূটনৈতিক ট্রেনটি নির্ধারিত সময়ের আগেই স্টেশন ছেড়ে যায়। আর যে ট্রেনটি হামলার শিকার হয়, সেটির যাত্রীদের সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল হামলার মাত্র ১৫মিনিট আগে।

হামলার পর বরিস জনসন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ লিখেন, 'আজ সকালে পোল্যান্ড সীমান্তে ইউক্রেনের একটি দাঁড়িয়ে থাকা লোকোমোটিভ (ইঞ্জিন) উড়িয়ে দেওয়ার পেছনে পুতিনের কী বিকৃত যুক্তি কাজ করেছে, তা আমার জানা নেই।' তিনি এ ঘটনাকে ইউক্রেনীয়দের ওপর প্রতিদিন ঘটে চলা অর্থহীন হামলার সঙ্গে তুলনা করেন এবং ইউক্রেনকে জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা সরবরাহ করতে মিত্রদের প্রতি আহ্বান জানান।

GOLDEN AGE HOME CARE

GOLDEN AGE
HOME CARE

সম্মানিত কমিউনিটির সকলের
অবগতির জন্য

সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কিছু অসাধু ব্যবসায়ী ও ব্যক্তি Golden Age Home Care-এর ধারাবাহিক অগ্রগতি ও সাফল্যে ঈর্যান্বিত হয়ে আমাদের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর ও বানোয়াট তথ্য ও গুজব ছড়ানোর অপচেষ্টা করছেন।

আমরা স্পষ্টভাবে জানাতে চাই,
এসব প্রচারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অসত্য।

Golden Age Home Care সবসময় সততা, দায়িত্বশীলতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে কমিউনিটির মানুষের পাশে থেকে সেবা দিয়ে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও সেবার অঙ্গীকার করছে।

কোনো গুজব বা বিভ্রান্তিকর তথ্যে বিশ্বাস না করে, Golden Age Home Care সম্পর্কে যেকোনো তথ্য বা প্রশ্নের জন্য সরাসরি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

যোগাযোগ
718-775-7852 | 646-591-8396

ডেঙ্গু মোকাবিলায় কৌশল বদলানো জরুরি

৬ পৃষ্ঠার পর

শনাক্ত করতে হবে। কমিউনিটি পর্যায়ে যথাযথভাবে কাজ করা গেলে মৃত্যুর হার দ্রুত কমানো সম্ভব। আমরা ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছি, কালা জ্বরের মতো রোগ প্রায় নির্মূলের পর্যায়ে নিয়ে যেতে পেরেছি। তাহলে ডেঙ্গু কেন পারব না? না পারার কোনো কারণ নেই। প্রয়োজন সরকারের পক্ষ থেকে সঠিক নীতি ও কর্মপদ্ধতি গ্রহণ, অভিজ্ঞ মানুষকে কাজে লাগানো এবং সর্বোপরি জনগণকে সম্পৃক্ত করা।

ডেঙ্গুর বিষয়ে আরেকটি বিষয় পরিষ্কার করা প্রয়োজন। অনেকেই বলছেন, ডেঙ্গু নাকি রূপ বদল করছে। আসলে ডেঙ্গু ভাইরাসের চারটি সেরোটাইপ- ১, ২, ৩ ও ৪ ঘুরেফিরে সংক্রমণ ঘটায়। ডেঙ্গুর কোনো নতুন রূপ তৈরি হয়েছে, বিষয়টি এমন নয়। ডেঙ্গুতে অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ হলে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। লিভার, স্প্লিন, কিডনি বা পেটে ক্ষতি হলে তার আলাদা আলাদা লক্ষণ দেখা দিতে পারে। সে অনুযায়ী চিকিৎসকদের প্রস্তুত থাকতে হয়। ঝুঁকির আরেকটি কারণ হলো, দ্বিতীয়বার আক্রান্ত হওয়া। একজন ব্যক্তি একটি সেরোটাইপে আক্রান্ত হওয়ার পর সেই সেরোটাইপের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করে। পরে অন্য সেরোটাইপে আক্রান্ত হলে গুরুতর অবস্থার ঝুঁকি বাড়তে পারে।

ধরা যাক, গত বছর ঢাকায় সেরোটাইপ-২ বেশি ছিল এবং সেরোটাইপ-৩ কম ছিল। এবার যদি সেরোটাইপ-৩ বেশি থাকে, তাহলে গত বছর সেরোটাইপ-২-এ আক্রান্ত ব্যক্তিদের এবার সেরোটাইপ-৩-এ আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে। এ কারণে পরিস্থিতি জটিল হতে পারে। আবার সেরোটাইপ-১ বা ৪-এর প্রাধান্য দেখা দিলে ঝুঁকি আরও বাড়তে পারে। ২০২৩ সালের মতো ভয়াবহ পরিস্থিতির আশঙ্কাও তখন সৃষ্টি হতে পারে। বর্তমানে চারটি সেরোটাইপই কমবেশি পাওয়া যাচ্ছে; কোনটি বেশি প্রভাবশালী, সেটিই গুরুত্বপূর্ণ। এদিকে মশা নিয়ন্ত্রণে নতুন নতুন পদ্ধতি সামনে আনছে। বিশেষত জেনেটিক্যালি মডিফায়েড মশা বা ওলবাকিয়ার কথা বেশি আলোচিত হচ্ছে। ডেঙ্গু নির্মূলে কোনো পদ্ধতিকে বাদ দেওয়ার সুযোগ নেই। সব পদ্ধতিরই পরীক্ষা করা উচিত। তবে বাংলাদেশের মতো ঘনবসতির একটি দেশে কোনো একটি পদ্ধতি দিয়েই সমস্যার সমাধান হবে- এমনটি ভাববার কারণ নেই। যেসব এলাকায় ডেঙ্গু এখনো সীমিত, সেখানে ওলবাকিয়া ধরনের পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের কৌশল বদলাতে হবে। রোগী গুরুতর হওয়ার পর হাসপাতালে ছুটলে হবে না; রোগী গুরুতর পর্যায়ে পৌঁছানোর আগেই ডেঙ্গু শনাক্ত করতে হবে। এরপর কমিউনিটিতে চিকিৎসা ও পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। ডেঙ্গুর বিরুদ্ধে লড়াই শুধু চিকিৎসার নয়, এটি সরকার, স্থানীয় প্রশাসন, সামাজিক সংগঠন এবং সাধারণ মানুষের সম্মিলিত লড়াই। আমাদের সেই সম্মিলিত উদ্যোগ নেওয়ার সক্ষমতা আছে। প্রয়োজন শুধু সঠিক নীতি, সঠিক কর্মপদ্ধতি এবং সবাইকে একসঙ্গে কাজে নামানোর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সদিচ্ছা।

লেখক: সাবেক প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আইইডিসিআর।

বিশ্বের যেকোন দেশে ভ্রমণের জন্য
একমাত্র আমরাই দিচ্ছি সর্বনিম্ন মূল্যের নিশ্চয়তা।

আমরা ওমরার প্যাকেজ করে থাকি

আমাদের প্যাকেজ বিবরণ

- ওমরা ভিসা
- এয়ার টিকেট
- ১ দিন মক্কায় ট্যুর
- ১ দিন মদিনা ট্যুর
- মক্কা থেকে মদিনা গাড়িতে
- এয়ারপোর্ট থেকে হোটেল (4 Star Hotel with Breakfast.)
- মদিনার হোটেল থেকে এয়ারপোর্ট ড্রপ অফ (একজন বাংলাদেশী মোয়াল্লেম মক্কা ও মদিনা)

* হজের পর পরই ওমরাহ পুরোদমে শুরু হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ
* শুধুমাত্র গ্রুপ প্যাকেজের জন্য প্রযোজ্য।

NAFS TRAVEL INC.
SANU SHEAK (SANA)
Cell: 347-537-7657
Email: nafstravel@gmail.com
www.nafstravel.com

NAFS TRAVEL

37-59 74th Street, Jackson Heights, NY 11372
(Inside Mollika electronics next to CITI Bank)

নিউইয়র্ক থেকে তুরস্কের আন্টালিয়া: জলবায়ু কূটনীতিতে বাংলাদেশের নতুন সম্ভাবনা

৫ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশের অবস্থান শক্তিশালী করতে পারে। কার্বন সনদের আন্তর্জাতিক বাজার বাংলাদেশের জন্য নতুন অর্থনৈতিক সম্ভাবনা তৈরি করতে পারে। তবে এর সঙ্গে স্বচ্ছতা, নির্ভুল হিসাব এবং পরিবেশগত অখণ্ডতার বিষয়টিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। কোন প্রকল্প কতটা কার্বন নিঃসরণ কমিয়েছে, সেই হিসাব নির্ভুলভাবে করা, একই কার্বন ক্রেডিট যেন একাধিকবার গণনা না হয় তা নিশ্চিত করা এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষা করা, এসব ক্ষেত্রে শক্তিশালী ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারলে আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের আস্থা বাড়বে।

বাংলাদেশের জলবায়ু অভিযোজনের আলোচনায় তিস্তা মহাপরিকল্পনা ও পদ্মা ব্যারাজের মতো বড় পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্পও গুরুত্ব পাচ্ছে। পানি সংরক্ষণ, কৃষি উৎপাদন, বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জননিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এসব উদ্যোগের সম্ভাব্য ভূমিকা রয়েছে। তবে আধুনিক জলবায়ু অভিযোজনের মূল শিক্ষা হলো, একটি দেশের সব অঞ্চলের সমস্যা এক নয়। উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা ও ঘূর্ণিঝড়, হাওর অঞ্চলে আকস্মিক বন্যা, উত্তরাঞ্চলে খরা এবং শহরাঞ্চলে জলাবদ্ধতা ও তাপপ্রবাহ, প্রতিটি সমস্যার জন্য প্রয়োজন ভিন্ন ধরনের সমাধান।

তাই বড় অবকাঠামোর পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ের অভিযোজন, জলাধার সংরক্ষণ, জলবায়ু-সহনশীল কৃষি, আগাম সতর্কতা ব্যবস্থা এবং নগর পানি ব্যবস্থাপনায়ও বিনিয়োগ বাড়ানো প্রয়োজন।

তিস্তা ইস্যুতে আন্তঃসীমান্ত পানি সহযোগিতার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। পানি নিরাপত্তাকে আঞ্চলিক সহযোগিতা ও কূটনীতির অংশ হিসেবে এগিয়ে নিতে পারলে বাংলাদেশের জলবায়ু ও পানি কূটনীতি আরও কার্যকর হতে পারে।

কপ-৩১ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ৯ থেকে ২০ নভেম্বর তুরস্কের আন্টালিয়ায়। আয়োজক দেশ তুরস্ক এবং অংশীদার দেশ অস্ট্রেলিয়া মিলে সম্মেলনের প্রক্রিয়া এগিয়ে নিচ্ছে। এর আগে বাংলাদেশ ও তুরস্কের মধ্যে উচ্চপর্যায়ের যোগাযোগও হয়েছে। নিউইয়র্কে দুই দেশের শীর্ষ পর্যায়ের বৈঠকে অর্থনীতি, বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও পারস্পরিক স্বার্থের বিভিন্ন বিষয় আলোচনায় এসেছে। একই সময়ে কপ-৩১-এ বাংলাদেশের অংশগ্রহণ নিয়েও কূটনৈতিক যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।

এই প্রেক্ষাপটে আন্টালিয়া বাংলাদেশের জন্য কেবল জলবায়ু সম্মেলন নয়; বরং জলবায়ু অর্থায়ন, অভিযোজন, প্রযুক্তি ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার নতুন ক্ষেত্র তৈরির একটি সুযোগ।

বাংলাদেশ এখানে তিনটি বিষয়কে বিশেষ গুরুত্ব দিতে পারে। প্রথমত, জলবায়ু অর্থায়নে পরিমাণের পাশাপাশি অর্থের ধরন, সহজ প্রবেশাধিকার ও পূর্বানুমেয়তা নিশ্চিত করার দাবি জোরালো করা। দ্বিতীয়ত, ক্ষয়ক্ষতি ও লোকসানের তহবিল থেকে দ্রুত ও কার্যকর অর্থায়নের ব্যবস্থা নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেওয়া, যাতে জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলো বাস্তব সুবিধা পায়।

তৃতীয়ত, বাংলাদেশের নিজস্ব অভিযোজন প্রকল্পগুলোর একটি সুসংগঠিত তালিকা, সম্ভাব্য ব্যয়, প্রত্যাশিত ফলাফল এবং জনগণের ওপর প্রভাব স্পষ্টভাবে আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সামনে তুলে ধরা।

নিউইয়র্কের বার্তা থেকে আন্টালিয়ার বাস্তবতা: বাংলাদেশের জলবায়ু কূটনীতি এখন এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছেছে, যেখানে শুধু ঝুঁকির কথা বলাই যথেষ্ট নয়; নিজের সক্ষমতা, পরিকল্পনা ও অগ্রাধিকারও তুলে ধরতে হবে।

নিউইয়র্কে বাংলাদেশের বার্তা ছিল, দেশটি জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে নিজস্ব সক্ষমতা বাড়াচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার জন্যও সক্রিয় রয়েছে। আন্টালিয়ায় সেই বার্তাকে বাস্তব আলোচনার মাধ্যমে আরও এগিয়ে নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা, দুর্যোগ মোকাবিলায় অর্জন এবং অভিযোজন সক্ষমতা আন্তর্জাতিক জলবায়ু আলোচনায় দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। এর সঙ্গে যদি স্বচ্ছ অর্থ ব্যবস্থাপনা, শক্তিশালী প্রকল্প প্রস্তুতি এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা যুক্ত হয়, তাহলে আন্তর্জাতিক জলবায়ু অর্থায়নের সুযোগগুলো আরও কার্যকরভাবে কাজে লাগানো সম্ভব।

কপ-৩১ তাই বাংলাদেশের জন্য শুধু দাবি জানানোর মঞ্চ নয়; এটি নিজের সক্ষমতা তুলে ধরার, নতুন অংশীদারত্ব গড়ে তোলার এবং জলবায়ু অভিযোজনকে আরও অর্থবহ করার একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ।

শেষ পর্যন্ত জলবায়ু কূটনীতির সাফল্য শুধু সম্মেলনের ঘোষণায় নয়, প্রতিশ্রুতি থেকে অর্থ, অর্থ থেকে প্রকল্প এবং প্রকল্প থেকে মানুষের জীবনে বাস্তব পরিবর্তন তৈরির মধ্যেই তার মূল্যায়ন হবে। নিউইয়র্ক থেকে আন্টালিয়া পর্যন্ত বাংলাদেশের কূটনৈতিক যাত্রা সেই বাস্তব পরিবর্তনের পথকে আরও শক্তিশালী করার একটি নতুন অধ্যায় হয়ে উঠতে পারে।

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক ও কলামিস্ট।

সাত মাস অনেক সময় : আইনশৃঙ্খলায় এবার কঠোর হওয়ার পালা

১২ পৃষ্ঠার পর

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দায়িত্ব। কিন্তু আইনের বাইরে গিয়ে শক্তি প্রয়োগ রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করে না, বরং দুর্বল করে। গ্রেপ্তারের আইনি ভিত্তি থাকতে হবে, আটক ব্যক্তির অধিকার নিশ্চিত করতে হবে, অভিযান নথিভুক্ত করতে হবে এবং অভিযোগ উঠলে স্বাধীন তদন্তের সুযোগ রাখতে হবে।

সাম্প্রতিক সময়ে সরকার নিজেও পুলিশকে আরও পেশাদার করার কথা বলেছে। রাষ্ট্রপতি পুলিশকে অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর হওয়ার পাশাপাশি আইন মেনে চলা, নাগরিকদের সঙ্গে মানবিক আচরণ এবং বিচারবহির্ভূত হত্যা, হয়রানি ও মিথ্যা মামলা প্রতিরোধের নির্দেশ দিয়েছেন। এই দুই নীতিকে পাশাপাশি রেখেই এগোতে হবে। আরেকটি বিষয় বুঝতে হবে। শুধু অভিযান দিয়ে দীর্ঘমেয়াদে আইনশৃঙ্খলা ঠিক করা যায় না।

আজ এক হাজার মানুষ গ্রেপ্তার করা হলো, কাল আরও দুই হাজার। কিন্তু তদন্ত দুর্বল হলে, সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করা না গেলে, মামলা বছরের পর বছর ঝুলে থাকলে কিংবা প্রকৃত অপরাধী দ্রুত জামিনে বেরিয়ে আবার অপরাধে ফিরলে অভিযান শেষ পর্যন্ত সংখ্যার খেলায় পরিণত হবে। বাংলাদেশের প্রয়োজন গ্রেপ্তারের সংখ্যা বাড়ানো নয়, অপরাধের শাস্তি নিশ্চিত করার সক্ষমতা বাড়ানো।

এ জন্য পুলিশকে আধুনিক তদন্ত প্রযুক্তি, ডিজিটাল ফরেনসিক সক্ষমতা, গোয়েন্দা তথ্য বিশ্লেষণ এবং দক্ষ জনবল দিতে হবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও সম্প্রতি অপরাধের পরিবর্তিত ধরন মোকাবিলায় সাইবার নিরাপত্তা ইউনিট ও পরীক্ষাগার শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। একই সঙ্গে মাদক ও জুয়াকে বিভিন্ন অপরাধের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো পুলিশের মনোবল ফিরিয়ে আনা। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপমুক্ত পেশাদার পুলিশ ছাড়া কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র দীর্ঘমেয়াদে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে না। একজন পুলিশ কর্মকর্তা যদি অপরাধী ধরার আগে ভাবেন অভিযুক্ত কোন দলের, কার কোন আসনে, বদলি হতে হবে কি না, তাহলে অপরাধ দমন সম্ভব নয়।

পুলিশকে তাই রাজনৈতিক আনুগত্য নয়, পেশাগত দক্ষতার ভিত্তিতে মূল্যায়ন করতে হবে। ভালো কাজের পুরস্কার এবং দায়িত্বে অবহেলার শাস্তি দুটোই দৃশ্যমান হতে হবে।

সরকারের সামনে এখন আরেকটি সুযোগ রয়েছে। জনগণের কাছে আইনশৃঙ্খলার প্রকৃত চিত্র নিয়মিত প্রকাশ করা যেতে পারে। হত্যা, ছিনতাই, ডাকাতি, ধর্ষণ, অপহরণ, চাঁদাবাজি, অস্ত্র ও মাদক মামলার মাসভিত্তিক তথ্য প্রকাশ করা হোক। কত মামলা হয়েছে, কতজন গ্রেপ্তার হয়েছে, কত মামলায় অভিযোগপত্র হয়েছে এবং কত মামলায় বিচার এগিয়েছে, মানুষ জানুক। এতে সরকারের সাফল্য থাকলে সেটিও স্পষ্ট হবে, ব্যর্থতা থাকলে সংশোধনের চাপ তৈরি হবে। স্বচ্ছতা সরকারের শত্রু নয়। বরং গুজব ও অতিরঞ্জিত ধারণার সবচেয়ে কার্যকর প্রতিষেধক।

সাত মাস একটি সরকারের জন্য দীর্ঘ সময় নয়, কিন্তু জননিরাপত্তার প্রশ্নে খুব কম সময়ও নয়। মানুষ সরকারকে সময় দিতে পারে, কিন্তু অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষা করতে পারে না। কারণ রাষ্ট্রের কাছে নিরাপত্তা কোনো ভবিষ্যৎ প্রতিশ্রুতি নয়, এটি প্রতিদিনের অধিকার।

সরকারের এখন কয়েকটি বিষয়ে আপোষহীন হওয়া প্রয়োজন। রাজনৈতিক পরিচয় নির্বিশেষে চাঁদাবাজ, সন্ত্রাসী, অবৈধ অস্ত্রধারী ও সংঘবদ্ধ অপরাধীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে হবে। বড় অপরাধী চক্রের অর্থের উৎস খুঁজে বের করতে হবে। থানা পর্যায়ে জবাবদিহি বাড়াতে হবে। পুলিশের তদন্ত সক্ষমতা দ্রুত উন্নত করতে হবে। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। প্রয়োজন হলে যৌথ বাহিনী ব্যবহার করা যেতে পারে, তবে তার উদ্দেশ্য, সময়সীমা, আইনি কাঠামো ও জবাবদিহি স্পষ্ট থাকতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা, সরকারের বার্তাটি দ্ব্যর্থহীন হতে হবে: অপরাধীর কোনো দল নেই।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রায়ই দেখা গেছে, বিরোধী অবস্থানে থাকলে যে অপরাধকে ভয়াবহ বলা হয়, ক্ষমতায় গেলে সেই একই অপরাধের জন্য নানা ব্যাখ্যা হাজির করা হয়। এই সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। বর্তমান সরকারের জন্য সুযোগ রয়েছে একটি নতুন নজির স্থাপনের। নিজের দলের লোক অপরাধ করলে তাকে আগে আইনের মুখোমুখি করার সাহস দেখানোই হবে সেই নজিরের সবচেয়ে শক্তিশালী সূচনা। রাষ্ট্রের শক্তি যৌথ বাহিনীর গাড়ির বহরে নয়, মানুষের আস্থায়। রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব অস্ত্র প্রদর্শনে নয়, আইন সমানভাবে প্রয়োগে।

যৌথবাহিনী প্রয়োজন হলে নামুক। অপরাধীদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইনসম্মত শক্তি প্রয়োগ হোক। কিন্তু সেই কঠোরতার সঙ্গে থাকতে হবে সংযম, স্বচ্ছতা, মানবাধিকার এবং জবাবদিহি। কারণ বাংলাদেশকে নিরাপদ করতে গিয়ে এমন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না, যা আবার ভয় ও ক্ষমতার অপব্যবহারের পুরোনো সংস্কৃতিকে ফিরিয়ে আনে। সাত মাস পর সরকারের সামনে তাই সিদ্ধান্তের সময় এসেছে। ব্যাখ্যার সময় ধীরে ধীরে শেষ হচ্ছে, এখন ফল দেখানোর সময়। মানুষ খুব বেশি কিছু চায় না। সে রাতে নিরাপদে বাড়ি ফিরতে চায়। ব্যবসায়ী চাঁদা ছাড়া ব্যবসা করতে চান। নারী ও শিশু নিরাপদে চলতে চায়। নাগরিক থানায় গিয়ে রাজনৈতিক পরিচয় ছাড়াই আইনের সুরক্ষা পেতে চান। এগুলো কোনো সরকারের রাজনৈতিক অনুগ্রহ নয়। এগুলো নাগরিকের অধিকার। আর সেই অধিকার নিশ্চিত করাই রাষ্ট্রের প্রথম দায়িত্ব।

লেখক: জেনেভাভিত্তিক রাজনৈতিক বিশ্লেষক, প্রাইভেট ব্যাংকিং, ফিন্যান্সিয়াল ক্রাইম কমপ্লায়েন্স বিশেষজ্ঞ, কলামিস্ট ও কবি।
shahidul.alam@bluewin.ch

MD Golam Mostofa, ESQ.
NY State Attorney
LL. B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh.
Barrister-At-Law, London.
Attorney-At-Law, NY.

- Personal Injuries & Death Claims
- Car Accidents and Medical Mal Practice
- Divorce, Family Matters and Domestic Violence
- Real Estate and Business Closing
- Foreclosure proceedings
- Bankruptcy
- All Civil Matters
- Wills, Trust and Estate Planning
- All Criminal Matters
- All Immigration Matters

Address:
Queens: 148-45 Hillside Ave
Jamaica, NY 11435

Phone# 718-487-4873, Cell: 917-285-6247(Text) Email: abmostofa1@gmail.com

আমরাই একমাত্র
যারা সর্বোচ্চ সুবিধার
নির্ভরযোগ্য
নিশ্চয়তা
প্রদান করি

ZAM ZAM
TRAVEL US

আমাদের সার্ভিস সমূহ

- এয়ার টিকেটিং
- হজ্ প্যাকেজ — সার্ভিস প্রোভাইডার
- হোটেল বুকিং
- ভিসা প্রোসেসিং
- ওমরাহ্ প্যাকেজ — সার্ভিস প্রোভাইডার

কেন আমাদের সার্ভিস নিবেন?

- ✓ বিশেষজ্ঞ দল
- ✓ যাচাইকৃত ভিসা চেকলিস্ট
- ✓ প্রিমিয়াম সহায়তা
- ✓ নিখুঁত ভিসা আবেদন পরিষেবা

ZAM ZAM TRAVEL US
in a Partnership with
إثراء الخير ITHRAA ALKHAIR

এয়ার লাইন সমূহ

SAUDIA · QATAR AIRWAYS · Emirates · TURKISH AIRLINES

ঢাকা অফিস
+88 017 1133 6292
Tropical Mollah Tower
Shop no: 08 (4th Floor), Progoti Sharoni
Middle Badda, Dhaka 1212, Bangladesh

নিউইয়র্ক অফিস
+1 718 395 9697
37-15 73 Street (Suite-207),
Jackson Heights, NY-11372
zamzamtravelus

www.zamzamtravelus.com   zamzamtravelus@gmail.com

Marriage Media

পাত্র-পাত্রী

খুজছেন সন্ধান দাতা

আপনি বিয়ে করে আমেরিকাতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে চান?

সকল ধর্ম, সকল বর্ণের ইমিগ্রান্ট/ননইমিগ্রান্ট, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, ফার্মাসিস্ট, নার্স, ফেডারেল জব, প্রাইভেট জব, ব্যবসায়ী, ট্যাক্সি ড্রাইভার, ছাত্র/ছাত্রী, ডিভোর্স, বিধবা ও (বয়স্ক) পাত্র-পাত্রী।

৫০টি স্টেটের বাঙ্গালি পরিবারের সাথে যোগাযোগ। সাফল্যতার সাথে অগ্রগতি।

আল্লাহর হুকুম ছাড়া কিছু হয় না আমি উছিলা মাত্র।

খান ভাই

646-637-7590

Email: khanma663@gmail.com

COOL Multiservices LLC

Real Estate, Tax, Insurance & Consultancy
We Offer Mortgage
Wireless Communication Limo Service

শাহ্ হামজার স্মরণে
বিশ্বাসের উত্তরাধিকার, উৎকর্ষতার ভবিষ্যৎ

১৯৯৯ সাল থেকে কুল মাল্টিসার্ভিসেস এলএলসি আমাদের কমিউনিটির একটি নির্ভরযোগ্য ভরসার নাম। দীর্ঘ এই পথচলায় আমরা সততা, নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের মাধ্যমে মানুষের আস্থা অর্জন করেছি।
আজ আমরা গর্বের সাথে জানাচ্ছি—আপনার পরিবারের ভবিষ্যৎ আরও নিরাপদ ও সুন্দর করে গড়ে তুলতে আমরা আমাদের সেবার পরিধি ও দক্ষতা আরও বিস্তৃত করেছি।
আপনি যদি ট্যাক্স সংক্রান্ত সহায়তা চান, কিংবা নিজের স্বপ্নের একটি বাড়ির খোঁজে থাকেন—যে দলকে আপনি বছরের পর বছর বিশ্বাস করেছেন, সেই দল আজও আপনার পাশে আছে।

আমাদের প্রধান সেবাসমূহ

* ট্যাক্স প্রস্তুতি ও পরামর্শ
  দ্রুত, নির্ভুল ও সর্বোচ্চ রিটার্ন নিশ্চিত করার জন্য অভিজ্ঞ সহায়তা।
* মর্টগেজ ও ঋণ সমাধান (প্রি এপ্রোভাল)
  সহজ শর্ত, প্রতিযোগিতামূলক সুদের হার ও ব্যক্তিগত গাইডলাইন।
* রিয়েল এস্টেট সেবা
  বাড়ি কেনা বা বিক্রি—বাজার বিশ্লেষণ করে আপনাকে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সহায়তা।

আপনার স্বপ্নের বাড়ির শুরু এখান থেকেই

প্রথমবার বাড়ি কিনছেন?
আপনাকে আন্তরিক স্বাগতম।
এই প্রক্রিয়াকে জটিল মনে করার কোনো কারণ নেই। আমরা প্রথমবার বাড়ি কিনতে আগ্রহীদের জন্য প্রি-অ্যাপ্রুভালসহ প্রতিটি ধাপে পাশে থেকে সহায়তা করি, যাতে আপনার "স্বপ্নের বাড়ি" বাস্তবে রূপ নেয়।

কুল-এর সাথে যুক্ত হয়ে উপভোগ করুন
২৫ বছরেরও বেশি সময়ের সততা, অভিজ্ঞতা ও পেশাদার সেবার নিশ্চয়তা।

: যোগাযোগ :
১৯৭০১ হিলসাইড অ্যাভিনিউ, হলিস, নিউ ইয়র্ক ১১৪২৩

৭১৮-৮০৩-৮২০০

ইমেইল: coolmultiservicesllc@gmail.com

হ্যান্ডস অন ফিজিক্যাল থেরাপি রিহাবিলেইশন

এ. ভূঁইয়া
এলআইসি. ফিজিক্যাল থেরাপিস্ট

আপনি কি নিম্নে উল্লেখিত যে কোন ব্যথায় ভুগছেন?
তাহলে আজই যোগাযোগ করুন।
আমাদের আছে ২০ বছরের অভিজ্ঞতা।

* পিঠ ব্যথা
* গাড় ব্যথা
* বাহু ব্যথা
* কব্জি ব্যথা
* হাঁটু ব্যথা
* পায়ের পাতা ব্যথা
* পায়ের আঙ্গুল ব্যথা

ক্লিনিক খোলা থাকার সময়
সোমবার থেকে শুক্রবার
সকাল ১০.০০-সন্ধ্যা-৭টা
শনিবার
সকাল ১০.০০-বিকাল-৪টা
রবিবার বন্ধ

আমরা প্রায় সব ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি

আমরা ইংলিশ, স্প্যানিশ, হিন্দি, বাংলা ও আরবীতে কথা বলি

75-17 41 Ave. Elmhurst, NY 11373
(Corner of 76th St & Broadway)
170-08 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432
Tel : 917-832-7824, Cell : 718-696-7002
Fax : 917-832-6100

হোমিও চিকিৎসা

জ্যাকসন হাইটস এর বাংলাদেশ প্লাজার নীচ তলায়

ডাঃ এফ হক
হোমিওপ্যাথিক কনসালট্যান্ট
DI. Hom (USA)
(Diploma in Homeopathy)

ব্যথা, পাইলস, গ্যাস্টিক, কিডনি ও প্রস্রাবের সমস্যা, যৌন ও চর্মরোগ সহ সব ধরনের জটিল রোগ।

হোমিও ভিটামিন সেলিং সেন্টার
Homeo & Vitamin Selling Center

এপয়েন্টমেন্ট এর জন্য কল করুন
347-596-3111, 347-485-8020

জ্যাকসন হাইটস অফিসঃ (বাংলাদেশ প্লাজা) (দুপুর ২টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত)
৩৭-১৫ ৭৩ স্ট্রিট (Lower Level), জ্যাকসন হাইটস, নিউ ইয়র্ক।
ব্রুকলিন অফিসঃ (সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত)
৪৭৫ ম্যাকডোনালস্ এভিনিউ, (৩য় তলা), ব্রুকলিন, নিউ ইয়র্ক।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
BANGLADESH SOCIETY INC, ELECTION-2026
বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক
নির্বাচন ২৫ অক্টোবর, রবিবার-২০২৬
সেলিম-আলী
পরিষদ
আপনাদের সাথে নিয়ে আরও তিন বছর
আরও অগ্রগতি • আরও অর্জন
নতুন প্রজন্মের জন্য আরও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ সোসাইটি
অনুগ্রহ করে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
B1
আতাউর রহমান সেলিম
সভাপতি পদপ্রার্থী
Athaur Rahman Salim, President
B4
মোহাম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী
Mohammad Ali, General Secretary
B2
মো: মহিউদ্দীন দেওয়ান
সিনিয়র সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী
Md. Mohiuddin Dewan, Sr. Vice President
B3
মো: কামরুজ্জামান কামরুল
সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী
Md. Kamruz Zaman, Vice President
B5
হারুন চেয়ারম্যান
সহ-সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী
Harun Chairman, Asst. General Secretary
B6
নওশাদ হায়দার
কোষাধ্যক্ষ পদপ্রার্থী
Nowshad Haider, Treasurer
B7
ডিউক খান
সাংগঠনিক সম্পাদক পদপ্রার্থী
Md. Z.H. Khan (Duke Khan), Organizing Secretary
B8
অনিক রাজ
সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদপ্রার্থী
Mostofa Anik Raj, Cultural Secretary
B9
রিজু মোহাম্মদ
জন সংযোগ ও প্রচার সম্পাদক পদপ্রার্থী
Razu Mohammed, Public Relation & Publicity Sect.
B10
মুনসুর আহমেদ
সমাজকল্যাণ সম্পাদক পদপ্রার্থী
Mansur Ahammad, Social Welfare Secretary
B11
রুমানা আহমেদ
সাহিত্য সম্পাদক পদপ্রার্থী
Rumana Ahmed, Literary Secretary
B12
হাসান খান
ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক পদপ্রার্থী
Hasan Khan, Sports & Ent. Secretary
B13
এএসএম মাইন উদ্দীন (বাবলু)
স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক পদপ্রার্থী
Asm Main Uddin (Bablu), School & Edu. Secretary
B14
শাহনাজ হোসেন
মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক পদপ্রার্থী
Shahanaz Hossain, Woman & Children Secretary
B15
জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী
যুব ও তথ্যপ্রযুক্তি সম্পাদক পদপ্রার্থী
Jahangir Shahid Suhrawardhy, Youth & IT Secretary
B16
মো: উজ্জ্বল বিপুল
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
Md. Uzzal Bipul, Executive Member
B17
সারওয়ার খান বাবু
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
Sarwor Khan Babu, Executive Member
B18
মো: এ মান্নান
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
Mohammed A Mannan, Executive Member
B19
শামীম আহমেদ
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
Shamim Ahmed, Executive Member
B20
মো: আব্দুল মালেক খান
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
Md. Abdul Maleque Khan, Executive Member
B21
কাজী রবিউজ্জামান
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
Kazi Rabiuzzaman, Executive Member
অনুগ্রহ করে সেলিম-আলী পরিষদে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
মেশিনের দ্বিতীয় সারিতে সেলিম-আলী পরিষদে (B1 থেকে B21) পর্যন্ত অনুগ্রহ করে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
PLEASE CAST YOUR VOTE IN 2ND ROW (B1 to B21) FOR SALIM-ALI PANEL
প্রচারে: সেলিম-আলী নির্বাচন পরিচালনা কমিটি

দিল্লিতে বাংলাদেশসহ ১১ মার্কিন রাষ্ট্রদূতদের বৈঠক

৬২ পৃষ্ঠার পর

বিষয়ক ব্যুরোর আওতাধীন ১১টি দেশের মার্কিন রাষ্ট্রদূত ও মিশনপ্রধানরা আঞ্চলিক কৌশলগত, অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা অগ্রাধিকার নিয়ে সমন্বয় করেছেন। সম্মেলনে যুক্ত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে মার্কো রুবিও এক্সে জানান, কাজাখস্তান, কিরগিজস্তান, তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান, বাংলাদেশ, ভারত, মালদ্বীপ, নেপাল, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ও মিশনপ্রধানদের সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি।

রুবিও বলেন, মার্কিন রাষ্ট্রদূতরা আমেরিকাকে আরও নিরাপদ, শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ করতে গর্বের সঙ্গে কাজ করছেন।

টাইমস স্কয়ারে ১০ ও ১১ অক্টোবর মহালয়া ও দুর্গোৎসব

৬২ পৃষ্ঠার পর

(সিএবি) সভাপতি ও সংগঠনের উপদেষ্টা অশোক রক্ষিত, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ হিন্দু কমিউনিটির সমাজসেবক নবেন্দু দত্ত, সহসভাপতি শশধর হাওলাদার, সাধারণ সম্পাদক নিরুপমা সাহা, বেদান্ত সোসাইটির সভাপতি রিনা সাহা, আড্ডা একাডেমির প্রধান পরিচালক আলপনা গুহ, আয়োজক কমিটির কর্মকর্তা অনুপম দত্ত, রোহান রাওয়াত ও সোমা মুখার্জি।

এ ছাড়া সংগীত সাধনা একাডেমির প্রধান পরিচালক মালবিকা চ্যাটার্জি, নৃত্যাঞ্জলি একাডেমির প্রধান পরিচালক চন্দ্রা ব্যানার্জী এবং পূজার পুরোহিত প্রধান চক্রবর্তী সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন।

সংগঠনের সভাপতি শশধর হাওলাদার জানান, ১০ অক্টোবর শনিবার সকাল ১১টায় সত্যম রায় চৌধুরীর চণ্ডীপাঠের মধ্য দিয়ে মহালয়ার অনুষ্ঠান শুরু হবে। এরপর নিউইয়র্কে বেড়ে ওঠা শিশু-কিশোরদের কণ্ঠে গীতাপাঠ অনুষ্ঠিত হবে। গীতাপাঠ পরিচালনা করবেন তৃপ্তি চৌধুরী।

এরপর মালবিকা চ্যাটার্জির পরিচালনায় সংগীত সাধনা একাডেমির উদ্বোধনী সংগীতানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। চন্দ্রা ব্যানার্জীর পরিচালনায় নৃত্যাঞ্জলির ৬০ জনের বেশি শিল্পী নৃত্য পরিবেশন করবেন। পাশাপাশি বাফা ও আড্ডার শিল্পীরাও অংশ নেবেন। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ও নিউইয়র্কের জনপ্রিয় শিল্পী শাহ মাহবুব এবং পশ্চিমবঙ্গের শিল্পী মেঘনা দাশ গুপ্ত সংগীত পরিবেশন করবেন। দ্বিতীয় দিন ১১ অক্টোবর রবিবার সকাল ১০টায় দুর্গাপূজা শুরু হবে। বিকেল ৩টায় অনুষ্ঠিত হবে অঞ্জলি। এদিন নৃত্যাঞ্জলির শিল্পীদের পরিবেশনায় বিশেষ ধুনুচি নাচ থাকবে। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পী দিয়ালিনী রায়ের পরিবেশনার পাশাপাশি জোজো মুখার্জি ও তাঁর ব্যান্ডের কনসার্ট অনুষ্ঠিত হবে। অতিথি শিল্পী হিসেবে ঋদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায়ও অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন বলে জানান সাধারণ সম্পাদক নিরুপমা সাহা।

যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের কর্মী সভা অনুষ্ঠিত

৬২ পৃষ্ঠার পর

আতিকুল হক আহাদ, সাবেক ক্রীড়া সম্পাদক মিজানুর রহমান মিজান, আমানত হোসেন আমান, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক শামীম মাহমুদ, নিউইয়র্ক স্টেট যুবদলের সাবেক সাবেক সাধারণ সম্পাদক রেজাউল আজাদ ভূঁইয়া। প্রধান অতিথি যুবদলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম নয়ন তার বক্তব্যে যুবদলের নেতাকর্মীদেরকে সাংগঠনিক দিকনির্দেশনা দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের নতুন কমিটি গঠনের আশ্বাস প্রদান করেন। জাতিসংঘের ৮১তম অধিবেশনে যোগদানের জন্য প্রধানমন্ত্রীর নিউইয়র্ক সফরকালে যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের নেতাকর্মীদের সহযোগিতা ও কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করে ধন্যবাদ জানান। তিনি বর্তমান সরকারকে সহযোগিতা করতে বৈধ উপায়ে রেমিটেন্স পাঠানোর জন্য প্রবাসী বাংলাদেশীদেরকে আহ্বান জানান।

বাংলাদেশ সীমান্তে মিয়ানমারের বিমান হামলায় জাতিসংঘের গভীর উদ্বেগ

৬২ পৃষ্ঠার পর

চালানো এই বর্বরোচিত হামলার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ ও তীব্র নিন্দা জানিয়েছে জাতিসংঘ। এ খবর দিয়েছে বার্তা সংস্থা। প্রতিবেদনে বলা হয়, রাখাইনের কিয়াকতাও শহরের একটি ব্যস্ত বাজারে সোমবার দুপুরে এই বিমান হামলা চালানো হয়। জান্তাবিরোধী সশস্ত্র গোষ্ঠী আরাকান আর্মি (এএ) এবং স্থানীয় ত্রাণকর্মীরা জানান, হামলায় এখন পর্যন্ত ৫০ জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে এবং অন্তত ৫৮ জন আহত হয়েছেন। উদ্ধার হওয়া মরদেহের মধ্যে বহু নারী ও শিশু রয়েছে। ২০০টিরও বেশি দোকানপাটে ঘেরা ওই বাণিজ্যিক কেন্দ্রে হামলার সময় রাখাইন, রোহিঙ্গা ও হিন্দুসহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিপুলসংখ্যক সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন। ফলে নিহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার ভলকার টুর্ক।

জাতিসংঘের মুখপাত্র স্টিফেন ডুজারিক এক ব্রিফিংয়ে মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, মহাসচিব এই নৃশংস হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন এবং অবিলম্বে বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করে আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেন, এই প্রাণঘাতী হামলা প্রমাণ করে যে রোহিঙ্গাদের মতো বাস্তুচ্যুত মানুষদের অংশে প্রত্যাবাসনের টেকসই পরিবেশ এখনো তৈরি হয়নি। অন্যদিকে আরাকান আর্মির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, জান্তা বাহিনী উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে জনবহুল বাজার, স্কুল ও আবাসিক এলাকা লক্ষ্য করে বোমা বর্ষণ করছে। এ হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে তারা সর্বশক্তি দিয়ে পাল্টা জবাব দেবে।

KARNAFULLY TRAVEL INC.
(Approved Travel Agent)

IATA arc Approved

দীর্ঘ দেড় যুগের বেশী
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

কর্ণফুলি ট্রাভেল

আই এন সি.

Airlines Partners : ALL MAJOR AIRLINES Including Local Domestic Tickets

সৌদি হজ্ব মন্ত্রণালয় অনুমোদিত
উমরাহ্ ট্রাভেল এজেন্ট

প্যাকেজঃ হজ্ব ভিসা ও উমরাহ্ ভিসা

আমাদের সুবিধা

নিজস্ব অফিস থেকে সরাসরি ARC এর মাধ্যমে যেকোন এয়ারলাইন্স এর টিকেট ইস্যু করে থাকি। অফিস সপ্তাহে ৭ দিন খোলা সকাল ১০:০০টা – রাত ১০:০০টা। তুলনামূলকভাবে বছরের যেকোনো সময় অত্যন্ত কমমূল্যে টিকেট প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়।

উমরাহ ভিসা আমাদের অফিস থেকে সরাসরি প্রসেস করা হয়। নিজস্ব হোটেলের মাধ্যমে প্রতি বছর দুই থেকে আড়াই হাজার ওমরা হাজীদের যাবতীয় সেবা দিয়ে থাকি।

718 205 6050, 718 205 6055, 917 691 7721

371673 Street. Suite 201 FR. Jackson Heights NY 11372

E-mail : karnafullytravel@yahoo.com, msalim@karnafullytravel.com

Web: www.karnafullytravel.com

জ্যাকসন হাইটস, উডসাইড এ নিরিবিলি পরিবেশে

বাংলাদেশী ডাক্তার

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Internal Medicine
Geriatric Medicine

শামীম আহমেদ এম, ডি

- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
- ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।

35-30 , 64th Street, Woodside NY 11377 (Subway E, F, R, N, V, G, 7)

TEL: 718-205-6561

Starling Car Service LLC
Best Choice for your trip

একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

- 24 Hours Service
- Experienced & Professional Driver
- Affordable Price
- Airport Service
- Long Distance - Short Distance Hourly Service
- Special Occasions Service
- Wheelchair Available
- Corporate Transporation

Please Contact:
Md. Kamroul Hasan
President & CEO
718-612-8825

2115 Starling Ave
2nd Fl, Bronx
NY 10462
Tel: 718-612-8825
914-294-1845
Email: starlingcarservice@gmail.com

We arrange
Base Letter & Base Affiliate

Amader Service.com
Your Trusted Service Partner

আমাদের সেবাসমূহ

ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট
১. ইভেন্ট ডেকোরেশন
২. ফুড সাপ্লাই
৩. ফটোগ্রাফী
৪. ভিডিওগ্রাফী

হোম সার্ভিস
১. ফার্নিচার সেটআপ
২. ইলেট্রিক্যাল
৩. প্লাম্বিং
৪. রিপিয়ারিং (কনস্ট্রাকশন)
৫. সার্ভিলেন্স ক্যামেরা

অফিস এ্যাডভাইজারী
১. ভিসা প্রসেসিং
২. পাসপোর্ট রিনুয়াল
৩. যেকোন ধরণের ইমিগ্রেশন ফরম
৪. ডিএমভি সার্ভিস
৫. ইবিটি, ফুড ষ্ট্যাম্প, রেন্টাল এসিসট্যান্ট
৬. হোম কেয়ার

এছাড়াও আমরা বাংলাদেশে বাড়ি, প্লট, জমি ক্রয়-বিক্রয় করে থাকি এবং আপনার বিল্ডিং ম্যানেজমেন্ট এর দায়িত্ব নিয়ে থাকি।

Get all services you need in one place from professional expart, at home!

এ্যাপসটি ডাউনলোড করে আপনার মোবাইল থেকে সরাসরি অর্ডার করুন।

GET IT ON Google Play
GET IT ON App Store

CONTACT
+1 917 519 1151, +1 929 569 9350, +1 347 659 8410
www.amaderservice.com

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন

STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all Your Professional Photography Like events News Conference Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MIFPO
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

নিউইয়র্কে বিমান আসার কোন সুখবর নেই

৬৪ পৃষ্ঠার পর

ঢাকাকেন্দ্রের উপর কোন বিধি নিষেধ ছিল কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে হুমায়ূন কবির বলেন, অবশ্যই না। এসব অবস্থার ও গুজব। দেশে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাকায় প্রধানমন্ত্রী এবার সফর সংক্ষিপ্ত করেছেন। দেশের অপচয় না করার জন্যই তিনি স্বল্প সময় ও ছোট একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে জাতিসংঘে এসেছিলেন।
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখপাত্র মাহদী আমিন বলেন, প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘ সফরের শেষ দিনে প্রধান ৩টি আরব দেশের সাথে বৈঠক করেছেন। দেশগুলো হচ্ছে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও কুয়েত। প্রত্যেকটি দেশের পক্ষ থেকেই প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে সফরের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী স্বল্পতম সময় কাটিয়েছেন জাতিসংঘে। ৪ দিনে ৩৫টি অনুষ্ঠান ও বৈঠকে যোগ দিয়েছেন। তিনি দেশের কথা বলার পাশাপাশি বিশ্বময় শান্তি প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন।

ফাউন্ডেশন ফর বেটার ওয়ার্ল্ড'র টেলিভিশন ডিবেট ৭ অক্টোবর

৬৪ পৃষ্ঠার পর

নির্বাচনকে ঘিরে টেলিভিশন ডিবেটের আয়োজন করা হয়েছে। কমিউনিটির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে "আমরা ভবিষ্যতে একটি জনকল্যাণমূলক বাংলাদেশ সোসাইটি দেখতে চাই" এই বিষয় নিয়ে একটি নির্বাচনী ডিবেট অনুষ্ঠিত হবে। সঞ্চালনা করবেন সাংবাদিক খালেদ মহিউদ্দিন। প্রার্থী আতাউর রহমান সেলিম, মোহাম্মদ আলী এবং অন্য প্যানেলের আজমল হোসেন কুনু, ফিরোজ আহমেদ এবং স্বতন্ত্র থেকে রাব্বী সৈয়দ ডিবেটে অংশগ্রহণ করবেন। আগামী ৭ই অক্টোবর সন্ধ্যা সাতটায় জ্যাকসন হাইটস-এ 'সানাই রেস্টুরেন্টে' বিশেষ এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং ফেসবুক লাইভ এর আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে শুধুমাত্র আমন্ত্রিতদের অংশগ্রহণের সুযোগ রাখা হয়েছে বলে জানা যায়।

মিষ্টির আসনে উপনির্বাচন ৯০ দিনের মধ্যে

৬৪ পৃষ্ঠার পর

কমিশনার আবুল রহমানেল মাছউদ এ কথা জানান। শূন্য আসনটি পূরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়কেও অনুরোধ করেছে সংসদ সচিবালয়।
মিরপুরে রাজা এমপিএইচ-একাপি সেন্টারে হামলা, লুটপাট ও ভাঙচুরের ঘটনায় মিষ্টির সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ ওঠে। এ অভিযোগ ঘিরে সমালোচনা শুরু হলে সংসদ সদস্য পদ থেকে মিষ্টিকে সরে দাঁড়ানোর নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এরমধ্যে বৃহস্পতিবার দুপুরে জাতীয় সংসদ ভবনে স্পিকারের দপ্তরে যান মিষ্টি। তিনি পদত্যাগ করায় বিকালে ২৩ নম্বর আসনটি শূন্য ঘোষণা করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে সংসদ সচিবালয়। নির্বাচন কমিশনার মাছউদ বলেন, আইন অনুযায়ী ৯০ দিনের মধ্যে উপ নির্বাচন দিয়ে আসনটি পূরণ করা হবে। এ শূন্য আসনের উপ-নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হবে। একটি আসনের বিপরীতে একাধিক প্রার্থী থাকলে তখন ভোট হবে; একক প্রার্থী বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হবেন। যে দল বা জোটের জন্য আসনটি বরাদ্দ, সেই দল বা জোটই শূন্য আসনটি পাবে।

যুক্তরাষ্ট্রের মসজিদের ইমামকে বহিষ্কারের রায়

১ পৃষ্ঠার পর

রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করবে। তিনি রায়টিকে "অত্যন্ত হতাশাজনক" বলে অভিহিত করেছেন। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, "ফিলিস্তিনে ন্যায়বিচার ও সঠিক কাজের পক্ষে অবস্থান নেওয়া থেকে আমি বিরত থাকব না।" আইনি লড়াইয়ের সমস্ত সুযোগ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সাহুরুকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা যাবে না। তিনি দাবি করেন, তাকে পশ্চিম তীরে ফেরত পাঠানো হলে তার জীবন ঝুঁকির মুখে পড়বে।
উইসকনসিনের বৃহত্তম মসজিদ-ইসলামিক সোসাইটি অফ মিলওয়াকি জানিয়েছে, সাহুরু তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন। তারা বলেন, 'ফিলিস্তিনি ও মুসলিম পটভূমি এবং ফিলিস্তিনিদের অধিকারের পক্ষে সোচ্চার হওয়ার কারণেই সাহুরুকে লক্ষ্যবস্তু করা হচ্ছে।'
ইসরায়েল-অধিকৃত পশ্চিম তীরে বেড়ে ওঠা সাহুরুকে মার্চ মাসের শেষের দিকে ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইস পুলিশ) সংস্থা আটক করেছিল। তবে জুনের মাঝামাঝি সময়ে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়, কারণ একজন ফেডারেল বিচারক মত দিয়েছিলেন যে, সাহুরু বাক-স্বাধীনতার চর্চার জেরে প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপের শিকার হওয়ার যে দাবি তুলেছেন, তা যথেষ্ট জোরালো এবং এর ফলে তার আটকাদেশ বেআইনি বলে গণ্য হতে পারে।
মঙ্গলবার গভীর রাতে শিকাগো অভিবাসন আদালতের বিচারক জেমি সাদিনার্দি সরকারের পক্ষের যুক্তিকে সমর্থন করেন। সরকার যুক্তি দিয়েছিল যে, স্নায়ুযুদ্ধ-যুগের 'ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ন্যাশনালিটি অ্যাক্ট'-এর আওতায় সাহুরু জাতীয় নিরাপত্তা ও পররাষ্ট্রনীতির জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তবে বিচারক সাহুরুর বিরুদ্ধে গ্রিন কার্ডের আবেদনে মিথ্যা তথ্য সংক্রান্ত অভিযোগ নাকচ করে দিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ এই রায়কে স্বাগত জানিয়েছে এবং বলেছে যে, বিচারক এই মামলায় তাকে বহিষ্কারযোগ্য সাব্যস্ত করার একাধিক কারণ বা ভিত্তি বহাল রেখেছেন।
ট্রাম্প ফিলিস্তিন-পন্থী বিদেশি বিক্ষোভকারীদের বহিষ্কারের চেষ্টা করেছেন, যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ হয়েছে সেখানে অর্থায়ন বন্ধের হুমকি দিয়েছেন, অভিবাসীদের সোশ্যাল মিডিয়া যাচাই-বাছাইয়ের নিয়ম চালু করেছেন এবং ইসরায়েলের সমালোচকদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। ট্রাম্পের অভিযোগ, ফিলিস্তিন-পন্থীরা ইহুদি-বিদ্বেষী (অ্যান্টি-সেমিটিক) এবং তারা চরমপন্থীদের সমর্থন করে। তবে অধিকারকর্মীরা-যার মধ্যে কিছু ইহুদি গোষ্ঠীও রয়েছে-বলেন যে গাজায় ইসরায়েলি হামলা এবং ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে ইসরায়েলের দখলদারিত্বের সমালোচনা করাকে ইহুদি-বিদ্বেষ বলা যায় না। এছাড়া ফিলিস্তিনিদের অধিকারের পক্ষে কথা বলাকে চরমপন্থাকে সমর্থনের সাথে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়। (তথ্যসূত্র-রয়টার্স)

ইসরায়েলের ওপর কেন ক্ষেপলো ডেমোক্র্যাটরা

১ পৃষ্ঠার পর

ওয়েস্ট ব্যাংকে ইসরায়েলের কর্মকাণ্ড নিয়ে মানবাধিকার বিষয়ক প্রতিবেদন তৈরির একটি প্রস্তাব এগিয়ে নেওয়ার পক্ষে প্রায় সব ডেমোক্র্যাট সিনেটর ভোট দিয়েছেন। পাশাপাশি দলের কেউ কেউ বসতি স্থাপনের কার্যক্রমের জন্য নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে শাস্তির প্রস্তাবও করছেন।
সাম্প্রতিক দিনগুলোতে তারা এমন কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে যা ইঙ্গিত দেয় যে, নভেম্বরের নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে তারা নতুন বসতি স্থাপন এবং ইহুদি রাষ্ট্রটির বিরুদ্ধে অন্যান্য কর্মকাণ্ডের জন্য নিষেধাজ্ঞা আরোপের পথে হাঁটবে। আগামী ৩ নভেম্বর মধ্যবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। অধিকাংশ জরিপেই কংগ্রেসের উভয় চেম্বার সিনেট ও হাউজে ডেমোক্র্যাট পার্টি নির্বাচনী যুদ্ধে এগিয়ে রয়েছেন। রিপাবলিকান পার্টির অনেক নেতাও প্রকাশ্যে ওয়েস্ট ব্যাংকে ইসরায়েলের কর্মকাণ্ড ও বসতি গড়ে তোলার বিপক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সাথেও ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর শীতল সম্পর্ক চলছে।
মঙ্গলবার ২৯ সেপ্টেম্বর, একজন ছাড়া সিনেটের সব ডেমোক্র্যাট সদস্য একটি প্রস্তাব এগিয়ে নেওয়ার পক্ষে ভোট দিয়েছেন। এই প্রস্তাবটি ট্রাম্প প্রশাসনকে ওয়েস্ট ব্যাংকে ইসরায়েলের সহিংসতা-যার মধ্যে ফিলিস্তিনি-আমেরিকান নাগরিকদের মৃত্যুর ঘটনাও অন্তর্ভুক্ত-পর্যালোচনা করে মানবাধিকার প্রতিবেদন তৈরি করতে বাধ্য করা। এটি ছিল এমন এক ধরনের কঠোর পদক্ষেপ বা ভর্ৎসনা, যা একসময় অকল্পনীয় বলে মনে হতো।
প্রস্তাবটি শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। তবে এর প্রতি ডেমোক্র্যাটদের প্রায় সর্বসম্মত সমর্থন দলের নতুন মানসিকতার প্রতিফলন ঘটায়। তারা এখন এমন সব পদক্ষেপ গ্রহণে আগ্রহী যা আগে যুক্তরাষ্ট্র ও মধ্যপ্রাচ্যে তাদের ঘনিষ্ঠতম মিত্রের সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে অগ্রহণযোগ্য বা নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত হতো।
একই সাথে, প্রতিনিধি পরিষদ (হাউস) ও সিনেটের শীর্ষস্থানীয় ডেমোক্র্যাটরা এমন আইন প্রস্তাব করছেন যা বসতি স্থাপনের জন্য ইসরায়েলের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে। এর মাধ্যমে ইসরায়েলি কোম্পানি ও ব্যাংকগুলোকে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হচ্ছে যে, বসতি স্থাপনের কাজে জড়িত থাকলে তাদের শাস্তির মুখে পড়তে হবে। প্রতিনিধি পরিষদের প্রায় অর্ধেক ডেমোক্র্যাট সদস্য ইসরায়েলের সহায়তা বন্ধের পক্ষে ভোট দেওয়ার কয়েক মাস পর নেওয়া এই পদক্ষেপগুলো ইঙ্গিত দেয় যে, দলের মধ্যে কেবল অসন্তোষ প্রকাশের গণ্ডি পেরিয়ে এমন সব ব্যবস্থা গ্রহণের আগ্রহ বাড়ছে যা যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল সম্পর্কের কাঠামো বদলে দিতে পারে। মেরিল্যান্ডের ডেমোক্র্যাট সিনেটর এবং মানবাধিকার বিষয়ক এই প্রস্তাবের উদ্যোক্তা ক্রিস ভ্যান হোলেন বলেন, "আমার অনেক ডেমোক্র্যাট সহকর্মী এই উদ্যোগে শামিল হওয়ায় আমি আনন্দিত হলেও, এটা স্পষ্ট যে যুক্তরাষ্ট্রকে আরও অনেক কিছু করতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের করদাতাদের অর্থ যারা গ্রহণ করছেন, তারা যেন আমাদের আইন ও মূল্যবোধ মেনে চলেন-তা নিশ্চিত করা আমাদের দায়িত্ব।"
তিনি আরও বলেন, "এই প্রস্তাবটি এমন এক বাস্তবতার ওপর আলোকপাত করার সুযোগ করে দিয়েছে, যা সেই মূল নীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী।"
সিনেটে ৫১ বনাম ৪৭ ভোটে প্রস্তাবটি আটকে দেওয়া হয়। তবে নিউ ইয়র্কের সিনেটর ও সংখ্যালঘু দলের নেতা চাক শুমার ইসরায়েলের কট্টর সমর্থক। তিনি সহ ডেমোক্র্যাট দলের প্রায় সবাই এই প্রস্তাবের পক্ষে সমর্থন জানিয়েছিলেন। একমাত্র ডেমোক্র্যাট হিসেবে বিপক্ষে ভোট দেন পেনসিলভানিয়ার সিনেটর জন ফেটারম্যান, যিনি ইসরায়েলের একজন অটল সমর্থক। তিনি টেক্সাসে অনুষ্ঠিত রিপাবলিকান পার্টির মধ্যবর্তী সম্মেলনে গিয়েও দলের নানা অবস্থানের বিরুদ্ধে ভাষণ দিয়েছেন। অন্যদিকে রিপাবলিকান পার্টির সিনেটর র‍্যান্ড পল ডেমোক্র্যাটদের সাথে মিলে এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেন।
এই পদক্ষেপটি পাস হলে স্টেট ডিপার্টমেন্টকে একটি উন্মুক্ত (অ-গোপনীয়) প্রতিবেদন তৈরি করতে হতো, যেখানে পশ্চিম তীরে ইসরায়েলের মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হতো। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকত-চলতি বছর ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারী বা ইসরায়েলি নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে নিহত সংখ্যক মার্কিন নাগরিকের মৃত্যুর ঘটনা তদন্তের কোনো প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা।
এ বছরের মধ্যবর্তী নির্বাচনের প্রচারণার সময় ইসরায়েল ও গাজা ইস্যু নিয়ে ডেমোক্র্যাট দলের মধ্যকার বিভাজন বারবার সামনে এসেছে। তবে এক্ষেত্রে ভোটগ্রহণের সময় এমন একটি বিষয়ে দলের মধ্যে প্রায় ঐকমত্য দেখা গেল, যা মাত্র দুই বছর আগেও খুব কম সমর্থন পেয়েছিল।
২০২৪ সালে, ভারমন্টের স্বতন্ত্র সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্স যখন গাজায় মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়েছে কি না-সে বিষয়ে পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিবেদন চেয়ে একটি প্রস্তাবের ওপর ভোটাভুটির উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তখন মাত্র ১১ জন ডেমোক্র্যাট প্রস্তাবটি এগিয়ে নেওয়ার পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। এবার একই ধরনের প্রস্তাবে ৪৬ জন ডেমোক্র্যাট সিনেটর পক্ষে ভোট দিয়েছেন। এটি যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতি ও প্যালেস্টাইন প্রশ্নে ডেমোক্র্যাটদের অবস্থান নতুন বার্তাই দিচ্ছে। ৩ নভেম্বরের নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটরা জিতলে পাল্টে যাবে মধ্যপ্রাচ্য প্রশ্নে ওয়াশিংটনের দৃষ্টিভঙ্গি। এমন ধারণাই পোষণ করছেন আমেরিকান রাজনীতিবিদরা।
ইসরায়েলের প্রতি ডেমোক্র্যাটিক ভোটারদের ক্রমবর্ধমান ক্ষোভের প্রেক্ষাপটে অনুষ্ঠিতব্য মধ্যবর্তী নির্বাচনের মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে এই বিষয়টি সামনে আসে। দলের কোনো কোনো সিনেটরের কাছে এটি ছিল সামরিক সহায়তা বন্ধ করার মতো চরম পদক্ষেপ না নিয়েও নেতানিয়াহু সরকারের কর্মকাণ্ডের প্রতি নিজেদের বিরোধিতা প্রকাশের একটি উপায়। তবুও, এটি অতীতের তুলনায় একটি স্পষ্ট পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়। কারণ অতীতে ইসরায়েলকে প্রশ্নবিদ্ধ করে এমন যেকোনো পদক্ষেপের বিরুদ্ধে অধিকাংশ ডেমোক্র্যাট প্রায় স্বয়ংক্রিয়ভাবেই ভোট দিতেন।
(সূত্র-নিউইয়র্ক টাইমস)

ঢালিউড অ্যাওয়ার্ডস ১০ অক্টোবর

৬৪ পৃষ্ঠার পর

মিউজিক্স' প্রেসিডেন্ট এবং সিইও খাইরুল ইসলাম খোকন অনুষ্ঠানের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। এছাড়া আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে উপস্থিত সাংবাদিকবৃন্দের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন রুমি আলিয়ান, জেএকএম রাসেল, আহসান হাবিব, সিফির আহমেদ, ইঞ্জিনিয়ার খালেক ও কামরুজ্জামান বকুল। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন শারমিনা সিরাজ সোনিয়া। আয়োজকদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ঢালিউড অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬-এর মূল অনুষ্ঠান আগামী ১০ অক্টোবর শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ড সিটির ইভানজেল চার্চ সেন্টারে অনুষ্ঠিত হবে।
এবারের আয়োজনে বিনোদন অঙ্গনের শিল্পী, অতিথি, বিভিন্ন পেশার বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের কথা রয়েছে। প্রবাসের মাটিতে বাংলা সংস্কৃতি ও বিনোদনকে আরও বিস্তৃতভাবে তুলে ধরার লক্ষ্যেই এ আয়োজন করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।
কর্মকর্তারা জানান, ঢালিউড অ্যাওয়ার্ডসে অংশগ্রহণকারি শিল্পীরা হচ্ছেন শাকিব খান, মিথিলা, পপিয়া, এস আই টুটুল, রিজিয়া পারভীন, লুইপা, বিন্দু কনা, চঞ্চল চৌধুরী, মৌসুমী, আসিফ হাসান, তমা মির্জা, শিরিন শিলা, জেরাফন, নাদিয়া খান মাহি, মিশা সওদাগর ও আফজাল হোসেন। উল্লেখ্য কর্মকর্তাদের দেয়া তালিকার অধিকাংশ শিল্পী যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে বন্দুক হামলা বাড়াচ্ছে এআই!

৬৪ পৃষ্ঠার পর

পাওয়ার ঘটনা বাড়ছে বলে নতুন এক প্রতিবেদনে দাবি করেছে যুক্তরাষ্ট্রের বন্দুক সহিংসতা প্রতিরোধ বিষয়ক সংগঠন এভরিটাউন ফর গান সেফটি। সংগঠনটির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনায় হামলাকারীরা এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কথোপকথন ভিত্তিক ব্যবস্থার সাহায্য নিয়েছে। এসব ঘটনায় তথ্য ও আদালতের নথি পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রতিবেদনে ফ্লোরিডা স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী ফিনিক্স ইকনারের মামলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ২০২৫ সালের এপ্রিল মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ে গুলির ঘটনায় দুজন নিহত ও পাঁচজন আহত হন। ওই ঘটনায় হত্যার অভিযোগে ইকনারের বিরুদ্ধে মামলা চলছে।
আদালতের নথির বরাত দিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হামলার আগে ইকনার এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার একটি কথোপকথন ভিত্তিক ব্যবস্থার কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রকেন্দ্রে কখন সবচেয়ে বেশি মানুষ থাকে, কোন ধরনের গুলি বেশি ক্ষতি করতে পারে এবং আগ্নেয়াস্ত্র কীভাবে ব্যবহার করতে হয় এ ধরনের তথ্য জানতে চেয়েছিলেন।
ইকনারের শিকার হওয়া তিরু চাবার পরিবারের করা মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে, কথোপকথন ভিত্তিক ব্যবস্থাটি তাকে কিছু ব্যবহারিক তথ্যও দিয়েছিল। পরিবারের আইনজীবীদের দাবি, এসব কথোপকথন ইকনারের বিভ্রান্ত ধারণাকে আরও জোরালো করেছিল এবং হামলার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তাকে উৎসাহিত করেছিল। তবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির আইনজীবীরা এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাদের দাবি, ওই কথোপকথন ভিত্তিক ব্যবস্থা সহিংসতার নিন্দা করেছে এবং ইকনারের পরিকল্পনা সম্পর্কে না জেনে এমন তথ্য দিয়েছে, যা অন্যান্য প্রকাশ্য উৎস থেকেও পাওয়া সম্ভব।
এভরিটাউনের প্রতিবেদনে কানাডার ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার টাম্বলার রিজে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে সংঘটিত গুলির ঘটনাটিও উল্লেখ করা হয়েছে। ওই ঘটনায় জেসি ভ্যান রুটসেলার আটজনকে হত্যা করেন বলে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। আদালতের নথি অনুযায়ী, আগের একটি হিসাব বন্ধ করে দেওয়ার পর নতুন হিসাব খুলে তিনি আবারও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে হামলার পরিকল্পনা চালিয়ে যেতে পেরেছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে।
প্রতিবেদনে আত্মহত্যার কয়েকটি ঘটনাও তুলে ধরা হয়েছে। অন্তত পাঁচটি মামলায় পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, কথোপকথনভিত্তিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আত্মহত্যার চিন্তায় থাকা ব্যক্তিদের সেই চিন্তাকে আরও উসকে দিয়েছে। এসব অভিযোগ নিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে মামলাও হয়েছে।

বিদেশি কর্মিদের লাখ ডলারের ভিসা ফি স্থগিত

৬৪ পৃষ্ঠার পর

ফেডিক সিলিয়াম রায় এই রায় দেন। ট্রাম্পের এই ফি কার্যকর করার আগে ইউএস সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস (ইউএসসিআইএস)) এবং পররাষ্ট্র দপ্তর প্রয়োজনীয় নিয়ম-প্রণয়ন প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।
ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার নিয়োগপ্রাপ্ত বিচারক সিলিয়াম ইউনিয়ন, নিয়োগকর্তা এবং অলাভজনক সংস্থাগুলোর একটি জোটের অনুরোধ মঞ্জুর করেছেন। এই জোটটি অক্টোবরে একটি মামলা দায়ের করেছিল এবং মামলার ফলাফল না আসা পর্যন্ত ট্রাম্পের ফি কার্যকর করা থেকে সংস্থাগুলোকে বিরত রাখার আবেদন জানিয়েছিল।
২০টি অঙ্গরাজ্যের দায়ের করা একটি পৃথক মামলার রায়ে বোস্টনের একজন ফেডারেল বিচারক জুন মাসে সাময়িকভাবে এই ফি আটকে দিয়েছিলেন। জুলাই মাসে বোস্টন-ভিত্তিক একটি আপিল আদালত সেই সিদ্ধান্ত স্থগিত করতে অস্বীকৃতি জানায়।
আগস্ট মাসে ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি প্রায় ১ লাখ ৩ হাজার ডলারের একটি স্থায়ী ফি চালুর উদ্যোগ নেয়। তা আটকে দিল মাননীয় আদালত। এই মামলাগুলোতে মূলত প্রেসিডেন্টের একতরফাভাবে এমন ফি নির্ধারণের ক্ষমতার বিষয়টিকেই কেন্দ্র করা হয়েছে।
মামলার রায়ের এ বিষয়ে মন্তব্যের অনুরোধে হোয়াইট হাউস তাৎক্ষণিক কোনো সাড়া দেয়নি।
বাদীদের প্রতিনিধিত্বকারী বামপন্থী আইনি সংগঠন ডেমোক্রেসি ফরওয়ার্ড এক বিবৃতিতে এই রায়কে স্বাগত জানিয়েছে। সংগঠনটির আইনজীবী স্টিভ ক্রেনার বলেন, "আজকের এই সিদ্ধান্ত... এমন একটি ব্যবস্থাকে সুরক্ষা দিচ্ছে যা রাতারাতি বিশৃঙ্খলার মুখে পড়েছিল।"
দেশের বৃহত্তম ব্যবসায়িক লবিং গ্রুপ ইউএস চেম্বার অফ কমার্স এই ফি-র বিরুদ্ধে তৃতীয় মামলাটি দায়ের করেছে। ট্রাম্পের এই ফি নির্ধারণের কোনো এখতিয়ার ছিল না-এমন দাবি খারিজ করে দেওয়া বিচারকের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে চেম্বারটি আপিল করছে।
এইচ-১বি কর্মসূচির আওতায় যুক্তরাষ্ট্রের নিয়োগকর্তারা বিশেষায়িত ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিদেশি কর্মীদের নিয়োগ দিতে পারেন। বিশেষ করে প্রযুক্তি কোম্পানিগুলো এইচ-১বি ভিসা পাওয়া কর্মীদের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল।
এই কর্মসূচির আওতায় প্রতি বছর ৬৫ হাজার ভিসা দেওয়া হয়। এ ছাড়া উচ্চতর ডিগ্রিধারী কর্মীদের জন্য আরও ২০ হাজার ভিসা বরাদ্দ থাকে। যার মেয়াদ তিন থেকে ছয় বছর পর্যন্ত হতে পারে।
ট্রাম্পের আদেশের ফলে এইচ-১বি ভিসা পাওয়ার খরচ অনেক বেড়ে গেছে। অথচ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে আগে এর জন্য সাধারণত ২ হাজার থেকে ৫ হাজার ডলারের মতো ফি লাগত।
এই ফি আরোপের ক্ষেত্রে ট্রাম্প ফেডারেল অভিবাসন আইনের আওতায় প্রেসিডেন্টের সেই বিশেষ ক্ষমতার কথা উল্লেখ করেন, যা যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে এমন নির্দিষ্ট কিছু বিদেশি নাগরিকের প্রবেশ সীমিত করার সুযোগ দেয়। তিনি অভিযোগ করেন যে, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো এইচ-১বি কর্মসূচির অপব্যবহার করেছে এবং আমেরিকান কর্মীদের বদলে কম খরচের বিদেশি কর্মীদের নিয়োগ দিয়েছে।
ট্রাম্প প্রশাসন এইচ-১বি ভিসা আবেদনকারীদের আরও কঠোরভাবে যাচাই-বাছাই করার নির্দেশ দিয়েছে এবং ভিসার জন্য এমন একটি নতুন বাছাই প্রক্রিয়া প্রস্তাব করেছে যা অধিক দক্ষ ও বেশি বেতনভুক্ত কর্মীদের অগ্রাধিকার দেবে।
(তথ্যসূত্র-রয়টার্স)

সেন্টার ফর এনআরবি ব্র্যান্ডিং বাংলাদেশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত

৬৪ পৃষ্ঠার পর

প্রবাসীদেরকে নিয়ে সাইড লাইনে একটি সেমিনারের আয়োজন করে থাকে সেন্টার ফর এনআরবি। এবারো ৮১তম জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ অধিবেশনের সাইডলাইনে এমন একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয় গত ২৭ সেপ্টেম্বর রোববার বিকেলে ম্যানহাটনের ডাবলট্রি হিলটন হোটেলে। 'সিভিল সোসাইটি এনগেজমেন্ট ফর ব্র্যান্ডিং বাংলাদেশ' শীর্ষক আন্তর্জাতিক এক আলোচনা সভায় বিদেশে বাংলাদেশকে তুলে ধরতে বেসরকারি খাত ও তরুণ প্রজন্মকে যুক্ত করার উপর গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা ও ব্র্যান্ডিংয়ের জন্য জোর দিয়েছেন বক্তাগণ।
অনুষ্ঠানে অর্থনীতিবিদ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর আহসান এইচ মনসুরসহ বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক, প্রবাসী বাংলাদেশি এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী নেতারা বক্তব্য দেন। মূল আলোচনায় অর্থনীতিবিদ আহসান এইচ মনসুর বলেন, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রবাসীদের, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে যুক্ত করা এখন অত্যন্ত জরুরি। তরুণরা তাদের দক্ষতা, মেধা ও সক্ষমতা দিয়ে দেশকে পরিবর্তন করে দিতে পারে। অতিথি বক্তা হিসেবে লন্ডনের ওয়ালিং কাউন্সিলের ডেপুটি মেয়র সেলো চৌধুরী লন্ডনসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত প্রবাসীদের দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে আরও বেশি সম্পৃক্ত করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।
সভাপতির বক্তব্যে সেন্টার ফর এনআরবির চেয়ারপারসন এম এস সেকিল চৌধুরী বলেন, "প্রতি বছর জাতিসংঘে সাধারণ অধিবেশনের সময় সারা বিশ্বের মানুষের চোখ থাকে নিউইয়র্কে। এ সময়ে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হলে তা সহজেই বিশ্ববাসীর নজরে আসে। সেন্টার ফর এনআরবি একটি বেসরকারি অলাভজনক গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে এই বিশ্বমঞ্চে 'ব্র্যান্ডিং বাংলাদেশ' কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।" তিনি আরও বলেন, "শুধু সরকারি কাজ দিয়ে একটি দেশকে বিশ্বদরবারে তুলে ধরা সম্ভব নয়; বেসরকারি খাত ও ব্যক্তি উদ্যোগকে এগিয়ে আসতে হবে। এনআরবি সেন্টার কেবল জাতিসংঘেই নয়, প্রতি বছর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গিয়ে এমন আয়োজনের মাধ্যমে বিদেশি অংশীজন ও প্রবাসীদের সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করছে।"
নতুন প্রজন্মের ভূমিকার কথা তুলে ধরে সেকিল চৌধুরী বলেন, "সরকারকে আমরা সবসময় বলি, নতুন প্রজন্মকে ব্র্যান্ডিং প্রক্রিয়ায় ব্যাপকভাবে যুক্ত করতে হবে। কারণ তাদের হাতে আধুনিক প্রযুক্তি ও অফুরন্ত কর্মশক্তি রয়েছে। সরকার যেন দেশে ও প্রবাসে থাকা এই তরুণ প্রজন্মের সাথে যোগাযোগ আরও বাড়ায়। আনন্দের বিষয় হলো, বর্তমানে রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন ব্যবস্থাপনায় প্রবাসীদের অংশগ্রহণ আগের চেয়ে বাড়ছে। এনআরবিদের পক্ষে নিরবচ্ছিন্নভাবে কথা বলতে পারার কারণেই আজ তারা নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে যুক্ত হচ্ছেন।"
সম্মেলনে অংশ নেওয়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত প্রবাসী বাংলাদেশিরাও দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে নিজেদের অবস্থান থেকে কাজ করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তারা বলেন, প্রবাসী বাংলাদেশিরা শুধু অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি রেমিট্যান্সই পাঠাচ্ছেন না, বরং নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে মেধার স্বাক্ষর রেখে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাচ্ছেন। নাগরিক সমাজের সক্রিয় ভূমিকা ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই বিশ্বমঞ্চে একটি ইতিবাচক ও আত্মনির্ভর বাংলাদেশের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, নাভ আমেরিকার গ্লোবাল চেয়ারম্যান ইয়োশি ইকোতা, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডাঃ ওয়াজেদ খান, পরিবেশবিদ হৈমা ইসলাম, অর্থনীতিবিদ ডক্টর শওকত আলী, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী গল খান, ইমাম শেখ জুনায়েদ, এডভোকেট নাসির চৌধুরী, ডাঃ জুয়েল চৌধুরী, মুনার আহমান চৌধুরী, কণ্ঠশিল্পী শুভ্র দেব, লিগ অব আমেরিকার শাহিনা শিকদার ডাই, রওশান হক, রিয়েল্টর নাসির খান, কমিউনিটি নেতা আব্দুর রহিম, অপটিমিষ্ট এর চেয়ারম্যান শামিম আহমেদ, সৈয়দা ফাওজিয়া মুন্নী, জেএমসির নির্বাহী সদস্য জুলফিকার হায়দার, সৈয়দ আতিক, আব্দুল নবিন ও নিউ ইয়র্ক ইলেকশন বোর্ডের কর্মকর্তা মামুন মামুন।

পায়ের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Bangladeshi Foot Specialist

Dr. Sadi Alam

পায়ের কোন সমস্যায় ভুগছেন ?

নিউইয়র্কে বাংলাদেশী চিকিৎসকের পরামর্শ নিন

ডায়াবেটিক রোগীদের ইন্স্যুরেন্সের মাধ্যমে ডায়াবেটিক জুতা দেওয়া হয়।

We Accept Wellcare, Fidelis, Medicare, Metroplus, Healthfirst and other private insurances.

Our Office Locations

01 16605 Highland Ave, Suite L-1, Jamaica, NY 11432
02 264-02 Hillside Ave, Floral Park, NY 11004
03 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
04 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
05 7721 101th Ave, Ozone Park, NY 11416
06 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

Phone: 347-509-4470, Fax: (646) 845-1861

আজই আপনার ডাক্তারকে রেফারেলের জন্য জিজ্ঞাসা করুন।

Call for Appointment

ESTD 2017

Tribune Training Academy

Workplace Safety Training School

40-38 75th Street,
Jackson Heights, NY 11373
(718) 790-2664
tribunest@gmail.com
www.tribunest.com

40-HR OSHA/SST: $400

Tribune Training Academy is an outstanding institution with a proven track record of excellence that has made it a top player in the field of safety and technical training. Based in New York City, our esteemed organization has continuously set the standard for quality education through our unwavering commitment to providing the very best in certification training. Below are a list of some of the courses we offer:

- 30 Hour OSHA Training
- 40 Hour OSHA/SST
- 62 Hour Supervisor SST
- 4,16 & 32 Hour Scaffold
- 8-Hour EPA Lead Renovator
- NYS Security Guard License
- Fire Guard/FSD Training
- Work-zone Flagger
- Forklift/Scissor Lift Operator
- Defensive Driving Course

40-HR OSHA/SST: $400 (LIMITED TIME OFFER)

Get your 40-Hour OSHA/SST Training for only $400. This is a limited time offer only and this rate will not be honored once this promotional rate ends.

আমেরিকা তথা নিউইয়র্ক এ একটি গর্বিত বাড়ির মালিক হতে চান?

আমরা স্বাচ্ছন্দ্য মুল্যে বাড়ি ক্রয় বিক্রয়ে নিশ্চয়তা দিয়ে থাকি।

REALTOR® MLS EQUAL HOUSING LENDER

KAZI N JALAL
Licensed Sale Agent

ARA REALTY SERVICES INC

A full Service Real Estate Brokerage of Professional Company

158-10 84th DriveJamaica, NY 11432
Email: realtornykazi@gmail.com
Office: 917-417-6766
Cell: 516-439-0156

CHAUDRI CPA P.C.

FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING

Sarwar Chaudri, CPA, MBA

ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ

tax refund

IRS e-file Provider

Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution

Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)

JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com

BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

জব জব হেল্প জব

Job Help Application Processing Service

917-500-3937

OUR SERVICES

- পোষ্টাল জব
- ফেডারেল জব
- স্টেট জব
- এম. টি. এ জব
- সিটি জব
- রেজুমী তৈরী
- কভার লেটার
- সিটিজেনশিপ এপ্লিকেশন প্রসেসিং
- নিউ পাসপোর্ট/রিনিয়েল
- ডুয়েল সিটিজেনশিপ
- ফুড স্ট্যাম্প
- ডিজএবিলিটি (SSI)
- সোশ্যাল সিকিউরিটি (SS)
- রিটারম্যান্ট বেনিফিট

Md. Ali
B.Sc. LLB
Chittagong University
Retired Govt. Officer
Bangladesh

148-45, Hillside Ave, 2nd Fl, Suite 204
Jamaica, NY 11435

Phone/Fax: 917-200-6160

আমাদের প্রতিশ্রুতি – নিরাপত্তা, নিশ্চয়তা ও সাশ্রয়ী মূল্যের ইন্স্যুরেন্স সেবা প্রদান করা

EnR Insurance BroKerage

একটি বিশ্বস্ত এবং অভিজ্ঞ বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

4122 75th Street
Elmhurst, NY 11373
(718) 310-0413

আমাদের ইন্স্যুরেন্স সেবাসমূহঃ

হোম ইন্স্যুরেন্স
- Home/ Co-op/ Condo/Renters
- High Value Home
- Vacant Property/ Land
- Builders Risk

Home Business
Masjid, Church & Temple
Umbrella Insurance & More

কমার্শিয়াল ইন্স্যুরেন্স
- Commercial Property
- Commercial Package Policy
- Business Owners Policy
- Disability Insurance
- Workers' Compensation
- Professional Liability
- Construction Insurance
- One Day Event

আমরা মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স সেবাও দিয়ে থাকি
Providers: HealthFirst, VNS, United, WellCare, Aetna, Fidelis Care

Home Insurance Carriers
DB Insurance, Hyundai, Liberty Mutual, Otsego Mutual, Travelers, Associated Mutual, Sterling, Kingstone, Security Mutual & More.

Mohammed Tohin, Broker
info@enrinsurance.com
Fax: (718) 650-2245
www.enrinsurance.com

LIBERTY REAL ESTATE SCHOOL

NYS Approved Real Estate School

রিয়েলএস্টেটের লাইসেন্স করুন বছরে লক্ষ ডলার আয় করুন

বিস্তারিত তথ্য এবং ক্লাসের সময় সুচি জানতে কল করুন **+1 (929) 393-8620**

- SALESPERSON COURSE : 75 HOURS
- CONTINUING EDUCATION : 22.5 HOURS
- BROKER COURSE : 45 HOURS

YOU LEARN :

The easiest way to buy and sell a home
Learn for Being a professional Realtor or for knowledge
Buying and selling a home as an investment
The market price of house goes up and down
Buy for profit, sell for profit (fix-flip)
What to do to buy your own house
Rules of buying and selling properties
Different types of mortgage loans

Jackson Heights Office: 37-22 73rd Street, Suite 2A
Jamaica Office: 167-16 Hillside Avenue
917 781 0647, 929 399 9352
libertyrealestateschool@gmail.com

TOUR Packages

১ দিনের ট্যুর (নিউইয়র্ক থেকে)

বস্টন ভ্রমণ	$ ১১৯
আমেরিকান ড্রিম মল	$ ৩০
ওয়াশিংটন ডিসি	$ ১০৯
ফিলাডেলফিয়া (চেরি ব্লসম)	$ ১০৯
লেগোল্যান্ড, নিউইয়র্ক	$ ১৪৮
চুয়াং ইয়েন মনাস্ট্রি ও মহাযান টেম্পল	$ ৭৮
ফল সংগ্রহ ও হ্যাপি ফার্ম	$ ৬৮
ড্রিম ধার্ম (সুইস টাউন, পেনসিলভেনিয়া)	$ ৮৮
লিউইন ফার্মস, ল্যাভেন্ডারস বাই দ্য বে ও ট্যাঙ্গার আউটলেটস	$ ৬০
শ্রী স্বামিনারায়ণ মন্দির (রবিনসভিল) ও লংউড গার্ডেন্স	$ ৬৮
লং আইল্যান্ড গেম ফার্ম, শিশুদের চিড়িয়াখানা, ভান্ডারবিল্ট মিউজিয়াম ও প্ল্যানেটেরিয়াম	$ ৬৮

২ দিনের ট্যুর

ফিলাডেলফিয়া+ওয়াশিংটন ডিসি	$ ২৪৮
কেপ মে	$ ৩৪৮
স্টারপেজিং ট্যুর	$ ৩৪৮
নিউ হেভেন+রোড আইল্যান্ড+বস্টন	$ ২৫৮
নায়াগ্রা+ওয়াটকিন্স গ্লেন+ফিঙ্গার লেক	$ ১৮৮
অ্যালিস টাউন ও মার্থাস ভিনইয়ার্ড	$ ৩৩৮
থাউজ্যান্ড আইল্যান্ডস+কর্নেল ইউনিভার্সিটি+ওয়াইনারি	$ ২৮৮
শ্রী স্বামিনারায়ণ মন্দির+আমিশ ফার্ম+হার্শি চকলেট ওয়ার্ল্ড	$ ৩১৮
ওয়াশিংটন ডিসি (চেরি ব্লসম)+স্মিথসোনিয়ান+ওল্ড টাউন আলেক্সজান্দ্রিয়া	$ ১৯৮

৩ দিনের ট্যুর

নায়াগ্রা ফলস+বস্টন	$ ৩২৮
নায়াগ্রা ফলস+থাউজ্যান্ড আইল্যান্ডস	$ ৪২৮
ওয়াশিংটন ডিসি+নায়াগ্রা ফলস	$ ২৮৮
নায়াগ্রা ফলস+টরেন্টো+থাউজ্যান্ড আইল্যান্ডস	$ ৪৬৮
বস্টন+পোর্টল্যান্ড+আকাডিয়া ন্যাশনাল পার্ক	$ ৪৯৮

বুকিং ও তথ্যের জন্য আজই যোগাযোগ করুনঃ

ট্যুরস্ এন্ড ফান

136-21 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11418
917-378-4921, 929-928-5001
info@toursandfun.com | www.toursandfun.com

আমরা মেক্সিকো, দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ এবং এশিয়াতেও ট্যুর প্যাকেজের ব্যবস্থা করি।

আরামদায়ক পরিবহন • অভিজ্ঞ গাইড • পরিবার ও গ্রুপের জন্য বিশেষ ছাড়!

MINA BAZAR

মিনা বাজার

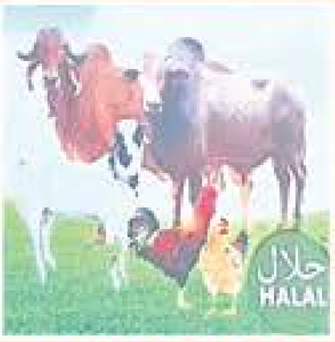

71-10 35th Ave

SUPERMARKET & FRESH ZABIHA HALAL MEAT • FISH • FRUITS & VEGETABLES

718-639-6462

জ্যাকসন হাইটস'র ৩৫ এভিনিউতে ফ্রেশ মাছ -মাংস এবং তাজা শাক-সবজি ও ফল-মূল সহ নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর সমাহার নিয়ে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত !

* সুলভ মূল্য ও সততাই আমাদের বৈশিষ্ট
* সর্বদা টাটকা ও ফ্রেশ পণ্য সরবরাহ করা হয়
* ছোট -বড় সব ধরণের দেশীয় মাছ পাওয়া যায়

আমরা কোরবানীর অর্ডার নিচ্ছি

মিনা বাজার সুপার মার্কেট

MINA BAZAR SUPER MARKET

71-10 35TH AVENUE, JACKSON HEIGHTS

718-639-6462

আয়কর ICOR TAX & CONSULTING
MAXIMIZE YOUR REFUND
CLAIM EVERY CREDIT & DEDUCTION YOU DESERVE
Tax Prep & Consulting Services for Individuals & Businesses
Our Services
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
• Individual Tax Preparation (Form W-2, 1098, 1099 ...)
• Business Tax Preparation (Corporation, LLC, Partnership, Not-for-Profit ...)
• Self-Employed Tax Preparation (Uber, Lyft, Taxi ...)
• Amended Tax Preparation
• Sales Tax Preparation
• Tax Planning & Consulting
• Year-Round Support
Notary, Immigration, RAPID DIVORCE, Insurance – 7702 Plan, Copy, Scan, Print, E-mail ...
• BUSINESS SETUP LLC, INC., Not-for-Profit, Nonprofit...
Notary Public
1040
W-2
You Can Trust Us for Accurate, Reliable, and Professional Tax Filing.
30 MINUTES NO OBLIGATION FREE CONSULTATION
Md Mukhter Hossain, CEO
Financial Service Consultant
347-266-3376, 646-651-0945
TAX
Nadira Hossain, MA
Tax Assistant
646-651-2787
ICOR Multi Services Inc.
icormultis@gmail.com
7226 Roosevelt Ave, Suite - 201, Jackson Heights, NY 11372

আয়কর ICOR TAX & CONSULTING
PAY LESS TAXES
PROVEN TAX STRATEGIES
The IRS won't tell you which CREDITS & DEDUCTIONS you are missing--but I WILL.
Small Business Owners, Rental Property Owners, Self-Employed Individuals, and Investors...
Discover what you have been overlooking ...
Customize Tax Planning Can Maximize Your Tax Savings
Tax-Advantaged Accounts are Dedicated Savings Vehicles--Specially Designed to Give You and Your Family Extra Tax Benefits in Exchange for Saving Money for Specific Goals- Like: Retirement, Education, Wealth Creation, Financial Security ...
• Retirement Plans – 401(k), IRA, Roth IRA ...
• Education plans – 529 Plan, Coverdell ESA, UGMA/UTMA ...
• Health Savings Account – HSA
• Flexible Savings Account – FSA
• Achieving a Better Life Experience Account – ABLE
• Tax-efficient investment – ETFs, Index Funds ...
• Tax-advantaged investment – Municipal Bond, Treasury Bond ...
INSURANCE LIFE HEALTH DISABILITY
Income Continuation Plan – 7702 Plan – Permanent Life Insurance is a Hybrid Financial Tool / Unique Blend of Financial Protection for you & your business, assets and family / Tax Exempt Financial Asset: MULTI-PURPOSE FUND for you to access for any reason without penalty & taxes – Emergencies, Education, Retirement, Opportunities ... while FINANCIAL SECURITY & TAX-FREE INCOME for your family and loved ones.
Estate Planning : can be used to Equalize Inheritances or Provide Funds For Estate Taxes...
I am a Professional Financial Coach, Tax Advisor, and Licensed Insurance Broker
I am happy to assist you with your Financial Planning, Tax Planning, Budgeting, Debt Management, and Insurance Needs
Md Mukhter Hossain, CEO
Financial Service Consultant
ICOR Multi Services Inc.
7226 Roosevelt Ave, Suite - 201, Jackson Heights, NY 11372
347-266-3376, 646-651-0945 icormultis@gmail.com

HP
HAVEN POINT
HOME CARE INC.
A Home Health Care Consultant
PCA HOME CARE SERVICE
আমরা সর্বোচ্চ রেট পেতে সহযোগিতা করছি
আপনি কি PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদানে সহায়তাসহ হোম কেয়ার সংক্রান্ত সকল প্রকার সহযোগিতা করে থাকি।
ডে কেয়ারের
সেবা নিলে পাচ্ছেন
সর্বোচ্চ সুযোগ সুবিধা
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন:
470 447 8625
917 519 1151
ডে কেয়ার ও হোম কেয়ার সেবা নিতে আজই যোগাযোগ করুন
1088 Liberty Ave. Brooklyn, NY 11208

First Time in NY
COMMUNITY CONNECT
Scan to Register
Tuesday June 17th, 2025
5.00 PM - 7.30 PM
150 State Street 4 FL
Albany 12207 NY
Speakers
The Next Bangladesh:
Powered by its Global Citizens (NRBs)
Quazi M. Ahmed
LLB, MBA (IBA), MA (Japan), IMP (NYU, USA), CISS (Norway)
Global Leadership Trainer & Coach
Founder & President, BOND
CEO, Global Center of Excellence, LLC
Cybersecurity Awarness:
Protecting Ourselves and Our Community
Mahbub Rahman
IT Professional & Career Coach
Founder & CEO at Sustain Secure and The Triple Zero LLC
Refreshments will be served
Hosted by
MAJESTIC TOUCH
Organizing Partners
BOND
SUSTAIN SECURE
QUAZI consultants
GLOBAL
EAGLES BOOST
triplezero
CXO GLOBAL ALLIANCE
America TECH

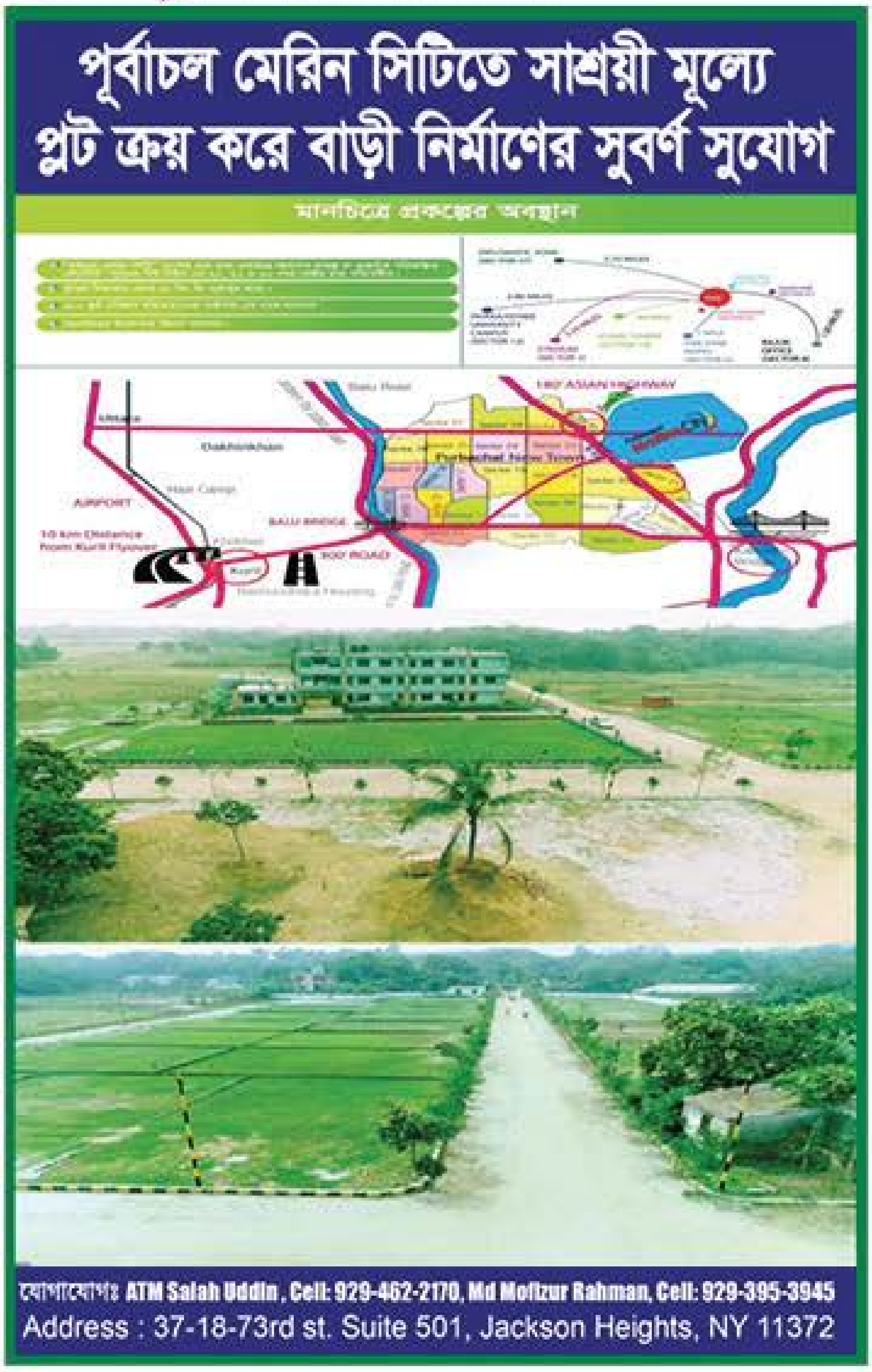
পূর্বাচল মেরিন সিটিতে সাশ্রয়ী মূল্যে
প্লট ক্রয় করে বাড়ী নির্মাণের সুবর্ণ সুযোগ
মানচিত্রে প্রকল্পের অবস্থান
যোগাযোগঃ ATM Salah Uddin, Cell: 929-462-2170, Md Mofizur Rahman, Cell: 929-395-3945
Address : 37-18-73rd st. Suite 501, Jackson Heights, NY 11372

Video & Photo
PRODUCTION
SERVICES
DFC TV
DREAM FRAME CREATIVE
Brand Videos
Event Coverage
Product Demos
Corporate Videos
Video Editing
সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য কনটেন্ট দরকার?
আমাদের হাতে তৈরি করুন ফাস্ট ও স্মার্টলি!
আমাদের সেবাসমূহ:
ইভেন্ট ফিল্মিং (বিয়ে, গায়ে হলুদ, জন্মদিন)
কর্পোরেট ও প্রোমোশনাল ভিডিও
সোশ্যাল মিডিয়া ও ইউটিউব কনটেন্ট
লাইভস্ট্রিমিং (Facebook, YouTube)
ডকুমেন্টারি
ইভেন্ট কভারেজ থেকে কর্পোরেট ভিডিও
—সবকিছু এক ছাতার নিচে!
Phone
(646) 457-6732
(929) 498-0979
Website
www.dfcreative.org
Location
Jamaica, NY 11432

UB GROUP
US BANGLA TAX & MULTISERVICES INC.
US BANGLA TECHNOLOGY & SUPPLIES INC.
US BANGLA DEVELOPER & PROPERTY INC.
Chandan Gupta
President
347-239-3408
Mostafezur Rahman
Vice President
646-361-0250
Authorized IRS e-file Provider
One Stop Services
37-47 73rd Street, Suite #217
Jackson Heights, NY-11372
Tel :718-255-6783
Fax:718-255-6783
usbanglagroup@yahoo.com
Services : Individual & Business Tax Services, Immigration Services,
Loan Modification, Real Estate Property Investment.

আপনার স্বপ্নের বাড়ীটি বেছে নিন
Dream Cottage Realty Inc
আমরাই আপনার এটর্নি, প্রি-অ্যাপ্রুভড
লোন সহ সকল ব্যাবস্থা করে থাকি।
শত ভাগ গ্যারান্টি
সবচেয়ে কম রেটের মর্টগেজে
সহযোগীতা প্রদান করা হয়
Fazle Shohag Khan
Licensed Real Estate Sales
Cell: 1-917 770 1341
Office: 1-516 800 5160
e-mail: shohag.khan@hotmail.com

Charles Rutenburg Realty Inc.
255 Executive Drive, Suite 104, Plainview, New York 11803
Office: (516) 575-7500 | Fax: (516) 575-7501
www.crrli.com

আমরা বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় করিতে সহায়তা করে থাকি।

OneKey® MLS

Shamsud Doha
Licensed Real Estate Salesperson
(718) 415-0013
doha57@aol.com

• RESIDENTIAL • CO-OP & CONDO • SHORT SALE • FORECLOSURES

We Speak বাংলা, English, हिन्दी العربية

ALAM MEDICAL

লং আইল্যান্ডে ডিয়ার পার্কে
আপনার পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা এখন
হাতের নাগালে।

Dr. Rehana Alam
DO, DPM
Board certified family medicine physician

আমাদের সেবাসমূহ :
- হেলথ চেকআপ।
- দীর্ঘস্থায়ী (ক্রনিক) রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থাপনা (ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও অন্যান্য)।
- রোগ প্রতিষেধক টিকা প্রদান।
- শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্যসেবা।
- নারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও সেবা, যার মধ্যে রয়েছে জরায়ুর ক্যান্সার নির্ণয়ের জন্য প্যাপ স্মিয়ার, গর্ভধারণ পরামর্শ ও মেনোপজ ব্যবস্থাপনা সহায়তা।

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

Contact us 631-778-4048 1755 Deer Park Ave, Deer Park, NY 11729
www.alammedical.com

WIN ZONE REALTY INC.
Licensed Real Estate Broker

Specialist on Residential & Commercial, Bank Own Properties, Short Sale, REO and Loan Modification.
Hard Money Loan Available.

রিয়েল স্টেট লাইসেন্স প্রাপ্ত আমেরিকাতে বাড়ি বেচা-কেনা ও লোন সংক্রান্ত বিষয়ে
বহু বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বিশিষ্ট রিয়েল্টর

Somnath Ghosh (SAM)
Licensed Real Estate Agent
Tel: (Direct)
646-597-1760

Office : 81-15 Queens Blvd
2nd FL, Elmhurst, NY 11373
Tel: 718-899-7000
Fax: 516-407-5615
Email:sstreamline@ gmail.com

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.

Direct Lender
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি

★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট

646-920-4799

আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য

- ব্যক্তিগত পরামর্শ
- ইন্টারেষ্ট রেট কম
- ইনভেষ্টমেন্ট
- ফ্রি এপ্রোভাল
- ফাষ্ট ক্লোজিং
- দ্রুত এবং বিশ্বস্ত

139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435
Akib Hussain

টাইমস স্কয়ারে দুর্গোৎসব ১০ ও ১১ অক্টোবর

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্ক সিটির টাইমস স্কয়ারে দ্বিতীয়বারের মতো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বর্ণাঢ্য মহালয়া ও দুর্গোৎসব। আগামী ১০ ও ১১ অক্টোবর দুই দিনব্যাপী এ উৎসবে থাকছে মহালয়ার চণ্ডীপাঠ, শিশু-কিশোরদের গীতাপাঠ, সংগীত ও নৃত্যানুষ্ঠান, পূজা-অর্চনা, অঞ্জলি, ধুনুচি নাচ এবং দেশ-বিদেশের জনপ্রিয় শিল্পীদের পরিবেশনা। গত ২৭ সেপ্টেম্বর এক সাংবাদিক সম্মেলনে উৎসবের বিস্তারিত তুলে ধরেন আয়োজকরা।

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের উপদেষ্টা ও কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল (সিএবি)-এর প্রেসিডেন্ট অশোক রক্ষিত, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ হিন্দু কমিউনিটির সমাজসেবক নবেন্দু দত্ত, সংগঠনের সভাপতি শশধর হাওলাদার, সাধারণ সম্পাদক নিরুপমা সাহা, বেদান্ত সোসাইটির প্রেসিডেন্ট রিনা সাহা, আজ্জা একাডেমির প্রধান পরিচালক আলপনা গুহ, আয়োজক কমিটির কর্মকর্তা অনুপম দত্ত, রোমান রাওয়াত ও সোমা মুখার্জি। এছাড়া সংগীত সাধনা একাডেমির প্রধান পরিচালক মালবিকা চ্যাটার্জি, নৃত্যাঞ্জলি একাডেমির প্রধান পরিচালক চন্দ্রা ব্যানার্জী এবং পূজার পুরোহিত প্রবাল চক্রবর্তীও সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন।

সাংবাদিক সম্মেলনের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য দেন সংগঠনের সভাপতি শশধর হাওলাদার। তিনি জানান, দ্বিতীয়বারের মতো টাইমস স্কয়ারে দুর্গোৎসব আয়োজনের সব প্রস্তুতি ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। আগামী ১০ অক্টোবর শনিবার সকাল ১১টায় সপ্তম রায় চৌধুরীর চণ্ডীপাঠের মধ্য দিয়ে শুরু হবে মহালয়ার অনুষ্ঠান। মহালয়ার দিনে নিউ ইয়র্কে বেড়ে ওঠা শিশু-কিশোরদের কণ্ঠে গীতাপাঠ অনুষ্ঠিত হবে। গীতাপাঠ পরিচালনা করবেন সুদীপা চৌধুরী।

এরপর মালবিকা চ্যাটার্জির পরিচালনায় সংগীত সাধনা একাডেমি পরিবেশন করবে উদ্বোধনী সংগীতানুষ্ঠান। উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ হবে নৃত্য পরিবেশনা। চন্দ্রা ব্যানার্জীর পরিচালনায় নৃত্যাঞ্জলির ৬০ জনেরও বেশি শিল্পী অংশ নেবেন এ নৃত্যানুষ্ঠানে। পাশাপাশি বাফা ও আজ্জার শিল্পীরাও নৃত্য পরিবেশন করবেন। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে আরও থাকছে বাংলাদেশ ও নিউ ইয়র্কের জনপ্রিয় শিল্পী শাহ মাহবুবের পরিবেশনা। পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত শিল্পী মেঘলা দাশ গুপ্তও কনসার্টে অংশ নেবেন।

দ্বিতীয় দিন, ১১ অক্টোবর রবিবার সকাল ১০টায় শুরু হবে দুর্গাপূজা। বিকেল ৩টায় অনুষ্ঠিত হবে অঞ্জলি। এদিন নৃত্যাঞ্জলির শিল্পীদের পরিবেশনায় থাকছে বিশেষ ধুনুচি নাচ। এদিন পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত শিল্পী নিয়াশিনী রায়ের পরিবেশনার পাশাপাশি জোজো মুখার্জি ও তাঁর ব্যান্ডের কনসার্টও অনুষ্ঠিত হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক নিরুপমা সাহা জানান, অতিথি শিল্পী হিসেবে বিশিষ্ট শিল্পী ঋদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায়ও অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন।

নিরুপমা সাহা গত বছরের মতো এবারও দুর্গোৎসবের অনুষ্ঠান সফল করতে সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সহযোগিতা কামনা করেন। সংগঠনের উপদেষ্টা অশোক রক্ষিত বলেন, নিউ ইয়র্কের টাইমস স্কয়ারের এই দুর্গোৎসব ইতোমধ্যে বিশ্ব বাঙালির অন্যতম বৃহৎ উৎসবে পরিণত হয়েছে। তিনি উৎসবে সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। নিউইয়র্ক বাংলাদেশ হিন্দু কমিউনিটির সমাজসেবক নবেন্দু দত্ত বলেন, নব্বই দশকের শুরুতে নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশি হিন্দুদের দুর্গাপূজা শুরু হয়।

সে সময় বাংলাদেশি হিন্দুরা পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের আয়োজিত পূজায় অংশ নিতেন। কিন্তু টাইমস স্কয়ারে দুর্গোৎসব শুরু হওয়ার পর এটি এখন সকল বাঙালির মিলন ও আনন্দের মহোৎসবে পরিণত হয়েছে। আয়োজকদের প্রত্যাশা, দুই দিনব্যাপী এ আয়োজনের মধ্য দিয়ে নিউ ইয়র্কে বসবাসরত বিভিন্ন প্রজন্মের বাঙালির মধ্যে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বন্ধন আরও দৃঢ় হবে। একই সঙ্গে টাইমস স্কয়ারের এই আয়োজন বিশ্বব্যাপী বাঙালি সংস্কৃতি ও দুর্গোৎসবের ঐতিহ্যকে আরও ব্যাপকভাবে তুলে ধরবে।

বিশ্বনেতাদের প্রশংসায় ভাসছেন পাইলট স্মিত মচ্ছর

১ পৃষ্ঠার পর

ধরনের দুর্ঘটনা এড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। রক্তাক্ত জীবনের ঝুঁকি ও রক্তাক্ত শরীর নিয়ে সাহসী ভূমিকা রেখেছেন। রক্ষা করেছেন ১৭৪ জন যাত্রীর প্রাণ তার নাম পাইলট ক্যাপ্টেন স্মিত মচ্ছর। ভারতীয় নাগরিক। বিমানের নিয়ন্ত্রণ নিজের কাছে রেখেই দরজা খুলে যাত্রী ও ক্রুদের ভেতরে প্রবেশের সুযোগ করে দেন। তারা হামলাকারি কো পাইলটকে ধরে ফেলেন। আর এতেই রক্ষা পায় 'ফ্লাইদুবাই' উড়োজাহাজ। দুবাই থেকে ইসরায়েলের তেল আবিবগামী ফ্লাইদুবাইয়ের এফজেড১০৭৩ ফ্লাইটে বুধবার ৩০ সেপ্টেম্বর এ ঘটনা ঘটে।

পাইলট ক্যাপ্টেন স্মিত মচ্ছর সারা দুনিয়ার প্রশংসায় ভাসছেন। পাইলট স্মিত মচ্ছরের সাহসিকতার প্রশংসা করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। নেতানিয়াহু তাকে 'সত্যিকারের নায়ক' হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

নেতানিয়াহু এক পোস্টে স্মিতের সাহসিকতার প্রশংসা করে বলেন, গুরুতরভাবে ছুরিকাহত হওয়ার পরও তিনি প্রতিরোধ করেন এবং ককপিটের দরজা খুলে দেন। এতে যাত্রী ও কর্মীরা হামলাকারীকে নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন এবং বড় ধরনের মাঝ-আকাশের বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হয়। তার হিসাবে, এই ঘটনায় ১৭৪ জনের জীবন রক্ষা পেয়েছে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও স্মিত মচ্ছরের প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন, ভয়াবহ বিপদের মধ্যে গুরুতর আহত হওয়ার পরও স্মিত অসীম সাহসিকতা দেখিয়েছেন এবং অন্যদের জীবন রক্ষার দায়িত্ব থেকে বিচ্যুত হননি। মোদীর বক্তব্য অনুযায়ী, পাইলটের সাহসিকতার কারণেই বিমানে থাকা বহু মানুষ বড় বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছেন। তিনি স্মিতের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় ভারতীয় পাইলটের সাহসিকতার প্রশংসা করেন। ট্রাম্প বলেন, পাইলট গুরুতর অবস্থায় ছিলেন, কিন্তু তারপরও তিনি বিচারবুদ্ধি হারাননি। তিনি স্মিতকে 'হিরো' হিসেবে উল্লেখ করেন।

তবে সহকারী পাইলটের কর্মকাণ্ডকে সন্ত্রাসবাদী হামলা হিসেবে চিহ্নিত করার বিষয়ে ট্রাম্প তখনও নিশ্চিত কোনো মন্তব্য করেননি। ঘটনার উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি নিয়ে তদন্ত চলছিল।

ইসরায়েল বলছে সন্ত্রাসী হামলার চেষ্টা

ঘটনার পর ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাৎজ এটিকে 'জিহাদি সন্ত্রাসী হামলার চেষ্টা' হিসেবে আখ্যা দেন। তবে এ ধরনের রাজনৈতিক বা নিরাপত্তা-সংক্রান্ত বর্ণনার বাইরে হামলার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আনুষ্ঠানিক তদন্তের ফল এখনো প্রকাশ হয়নি।

ফ্লাইদুবাই কর্তৃপক্ষও বলেছে, ঘটনার কারণ ও উদ্দেশ্য এখনো অজানা এবং তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে আগাম কোনো সিদ্ধান্তে না যেতে।

কে এই স্মিত মচ্ছর?

স্মিত মচ্ছর একজন ভারতীয় পাইলট এবং ফ্লাইদুবাইয়ের বোয়িং ৭৩৭ বহরের ক্যাপ্টেন। তিনি ২০২২ সালের জুনে ফ্লাইদুবাইয়ে যোগ দেন। এর আগে প্রায় ১১ বছর ভারতের স্পাইসজেটে কাজ করেছেন। সেখানে তিনি সিনিয়র কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্য পাইলটদের প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়নের কাজও করেছেন।

তার পেশাগত প্রোফাইল অনুযায়ী, বোয়িং ৭৩৭-৮০০ ও ৭৩৭ ম্যাক্স ৮/৯ উড়োজাহাজে তার প্রায় ৯ হাজার ৭৫০ ঘণ্টা উড্ডয়ন অভিজ্ঞতা রয়েছে। ফ্লাইদুবাইয়ে যোগ দেওয়ার পর তিনি সরাসরি ক্যাপ্টেন হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন।

টেক্সাসে নিখোঁজের ৪ দিন পর মিললো বাংলাদেশি উবার চালকের মরদেহ

১ পৃষ্ঠার পর

বিয়ানীবাজার উপজেলার মুড়িয়া ইউনিয়নের ছুলাদিয়া ত্রিমুখী এলাকার বাসিন্দা মরহুম আছাব উদ্দিনের কনিষ্ঠ পুত্র এবং আব্দুর রহিম ও ইসলাম উদ্দিনের ছোট ভাই। তবে তাদের আদি নিবাস বিয়ানীবাজার পৌরসভার শ্রীধরা গ্রামে। পুলিশ ও হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, গাড়ির ভেতরেই স্ট্রোক করে মারা যান তিনি। বৃহস্পতিবার পুলিশ মৃতদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করেছে। নিউইয়র্কে বসবাসরত আলী আহমেদের পারিবারিক বন্ধু ও জালালাবাদ এসোসিয়েশনের প্রচার সম্পাদক ফয়সল চৌধুরী প্রতিবেদককে বলেন, মরহুমের পরিবার লাশ গ্রহণ করেছে। আজই তাকে দাফন করা হবে।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, গত শুক্রবার জুমার নামাজ ও দুপুরের খাবার শেষে কর্মস্থল উবার চালানোর উদ্দেশ্যে বাসা থেকে বের হন আলী আহমেদ। তবে প্রতিদিনের মতো কাজ শেষে রাতে তিনি আর বাড়ি ফেরেননি। পরদিন শনিবার সকাল পর্যন্ত পরিবারের সদস্যরা তার মোবাইল ফোন বন্ধ পেয়ে সম্ভাব্য সকল আত্মীয়স্বজন ও পরিচিতদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কোথাও কোনো সন্ধান না পেয়ে একপর্যায়ে স্থানীয় পুলিশ স্টেশনে নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়। নিখোঁজের চার দিন পর মঙ্গলবার পুলিশ তার ব্যবহৃত নিজস্ব গাড়ি থেকেই আলী আহমেদের মরদেহ উদ্ধার করে। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও চার সন্তানসহ অসংখ্য আত্মীয়স্বজন এবং গুণাগ্রাহী রেখে গেছেন। আলী আহমেদের এমন আকস্মিক ও হৃদয়বিদারক মৃত্যুতে টেক্সাসসহ গোটা যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বিয়ানীবাজারবাসী ও প্রবাসী বাংলাদেশিদের মাঝে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

'ডেমোক্র্যাটরা জিতলে বাংলাদেশিরাও জিতে'

৬৪ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশি কমিউনিটির শতকরা ৯০ ভাগ মানুষই ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সমর্থক। গত ২৭ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত বাংলাদেশি মালিকানাধীন টেলিভিশন টাইম টিভির যুগপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্যকালে তিনি এ কথা বলেন। টাইম টিভির সিইও আবু তাহেরের সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে বিরোধী দলীয় নেতা আরও বলেন, আমরা এই কমিউনিটির সাথে কাজ করতে চাই। বাংলাদেশিরা কঠিন পরিশ্রমী, ভালো উদ্যোক্তা, ধর্মভীরু ও দেশপ্রেমিক। আমি আজ, আগামীকাল ও ভবিষ্যতেও এই কমিউনিটির সাথে থাকবো। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশেষ অতিথি কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেং বলেন, ৩ নভেম্বরের নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটদের জিততে হবে। এই দল জিতলে বাংলাদেশি কমিউনিটি জিতবে। অভিবাসীদের অধিকার রক্ষা হবে। আইস পুলিশের রশি টেনে ধরবো আমরা।

সভাপতির ভাষণে টাইম টিভির সিইও আবু তাহের বলেন, বিরোধী দলীয় নেতা হেকিম জেফরি আমাকে বলেছেন, তিনি বাংলাদেশ সফরে যেতে চান। ৩ নভেম্বরের নির্বাচনের জরিপগুলোতে ডেমোক্র্যাটদের বিজয়ের পূর্বাভাস দিচ্ছে। আর জিতলে হেকিম জেফরিই হবেন কংগ্রেসের স্পীকার। আশা করছি, তিনি স্পিকার হিসেবেই বাংলাদেশ সফর করবেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাংবাদিক মনজুর আহমেদ, মাহবুবুর রহমান, মঈন উদ্দীন নাসের, কুইন্স ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ এটর্নি মঈন চৌধুরী, শওকত আলী, ড. এনএম সালেহ উদ্দীন, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম, নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর জন লুইস, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট সালেহ উদ্দীন সাল, টাইম টিভির পরিচালক মেরি জোবায়দা ও সৈয়দ খসরু।

উল্লেখ্য আগামী ৩ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ৪৩৫ আসনের হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভসে নিজেদের আসনগুলো ধরে রেখে রিপাবলিক্যানদের আরও ৫টি আসনে পরাজিত করতে পারলেই ডেমোক্র্যাটিক পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হবে। আর কংগ্রেসের স্পীকার হবার প্রায় নিশ্চিত সম্ভাবনায় থাকবেন নিউইয়র্ক থেকে নির্বাচিত কংগ্রেসম্যান হেকিম জেফরি। কংগ্রেসের আপার হাউজ সিনেটেও ডেমোক্র্যাটরা জরিপে এগিয়ে আছে। এই দুটি চেম্বারে বিরোধী দল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি জিতলে ওয়াশিংটনে ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

Empire Care Agency
LHCSA Licensed Home Health Care
PCA / HHA SERVICE
WHY CHOOSE US?
We Pay The Highest Rate
Our Experienced Nurse Will Advocate for your more Hours
হোম কেয়ার সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন
আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট দিয়ে থাকি
NURUL AZIM
CEO
516-451-3748
OUR SERVICES
Skilled Nursing
Home Health Aides
Medicaiton Remindrs
Meal Preparation
Personal Care
Light Housekeeping
$23
Per Hour Giver to
PCA & HHA
Care Giver
WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH
119-40 Metropolitan Ave
Suite 101C, Kew Gardens
NY 11415
516-900-7860
Fax: 212-381-0649
Empirehcam@gmail.com

ঈদ উপলক্ষে
10%
DISCOUNT
DUO NEST
REAL ESTATE TUTORING CENTER
নিউ ইয়র্কে আপনার রিয়েল এস্টেট ক্যারিয়ার শুরু করুন
কোন অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই!
DUO NEST REAL ESTATE TUTORING- এ, আমরা আপনার লাইসেন্স পাওয়ার প্রক্রিয়া সহজ এবং ঝামেলামুক্ত করে তুলি
কেন রিয়েল এস্টেট লাইসেন্স নেবেন?
দ্রুত একটি নির্ভরযোগ্য আয় উপার্জন করুন।
নিউ ইয়র্কের ক্রমবর্ধমান রিয়েল এস্টেট বাজারে একটি সম্মানিত ক্যারিয়ার তৈরি করুন।
স্বাধীনভাবে বা নেতৃস্থানীয় রিয়েল এস্টেট সংস্থাগুলির সাথে কাজ করুন।
ধাপে ধাপে আর্থিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করুন।
আপনার সাফল্যের মাধ্যমে আপনার পরিবারকে গর্বিত করুন।
শক্তিশালী ইংরেজি দক্ষতা নেই? কাজের অভিজ্ঞতা নেই?
কোন চিন্তা নেই আমরা আপনাকে প্রতিটি ধাপে গাইড করার জন্য এখানে আছি।
আমাদের সুযোগ ও সুবিধা
এককালীন পেমেন্ট, কোন এক্সট্রা ফি নেই।
আপনি পাশ করে লাইসেন্স পাওয়া না পর্যন্ত অগণিত ক্লাস।
দ্রুত শেখার জন্য ব্যক্তিগত ১-অন-১ কোচিং
পরীক্ষায় আত্মবিশ্বাস বাড়াতে প্র্যাকটিস এক্সাম
সময় অনুযায়ী অনলাইন বা সরাসরি ক্লাস আপনার সুবিধামতো সময়ে
পরিষ্কার, সহজবোধ্য ইংরেজি ব্যাখ্যা
রিয়েল এস্টেট সম্পর্কিত শব্দ ও নিয়মাবলী সহজ বাংলায় ব্যাখ্যা
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
CALL US TODAY TO START YOUR REAL ESTATE CAREER
929-414-7746
929-608-6206
646-508-2434
duonest03@gmail.com
169-24 Hillside Ave, FL 2
Jamaica, NY 11432
www.duonest.us

সোসাইটির অ্যাকাউন্টে আছে মিলিয়ন ডলার

১ পৃষ্ঠার পর

কমিটির দক্ষতায় সোসাইটির অ্যাকাউন্টে প্রায় মিলিয়ন ডলার জমা আছে। যা অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে বেশি বলে জানানো হয়েছে। গত ২৮ সেপ্টেম্বর এস্টোরিয়াস্থ সোসাইটির কার্যালয়ে এ সংবাদ সম্মেলনে কাল্পনিক অভিযোগের দালিলিক প্রমাণ থাকলে তা উপস্থাপন করা এবং না থাকলে ভিত্তিহীন অভিযোগ থেকে সংশ্লিষ্টদের বিরত থাকার আহবান জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলনে ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান শাহ নেওয়াজ বলেন, আমি সোসাইটিকে বাড়ি কেনার জন্য অনুদান হিসেবে ১ লাখ ২৫ হাজার ডলার দিয়েছি। তা ফেরত নেয়া হবে না। বরং সোসাইটির আগামী নির্বাচনের পর যে বা যারাই

বিজয়ী হন না কেনো আমি তাদের সহযোগিতা করবো এবং বাংলাদেশ সেন্টার প্রতিষ্ঠা হবেই ইনশাআল্লাহ। নির্বাচন নিয়ে সোসাইটিতে কোন ধরনের মিথ্যা অভিযোগ বা অপতথ্য না ছড়াতে সবার প্রতি আহবান জানান তিনি।

সংবাদ সম্মেলনে ৮ পৃষ্ঠার লিখিত বক্তব্যের মাধ্যমে অভিযোগগুলোর ব্যাখ্যা তুলে ধরেন সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী। এরপর বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান শাহ নেওয়াজ, সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম ও মোহাম্মদ আলী। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন সোসাইটি ট্রাস্টিবোর্ডের সদস্য আজিজুর রহমান সুলতান, আব্দুর রহীম হাওলাদার, মোহাম্মদ আকতারুল আলম, আবলান হাবীব, জুনেদ চৌধুরী, ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার ও নাঈম টুটুল, কার্যকরি কমিটির সিনিয়র সহসভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, সহসভাপতি কামরুজ্জামান কামরুল, সাংগঠনিক সম্পাদক ডিউক খান, জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ, স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক মোহাম্মদ হানান (জিলানী), কার্যকরি সদস্য জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী, হান্নান খান প্রমুখ।

লিখিত বক্তব্যে মোহাম্মদ আলী বলেন, সম্প্রতি সোসাইটির কয়েকজন সদস্য বাংলাদেশ সোসাইটি বর্তমান কার্যকরী পরিষদ নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ কিছু মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর ও বাস্তবতাবিবর্জিত বক্তব্য দিয়ে আসছেন। যা কমিউনিটির মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। যা কোন ভাবেই কাম্য নয়। বর্তমান কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠানে ২০২৪ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিদায়ী কমিটি জানিয়েছিল- সোসাইটির অ্যাকাউন্টে প্রায় ৩ লাখ ৮৫ হাজার ডলার রয়েছে। কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে বুঝে নেওয়ার সময় অ্যাকাউন্টে মাত্র ১ লাখ ৩৫ হাজার ৬৭৩ ডলার ছিল। এছাড়া অভিষেক অনুষ্ঠানসহ পূর্ববর্তী কমিটির প্রায় ২০ হাজার ডলারের বকেয়া দায়ও এ কমিটি পরিশোধ করতে হয়েছে। তাই কার্যত মাত্র ১ লাখ ১৬ হাজার ডলারের নিট আর্থিক অবস্থান নিয়ে নতুন কমিটি দায়িত্ব নেয়। অর্থ কম থাকলেও গত ২০ মাসে জমকালো আয়োজনে বাংলাদেশ সোসাইটির ৫০ বছর পূর্তি উদযাপন, নিউইয়র্ক সিটির বাঙালি অধ্যুষিত চারটি এলাকায় মোট ৮টি ইফতার আয়োজন, ইমিগ্রেশন সেমিনার, এনআইডি কার্ড সংক্রান্ত সেমিনারসহ বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া, ধর্মীয় ও জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি, ফিউনারেল সহায়তা, সোসাইটির নিজস্ব কবরের ব্যবস্থাসহ নানা কর্মসূচির পরও গত ৩১ আগস্ট ২০২৬ পর্যন্ত সোসাইটির অ্যাকাউন্টে প্রায় এক মিলিয়ন ডলার (৯ লাখ ১৯ হাজার ডলার) রয়েছে।

তিনি বলেন, অভিযোগ করা হচ্ছে বর্তমান কমিটি ৭ লাখ ২৫ হাজার ডলার ব্যয় আত্মসাৎ করেছে। এর পক্ষে ন্যূনতম কোনো গ্রহণযোগ্য প্রমাণ থাকলে অভিযোগকারীরা যেন তা সোসাইটির সদস্যদের সামনে প্রকাশ করে। অথচ, জানুয়ারি-২০২৫ থেকে আগস্ট ২০২৬ পর্যন্ত সোসাইটির নিয়মিত অপারেটিং ব্যয় ২ লাখ ৫ হাজার ৪৭ ডলার এবং অনুষ্ঠান ও কর্মসূচির ৩ লাখ ২০ হাজার ৪১৮ ডলারসহ মোট ৫ লাখ ২৫ হাজার ৪৬৫ ডলার ব্যয় হয়েছে।

বাংলাদেশ সেন্টার ক্রয় নিয়েও বিভ্রান্তিকর বক্তব্য দেয়া হচ্ছে। দীর্ঘ অনুসন্ধান ও প্রাথমিক যাচাই-বাছাইয়ের পর জ্যামাইকা এলাকায় একটি ভবন পছন্দ হয়। কার্যকরী পরিষদ ও ট্রাস্টি বোর্ডের আলোচনার পর অ্যাটর্নির মাধ্যমে ৩১ অক্টোবর ২০২৫ ভবনটি শর্তসাপেক্ষ ক্রয়চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সোসাইটির পক্ষ থেকে ২ লাখ ডলার ডিপোজিট প্রদান করা হয়, যার মধ্যে ১ লাখ ২৫ হাজার ডলার বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান শাহ নেওয়াজ ব্যক্তিগতভাবে অনুদান হিসেবে প্রদান করেন। শর্ত ছিল ভবনটির কিছু ভায়োলেশন ও অন্যান্য অসঙ্গতি বিক্রেতা সমাধান করে দেবে। কিন্তু বিক্রেতা শর্ত পূরণ করতে না পারায় সোসাইটির বৃহত্তর স্বার্থে চুক্তি বাতিল করে ২ লাখ ডলারের পুরো ডিপোজিট ফেরত নেয়া হয়, যা বাড়ি ক্রয়ের জন্য আলাদা অ্যাকাউন্টে রক্ষিত আছে।

মোহাম্মদ আলী বলেন, সোসাইটির বর্তমান ভবনের ভায়োলেশন ও জরিমানা নিয়ে বিভ্রান্তিকর বক্তব্য দেয়া হচ্ছে। অথচ ভায়োলেশন ও আরোপিত জরিমানা পূর্ববর্তী সময় থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত। পূর্ববর্তী সময়ের বিভিন্ন ভায়োলেশন বাবদ প্রায় ৮২ হাজার ডলারের মত জরিমানা ছিল। বছরের পর বছর এক কমিটি থেকে আরেক কমিটির কাছে বিষয়টি চলে এসেছে। কিন্তু এর স্থায়ী সমাধান হয়নি। এ সংক্রান্ত তথ্য নিউইয়র্ক সিটির সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পাবলিক রেকর্ডে রয়েছে। বর্তমান কমিটি জরিমানা সম্পূর্ণ মওকুফের চেষ্টা করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে তা কমিয়ে প্রায় ৩১ হাজার ডলারে নিয়ে আসা হয়েছে।

ইফতারের খরচ নিয়েও ঢালাও অভিযোগ করে বলা হচ্ছে, বর্তমান কার্যকরী পরিষদ প্রতি ইফতার মাহফিলে প্রায় ৮৬ হাজার ডলার খরচ করেছে। অথচ দুই বছরে ৮টি ইফতার মাহফিলে এই ব্যয় হয়েছে। আবার এই ব্যয়ের মধ্যে ৪২ হাজার ৫৭০

ডলারের বেশি এসেছে বোর্ড অব ট্রাস্টির ও কার্যকরী পরিষদের সদস্য, স্পন্সর ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের সহযোগিতা থেকে। সোসাইটির ফান্ড থেকে ব্যয় হয়েছে ৪৬ হাজার ৪৩০ ডলার, গড়ে প্রতিটি ইফতার মাহফিলে মাত্র ৫ হাজার ৮০৩ ডলার। অতীতে একটি ইফতার মাহফিল আরো অনেক বেশি খরচ হতো। এসব ইফতার অনুষ্ঠানে প্রতিবছর প্রায় ১০০ থেকে ১৫০ বেশী শিশু-কিশোর ও নতুন প্রজন্মের অংশগ্রহণে কোরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে অনেক সময় এমন কিছু জরুরি খরচ আসে, যেখানে নগদ অর্থে পেমেন্ট করতে হয়। ফলে প্রয়োজনে কোনো দায়িত্বশীল কর্মকর্তা নিজের পকেট থেকে সোসাইটির অনুমোদিত খরচটি পরিশোধ করেন। পরে সেই খরচের যথাযথ রসিদ বা ভাউচার জমা দেওয়ার পর তা যাচাই-বাছাই করা হয় এবং ব্যয়টি সঠিক প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে তার নিজের খরচ করা অর্থ ফেরত দেওয়ার জন্য তার নামে চেক ইস্যু করা হয়।

সম্প্রতি বাংলাদেশ সোসাইটির হিসাব, অডিট এবং আর্থিক কার্যক্রম নিয়েও প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। অথচ, গত ডিসেম্বর মাসে বার্ষিক সাধারণ সভায় সিপিএ রিপোর্টসহ সোসাইটির আয়-ব্যয়ের বিস্তারিত সোসাইটির ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বড় এলইডি স্ক্রিনে তুলে ধরা হয়। যা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। বলা হচ্ছে বর্তমান কার্যকরী পরিষদ নাকি কবর বা ফিউনারেল সার্ভিসের অর্থ শেষ করে ফেলেছে। বরং বাস্তবতা হচ্ছে আরও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে ফিউনারেল ও কবর সংক্রান্ত অর্থের জন্য সম্পূর্ণ পৃথক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং কার্যকরী পরিষদে এ বিষয়ে রেজুলেশনও গৃহীত হয়েছে।

বর্তমান কমিটি দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার পর ব্যাংক হিসাব পর্যালোচনা করতে গিয়ে দেখা যায়, শপথ গ্রহণের দিনই বিদায়ী কার্যকরী পরিষদ একটি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে কবর ক্রয়ের উদ্দেশ্যে ২ লাখ ৪০ হাজার ডলার প্রদান করা হয়েছিল। সেই অর্থ প্রদানের প্রক্রিয়ায় গঠনতান্ত্রিক প্রশ্ন দেখা দেওয়ায় বর্তমান কার্যকরী পরিষদ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের সঙ্গে দফায় দফায় আলোচনা করে। আলোচনার পর তারা সম্পূর্ণ ২ লাখ ৪০ হাজার ডলার কয়েকটি কিস্তিতে বাংলাদেশ সোসাইটিকে ফেরত দেওয়ার বিষয়ে সম্মত হন। এরই মধ্যে বড় অংশ ফেরত এসেছে। আমরা বলতে চাই, আমরা কখনো দাবি করি না যে আমাদের প্রতিটি সিদ্ধান্ত নিখুঁত। আমাদের সঙ্গে কেউ দ্বিমত করতে পারেন, সমালোচনা করতে পারেন, আরও ভালো পথ দেখাতে পারেন আমরা সেটিকে স্বাগত জানাই। কিন্তু অর্ধসত্য দিয়ে পুরো সত্যকে আড়াল করা যায় না, আর অভিযোগ দিয়ে কাজের রেকর্ড মুছে ফেলা যায় না। আমরা যখন পথচলা শুরু করি, তখন সোসাইটির সদস্যসংখ্যা ছিল প্রায় ১৮ হাজার। আজ যা ৩৫ হাজারেরও বেশি বলে তারা জানান।

হার্ডলাইনে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

১ পৃষ্ঠার পর

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার ছয় মাস যেতে না যেতেই অপরাধীরা সক্রিয় হয়ে ওঠে। রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে দখল, চাঁদাবাজি শুরু হয়ে যাওয়ায় জনমনে ছড়িয়ে পড়ে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা। নেপথ্যে থাকা গডফাদাররা বিএনপি'র এমপি, মন্ত্রী, নেতাদের সঙ্গে আশ্রয়-প্রশ্রয় নিয়ে শুরু করে দখল। বিরোধী জামায়াতে ইসলামী এবং শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে চব্বিশের অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া এনসিপি এসব ইস্যুতে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে। সরকার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় হার্ডলাইনে অবস্থান নিয়েছে। কিশোর গ্যাং, গডফাদারসহ বিভিন্ন অপরাধীদের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান শুরু করেছে পুলিশসহ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। সরকারী দল বিএনপি'র অভ্যন্তরেও শুরু হয়েছে শুদ্ধি অভিযান। বিএনপি ও তার বিভিন্ন অঙ্গ-সংগঠনের একাধিক কমিটি ভেঙে দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে সংরক্ষিত নারী আসনের এমপি পদ থেকে ফেরদৌসী আহমেদ মিষ্টি পদত্যাগ করেছেন। এসব সত্ত্বেও জামায়াত ও এনসিপি সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে ঢাকা থেকে দেশের বিভিন্ন গন্তব্যে মোটরগাড়ির র‍্যালির মাধ্যমে লং মার্চ পরিচালনা করছে। তাদের দীর্ঘ মেয়াদে টার্গেট হলো, বাংলাদেশের সংবিধানে আমূল পরিবর্তন সাধন করা। তবে লং মার্চে সরকারের শাসন ব্যবস্থার দুর্বলতার বিভিন্ন দিক নিয়ে বিরোধী নেতারা বক্তব্য রাখছেন। জ্বালানী তেলের মূল্যবৃদ্ধি এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে বিরোধী দলের প্রধান হাতিয়ার। এই পরিস্থিতির মধ্যে সরকার সংস্কার নিয়ে তৎপরতা শুরু করেছে। সরকারী দলের এমপিরা অবশ্য নিজেরা একটি কমিটি গঠন করেছেন। সংবিধান সংশোধনের এই কমিটিতে কোনও নাম দেয়নি জামায়াত, এনসিপি। কমিটি বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে সংবিধানের সম্ভাব্য সংশোধনের বিষয়ে মতবিনিময় শুরু করেছে।

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির কারণ খতিয়ে দেখতে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করছে পুলিশ। কিশোর বয়সী অপরাধীরা মাদকে আসক্ত হয়ে যাচ্ছে। তারা দখল এবং চাঁদাবাজি শুরু করেছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এদের নেপথ্যে আছে গডফাদার কিংবা কথিত 'বড় ভাই'। এসব নেপথ্যের হোতারা ক্ষমতাসীনদের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত কিংবা আশীর্বাদপুষ্ট। তাদের শায়েস্তা করতে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান নিজেই উদ্যোগী হলেন। এবার প্রথম শিকার হলেন ফেরদৌসী আহমেদ মিষ্টি এমপি। মিষ্টি প্রয়াত বিএনপি নেতা নাসিরুদ্দিন পিন্টুর বোন এবং নিহত বিএনপি দলের সিটি কর্পোরেশনের কমিশনার নিউটনের স্ত্রী। পিন্টু ও নিউটন বিএনপি দলকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে অবদান রাখলেও তাদের নামের সঙ্গে সন্ত্রাসী তৎপরতায় জড়িত থাকার অভিযোগ ছিলো। পিন্টু কারাগারে মৃত্যুবরণ করেন। নিউটন খুন হন। এমপি মিষ্টির বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, রাতের আঁধারে শিশুদের টিকা দানকারী প্রতিষ্ঠান রাজ্জা ক্লিনিক ভবন গুড়িয়ে দিয়ে দখলের চেষ্টা করেছিলেন। ঘটনাটি তিন ঘণ্টা যাবত ভাঙ্গার সময় পুলিশ কাছে থাকলেও তা রক্ষায় এগিয়ে আসেনি। এই বিষয়ে তদন্ত কমিটি হয়। অভিযোগের তীর মিষ্টির দিকে যায়। প্রধানমন্ত্রী কোনও বিলম্ব না করেই মিষ্টিকে পদত্যাগের নির্দেশ দেন।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি করার জন্য তার দলের লাগাম টেনে ধরার প্রতি জোর দিয়েছেন। ক্ষমতায় গিয়ে মন্ত্রী-এমপিরা দখল ও লুটপাটে লিপ্ত না হতে পারে সেই লক্ষ্যে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

নিউইয়র্কে ইউএসডিএন'র যাত্রা শুরু হলো

৬২ পৃষ্ঠার পর

স্টুডেন্ট ছিলাম এবং ডেমোক্র্যাটিক পার্টির তরুণ অংশের একজন সমর্থক হিসেবে আমি ওবামার বক্তব্যে আরো অনেকের মতো অভিভূত হই এবং অভিবাসী সমাজের সার্বিক কল্যাণে মূলধারায় উদ্বুদ্ধ হই।

ম্যারিল্যান্ড স্টেটের মন্টগোমারি কাউন্টির বাসিন্দা রাশওয়ান উল্লেখ করেন, এটা হচ্ছে আশা গড়ার দেশ। তাই সকলকে সচেষ্ট থাকতে হবে ঐক্যবদ্ধ থেকে মার্কিন রাজনীতিতে মিশে যাবার জন্যে। সে সংকল্পেই আমরা কিছু মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছি এই সংগঠনের ব্যানারে।

উদ্বোধনী পর্বে প্রধান অতিথি ছিলেন ব্যবসা-বিনিয়োগ-নীতি নির্ধারণীতে আন্তর্জাতিক পরামর্শ সংস্থা হিল্টন স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার্স এর প্রতিষ্ঠাতা সাবিন হিল্টন। কূটনীতিক সাবিন এম হিল্টন বলেন, ২০২০ সালে বাংলাদেশে যাবার আগে আফগানিস্তানসহ কয়েকটি দেশে কাজ করেছি। হিল্টন নবগঠিত এই সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সাধ্যমত সহযোগিতা দেবেন বলে উল্লেখ করেছেন।

এই সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উপস্থাপনকালে কো-ফাউন্ডার এবং পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান শেখ গালিব রহমান বলেন, মার্কিন রাজনীতি ও প্রশাসনে আরো বেশী করে সম্পৃক্ত হওয়া, কম্যুনিটির সামগ্রিক কল্যাণের পথ সুগম করতে দেন-দরবার, প্রতিষ্ঠানসমূহের সুসংগঠিত করে বাংলাদেশী তথা এশিয়ান আমেরিকানদের সামনে এগিয়ে চলার পথ-প্রদর্শক হবার অভিপ্রায়ে এই ইউএসডিএন সরব থাকবে।

অনুষ্ঠানে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন 'গ্লোবাল বাংলাদেশী এলায়েন্স'র প্রতিষ্ঠাতা-প্রধান ড. মোহাম্মদ সালেহ। পরিচালক মো. সোহেল হোসেন (আহমেদ সোহেল), তাসমিত আফিয়াত আর্নি, নাফিজা সাঈদা, রাফাত রহমানও সেখানে ছিলেন। সুধীজনের মধ্যে ছিলেন নবগঠিত 'গ্লোবাল বাংলাদেশী চেম্বার অব কমার্স'র প্রেসিডেন্ট এবং সিইও কাজী এম আহমেদ, এনভায়রনমেন্টাল প্রটেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং এ্যান্ড কনসালট্যান্টস'র সিইও মো. সোলায়মান আকতার, বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী জাকির এইচ চৌধুরী প্রমুখ।

জাতিসংঘের পরবর্তী মহাসচিব প্রার্থী রেবেকা গ্রিনস্প্যান

৬২ পৃষ্ঠার পর

তা নিয়ে তাই এখনো রয়েছে অনিশ্চয়তা।

সংবাদমাধ্যম টিআরটি ওয়ার্ল্ড বলছে, জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন সংস্থা ইউএনসিটিএডির প্রধান গ্রিনস্প্যান চার দফার মধ্যে তিন দফা অনানুষ্ঠানিক ভোটে সবচেয়ে বেশি সমর্থন পেয়েছেন। তবে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্যের কোনো একটি দেশ ভেটো দিলে তার এগিয়ে থাকার গতি থেমে যেতে পারে। কিন্তু এখন পর্যন্ত পরবর্তী মহাসচিব বাছাইয়ে অনানুষ্ঠানিক ভোটের চতুর্থ দফা শেষে তার অবস্থান সবচেয়ে শক্ত বলে মনে হচ্ছে।

একজন কূটনীতিক জানান, মঙ্গলবারের (২৯ সেপ্টেম্বর) ভোটে গ্রিনস্প্যান ১০টি ইতিবাচক ভোট পেয়েছেন। বিপরীতে তিনটি ভোটে তার 'বিরোধিতা' করা হয়েছে এবং দুজন ভোটদাতা কোনো মতামত দেননি। জাতিসংঘবিষয়ক বিশেষায়িত গণমাধ্যমগুলোর প্রতিবেদনেও একই তথ্য উঠে এসেছে। বর্তমান মহাসচিব পর্তুগালের আন্তোনিও গুতেরেসের দ্বিতীয় পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষ হবে ২০২৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর। তার স্থলাভিষিক্ত হতে মোট সাতজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তাদের মধ্যে চারজন নারী ও তিনজন পুরুষ।

গোপন প্রক্রিয়ায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় দফার ভোটে সামান্য ব্যবধানে এগিয়ে থাকা গায়ানার সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্যারোলিন রড্রিগেস-বিরকেট এবার আটটি ভোট পেয়ে দ্বিতীয় হয়েছেন। অন্য প্রার্থীদের মধ্যে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছেন আর্জেন্টিনার রাফায়েল গ্রোসি। তিনি বর্তমানে জাতিসংঘের পরমাণু পর্যবেক্ষণ সংস্থা আইএইএর প্রধান পদে দায়িত্বপালন করছেন। এ ছাড়া প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন সেনেগালের মাকি সাল, ইকুয়েডরের ইয়োনে এ-বাকি, ইকুয়েডরের মারিয়া ফের্নান্দা এস্পিনোসা এবং উপাত্তর গোরাহ ওয়জু। গত সপ্তাহে নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের সময় বেশ কয়েকজন প্রার্থী বিভিন্ন দেশের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন বলে জানা গেছে। সাধারণ পরিষদের অধিবেশন জাতিসংঘের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক আয়োজনগুলোর একটি। এদিকে দীর্ঘদিন ধরেই গুঞ্জন রয়েছে, নিরাপত্তা পরিষদের ভেটো ক্ষমতাসম্পন্ন পাঁচ স্থায়ী সদস্যের ইচ্ছায় সমঝোতার ভিত্তিতে কোনো প্রার্থীকে হঠাৎ এই প্রক্রিয়ায় আনা হতে পারে। এই পাঁচ দেশ হলো যুক্তরাজ্য, চীন, ফ্রান্স, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র। এছাড়া নিরাপত্তা পরিষদের ১৫ সদস্যের মধ্যে কোনো প্রার্থী প্রয়োজনীয় ৯টি ভোট পেলেও তাকে পাঁচ পরাশক্তির কোনো একটি দেশের ভেটো এড়াতে হবে। কারণ এই পাঁচ দেশ বর্তমানে বিভিন্ন বিষয়ে গভীরভাবে বিভক্ত। কোনো প্রার্থী এই দুই বাধা অতিক্রম করতে পারলে তার নাম জাতিসংঘের সব সদস্য রাষ্ট্রের সাধারণ পরিষদে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হবে। ১৯৮০-এর দশকের শুরুতে দুই প্রার্থীর মধ্যে অচলাবস্থা তৈরি হওয়ার পর নিরাপত্তা পরিষদের এই অনানুষ্ঠানিক ভোট পদ্ধতি চালু করা হয়েছিল। তখন উভয় প্রার্থীকেই ভেটো দিয়ে আটকে দেয়া হয়েছিল।

প্রক্রিয়াটি স্বচ্ছ নয় বলে বিভিন্ন দেশের সমালোচনা থাকলেও নানা রূপে এই অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতি এখনো চালু রয়েছে। আর তাই নিরাপত্তা পরিষদের ১৫ সদস্যকেই গোপনে প্রতিটি প্রার্থীর জন্য তিনটির একটি মতামত দিতে হয়। আর তা হচ্ছে'উৎসাহিত বা ইতিবাচক ভোট', 'নিরুৎসাহিত বা বিরোধী ভোট' অথবা 'কোনো মতামত নেই'।

তবে নির্দিষ্টসংখ্যক ভোটের পর পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্যের ব্যালটের রং আলাদা করা হয়। এর ফলে কোনো প্রার্থীর সম্ভাব্য ভেটো শনাক্ত করা সম্ভব হয়। তবে কোন দেশ কোন প্রার্থীকে আটকে দিয়েছে, তা জানা যায় না।

দি অপটিমিস্টস'র ২৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান ১১ অক্টোবর

৩ পৃষ্ঠার পর

কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে তথ্য ও উপাত্ত বিনিময়, আলোচনা-পর্যালোচনা, এবং নির্দেশনামূলক সুপারিশ লাভের উদ্দেশ্যে আমাদের সম্মানিত দাতা, সদস্য, কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীরা এই দিনটিতে সম্মিলিত হচ্ছেন। এই শুভ আয়োজনে শিক্ষা ও সমাজকল্যাণমূলক কাজে বিশেষ অবদান রাখা বেশ কয়েকজন খ্যাতিমান অতিথি ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব অংশগ্রহণ করবেন।

২০০১ সালে একটি অনন্য 'চাইল্ড স্পনসরশিপ প্রোগ্রাম'-এর মাধ্যমে দি অপটিমিস্টসের যাত্রা শুরু হয়েছিল, যার মূল শক্তি ছিল শুধুই ব্যক্তিগত অনুদান। এই কর্মসূচির অধীনে বার্ষিক মাত্র ১৩৫ ডলার দিয়ে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের ১০ বছরের শিক্ষাজীবন সুরক্ষার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়। পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষিতে পরে এই চাইল্ড স্পনসরশিপ প্রোগ্রামে কিছু পরিবর্তন করা হয়। বর্তমানে চাইল্ড স্পনসরশিপ প্রোগ্রাম শুরু হয় অষ্টম গ্রেড থেকে এবং শেষ হয় দ্বাদশ গ্রেডে। অপর দিকে চালু করা হয় একটি স্পেশাল স্পনসরশিপ প্রোগ্রাম যা শুরু হয় কলেজ পর্যায় থেকে স্নাতক পর্যায়ের উচ্চতর শিক্ষাগত সাফল্য প্রদর্শনকারী শিক্ষার্থীদের জন্য চিকিৎসা, প্রকৌশল, কারিগরি ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উচ্চশিক্ষার জন্য বার্ষিক ৩১০ ডলারে আরও ৪ বছরের আর্থিক সহায়তাদান কার্যক্রম।

বিগত ২৫ বছরে এই দুটি কর্মসূচির মাধ্যমে ১৩ হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থী সাফল্যের সাথে শিক্ষা শেষ করে চিকিৎসা, প্রকৌশল, বিভিন্ন ক্যাডার সার্ভিসসহ বিভিন্ন দায়িত্বশীল পেশায় নিয়োজিত আছে। একদিকে যেমন প্রতি বছর শত শত নতুন শিক্ষার্থী এই মানবিক উদ্যোগে যুক্ত হচ্ছে, অন্যদিকে তেমনই শিক্ষা সমাপ্ত করে স্বাবলম্বী হয়ে উঠছে আরওএকদল তরুণ-তরুণী। সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, কিশোরগঞ্জ, রংপুর, দিনাজপুর, ফেনী ও নোয়াখালীসহ বাংলাদেশের ১৯টি জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে আমাদের এই সহায়তা অব্যাহত রয়েছে। ২৫ বছরের এই অগ্রযাত্রায় আমাদের মূল উদ্দেশ্য হলো এই সাফল্যের অংশীদার হয়ে আরও বেশি সংখ্যক সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীর প্রতি সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেওয়া।

গরিবের চিকিৎসাকেন্দ্র দখলের দুঃসাহস সরকারের ভাবমূর্তি বিনষ্টে কারা?

৫ পৃষ্ঠার পর

বুলডোজার ও ভারী যন্ত্রপাতি দিয়ে পুরো শাখা ভবন মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে সেখানে 'সমমনা দোকানদার সমবায় সমিতি' নামক ভুঁইফোঁড় ব্যানারে জমি দখলের সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। এই মুখোশধারীরাই প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ঘোষিত জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রদর্শনের সবচেয়ে বড় অন্তরায়।

জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রীর বিশ্বমানের নেতৃত্ব, বিশ্ব দরবারে দেশের নতুন মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে যে সহনশীলতা ও নাগরিক অধিকারের রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে, এই ধরনের মাফিয়াতান্ত্রিক ও দখলের রাজনীতি তাকে এক নিমেষে ভূলুণ্ঠিত করে দেয়। নিজেদের সামান্য স্বার্থে যারা শিশুদের জীবন রক্ষাকারী অ্যাকসিন ভ্যাক্সিনে ফেলে দেয় আর হাসপাতাল গুঁড়িয়ে দেয়, তারা কোনো দলের কর্মী হতে পারে না-তারা রাষ্ট্রদ্রোহী, তারা সমাজবিরোধী অপরাধী। তাদের একমাত্র পরিচয় তারা দুর্বৃত্তকারী। দলীয় পরিচয় যাই হোক না কেন, দ্রুততম সময়ে এদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির মুখোমুখি করতে হবে, যেন ভবিষ্যতে কোনো ভূমিদস্যু গরিবের অধিকার কেড়ে নেওয়ার সাহস না পায়।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ যখন অতীতের ধ্বংসস্তূপ থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে, ঠিক তখনই প্রশাসনের ভেতর ও বাইরে লুকিয়ে থাকা এক শ্রেণীর কায়েমি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী সরকারকে মুখোমুখি দাঁড় করাচ্ছে জনগণের আস্থার। ৭ মাসের শাসনকালে প্রধানমন্ত্রী যেখানে একটি অপ্রয়োজনীয় বাক্য উচ্চারণ করেননি, নিজের মিতভাষিতা ও দূরদর্শী পদক্ষেপে দেশবাসীকে স্বপ্ন দেখিয়েছেন- সেখানে মিরপুরের মতো এই বর্বর ঘটনাগুলো জনমনে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করছে। আড়াইশ মুখোশধারীর এই তাণ্ডব স্রেফ এক খণ্ড জমি দখলের ঘটনা নয়; এটি মূলত সরকারের সংস্কারমূলক ভাবমূর্তিতে সরাসরি কালিমা লেপন করার ষড়যন্ত্র।

সুতরাং, এখন সময় এসেছে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করার। কথার ফুলঝুরি বা চিরাচরিত 'তদন্ত কমিটির' গাঁটাকলে এই ঘটনাকে ধামাচাপা দিলে চলবে না।

শাহ আলী থানার ওসি ও ঘটনার সময় দায়িত্বরত টহল পুলিশের ভূমিকা নিয়ে উচ্চপর্যায়ের বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করতে হবে। অপরাধ ঠেকাতে না পারার ব্যর্থতায় সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তাদের সাময়িক বরখাস্ত করে তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ও আইনি পদক্ষেপ নিতে হবে।

ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া ঢাকা এমসিএইচ-এফপি কেন্দ্রটি সরকারি খরচে জরুরি ভিত্তিতে পুনর্নির্মাণ করে দিতে হবে এবং ৩৫ লাখ শিশুর টিকাদান কর্মসূচি যেন কোনোভাবে ব্যাহত না হয়, তা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রীয় বিশেষ ব্যবস্থাপনায় সেখানে বিকল্প ক্যাম্প স্থাপন করতে হবে।

এ জাতি বহু বঞ্চনা সহ্য করেছে। কিন্তু শিশুর জীবন রক্ষাকারী ভ্যাকসিন ফেলে ও দরিদ্রের হাসপাতাল গুঁড়িয়ে দেওয়ার মতো জঘন্য অপরাধ তারা মেনে নেবে না। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের প্রতি সাধারণ মানুষের যে আকাশচুম্বী প্রত্যাশা ও আস্থা তৈরি হয়েছে, তা টিকিয়ে রাখতে হলে এই 'ঢাকা লেটার গুঁড়িয়ে দেওয়ার' পেছনে থাকা রাজনৈতিক ভূমিদস্যু এবং পুলিশ প্রশাসন-উভয়ের বিরুদ্ধে রূঢ় সত্য উচ্চারণ করতে হবে এবং কঠোরতম আইনি দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। তা না হলে, সরকারের সব জনকল্যাণমূলক উদ্যোগ এই সুবিধাবাদী অপরাধীদের দৌরাত্ম্যে চাপা পড়ে যাবে-যা কোনোভাবেই কাম্য হতে পারে না। মহান আল্লাহ সুবহানাহুতায়ালা আমাদের সহায় হোন।

লেখক: সাংবাদিক, কলামিস্ট, রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও সম্পাদক, আমার দিন।

UCS Ultra Credit Solutions Inc.

CREDIT REPAIR

ক্রেডিট রিপেয়ার

আমাদের সেবাসমূহঃ

পাবলিক রেকর্ড, কালেকশন একাউন্ট, ব্যাংকক্রাপসি, ডেবট সেটেলমেন্ট, লেট-পেমেন্ট, ষ্টুডেন্ট লোন, মেডিক্যাল বিল ও কার রিপজিশানিং রিমুভাল।

(এটি একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান)

Public Record Removal, Collection Removal
Bankruptcy Removal, Debt Settlement, Debt Elimination

929-386-6426
929-386-4705

3716 73rd Street, Suite. 302-B (3RD FLOOR)
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
34-18 Northern Blvd, Suite #5/14
Long Island City, NY 11101 (বাংলাদেশ কনস্যুলেট অফিসের উপর তলায়)

www.ultracreditsolutions.com

MITU DISABILITY CENTER

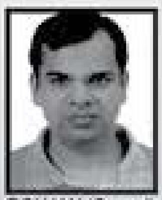

RONJAN (Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) • Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury • Divorce • Bankruptcy • Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Loan Modification • Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।

এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।

ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

37-47 73 St. #215, Jackson Heights NY 11372
TEL: 718-701-2666

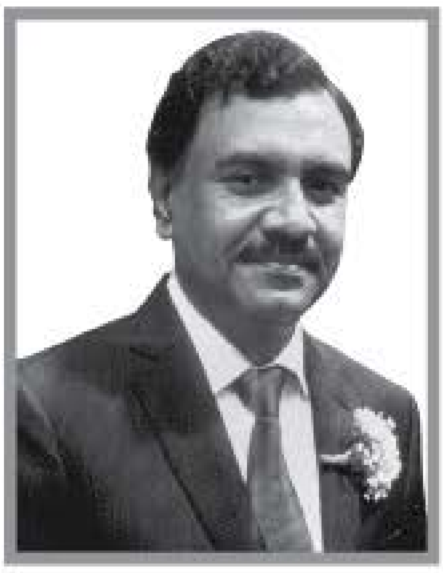

ডাঃ গোবিন্দ পাল

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Attending Physician Wyckoff Heights Medical Center

Gobinda Paul M.D., F.A.C.P.

Board Certified in Internal Medicine

- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
- বয়সভিত্তিক বিভিন্ন রোগের টিকা দিয়ে ভবিষ্যতে নিরাপদ থাকুন।

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।

GOBINDA PAUL PHYSICIAN P.C.

An Ideal Healthcare Unit for Curative and Preventive Medicine

Visiting Hours: Mon-Fri : 6PM-9PM
Sat or Sun : 9AM-2PM

87-38 168 Pl, Jamaica, NY 11432
P: 718-874-0076, F: 718-841-7499
E-mail : GobindaPaul.PC@outlook.com

মহিলা দাঁতের ডাক্তার

NAEEMA BHUIYA, D.D.S

নাঈমা ভূঁইয়া, ডি.ডি.এস

Program Director, Department of Dentistry, Lincoln Hospital

* রেফারেন্সের প্রয়োজন নেই। সরাসরি চলে আসুন
* আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
* স্বল্প মূল্যে দাঁতের সবধরনের চিকিৎসা করা হয়

87-48, 168 Street, Jamaica, NY 11432
Tel: **718-206-0601**, Fax: 718-206-0603

রুমী ডেন্টাল ল্যাব

আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi, Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।

Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)

Tel: 718-414-4760

USR BROKERAGE CORP.

USR BROKERAGE

আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স করে থাকি

★HOME ★BUSINESS ★AUTO ★WORKERS' COMPENSATION

MULTI-CARRIER ACCESS:
ALLOWS US TO COMPARE PRICES FROM MULTIPLE CARRIERS.

MD ABDUR ROUF

President

Electrical and Computer Engineer NYIT, NY
Cybersecurity and Cyber Insurance Specialist
Licensed Property and Causality Insurance Broker

+1 (646) 270 4861, +1 (631) 565 4334

usrbrokerage.com | a.rouf@usrbrokerage.com, info@usrbrokerage.com
37-21 72 Street, Suit # 2, Jackson Heights, New York 11372

Investors wanted

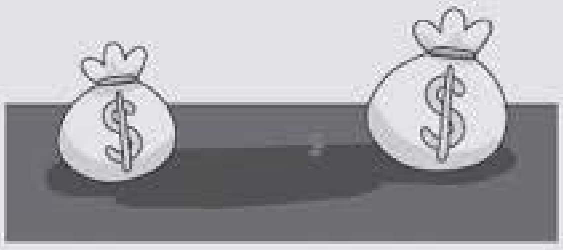

Entertainment Ventures
40% Returns on your Money in 9 Months

BAVLS Media Group

Please call for more information

(929) 900-9196

হোমিও চিকিৎসা

এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রস্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *এ্যাজমা *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন	আমরা আমেরিকার
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence	যে কোন স্টেটে ডাকযোগে
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা	ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal

72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372

Cell: 917-285-4804

BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

ঘরে বসে আয় করুন

আপনার কি বাবা, মা, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব কিংবা প্রতিবেশী অসুস্থ?

তাহলে এক্ষুনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে সর্বোচ্চ ইনকামের নিশ্চয়তা দিচ্ছি।

যোগাযোগ : ৯১৭ ৫১৯ ১১৫১

ফুসফুসের সুস্থতা রক্ষায় সমন্বিত উদ্যোগ জরুরী

৬২ পৃষ্ঠার পর

পরে নির্মল শ্বাস, সুস্থ জীবন। গত রোববার (২৭ সেপ্টেম্বর) 'আজীবন ফুসফুসের সুস্বাস্থ্য' প্রতিপাদ্যকে ধারণ করে বিশ্ব ফুসফুস দিবস উপলক্ষে এভারকেয়ার হসপিটাল ঢাকার রেসপিরেটরি মেডিসিনের আয়োজনে স্থানীয় এক হোটেলে অনুষ্ঠিত গোল টেবিল বৈঠকে বক্তারা এসব কথা বলেন।

দ্য চেস্ট এন্ড হার্ট অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ এবং অ্যারিস্টোফার্মা পিএলসির সহযোগিতায় এই গোলটেবিল আলোচনায় মডারেটর হিসেবে মূল প্রবন্ধ তুলে ধরেন এভারকেয়ার হসপিটাল ঢাকার রেসপিরেটরি মেডিসিন বিভাগের সিনিয়র কনসালটেন্ট ও কো অর্ডিনেটর ডা. এস এম আব্দুল্লাহ আল মামুন।

প্যানেল আলোচনায় অংশ নেন, বাংলাদেশ চেস্ট অ্যান্ড হার্ট অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ও ক্যাবের মহাসচিব ডা. মো. জহিরুল ইসলাম শাকিল, জাতীয় বক্ষব্যাধি হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউটের পরিচালক এবং ক্যাবের সেক্রেটারি জেনারেল ডা. গোলাম সারওয়ার লিয়াকত হোসাইন ভূঁইয়া, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. ফোয়ারা তাসমিম, এভারকেয়ার হসপিটাল ঢাকার রেসপিরেটরি মেডিসিন বিভাগের সিনিয়র কনসালটেন্ট অধ্যাপক ডা. রৌশনী জাহান ও ডা. জিয়াউল হক, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের রেসপিরেটরি মেডিসিন বিভাগের সাবেক প্রধান অধ্যাপক ডা. সৈয়দ রেজাউল হক, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের রেসপিরেটরি মেডিসিন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডা. আসনান ইউসুফ চৌধুরী, বাংলাদেশ মেডিকেল ইউনিভার্সিটির রেসপিরেটরি মেডিসিন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. শামীম আহমেদ, ইউনিকো হসপিটালস পিএলসির রেসপিরেটরি মেডিসিন বিভাগের কনসালটেন্ট ডা. মোহাম্মদ সানা উল্লাহ সরকার, জাতীয় বক্ষব্যাধি হাসপাতালের সহকারি অধ্যাপক ডা. মুহাম্মদ শাখাওয়াত হোসাইন, অ্যারিস্টোফার্মা লিমিটেডের মার্কেটিং অ্যান্ড সেলস বিভাগের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, স্বাস্থ্য বিষয়ক সিনিয়র সাংবাদিক আতাউর রহমান কাজল, চ্যানেল আইয়ের স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট জান্নাতুল বাকেয়া কেকা। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ডা. তানিয়া রহমান মিতুল।

বক্তারা আলোচনায় বলেন, ফুসফুসের সুস্থতা নিশ্চিত করতে ধূমপান ও তামাকজাত পণ্য বর্জন করতে হবে। সেজন্যেই স্মোক পরিবেশ তথা বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। প্রচলিত তামাকপণ্যসহ ই-সিগারেট, ভেপিং ইত্যাদি ফুসফুসের জন্য বেশ ক্ষতিকর বিধায় এগুলোর ব্যবহারও বন্ধ করতে হবে।

অন্যান্য নিকোটিন পণ্যের ব্যবহার ও বিক্রয় রোধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ফুসফুসের কোন রোগ হলে দ্রুত শনাক্ত করে চিকিৎসা নিতে হবে। গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা আরো বলেন, ফুসফুসের স্বাস্থ্য রক্ষায় যেহেতু সচেতনতা জরুরি, সেহেতু সাধারণ মানুষের কাছে সঠিক ও নির্ভরযোগ্য স্বাস্থ্যতথ্য পৌঁছে দিতে গণমাধ্যমের ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

OPEN 24 HOURS

PANSHI NEVER SLEEP

আমরা সব ধরনের ক্যাটারিং করি

ভাল খাবার, সুন্দর পরিবেশ, ভাল সার্ভিস, কমদামে উপভোগ করুন।

$6.99 Midnight & Driver Special

PANSHI RESTAURANT & PARTY HALL

168-37/39 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432

Tel: 718-480-8516, Fax: 718-480-8531

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই যোগাযোগ করুন

আমাদের সার্ভিস

নিউ ইয়র্ক ফিল্ম একাডেমী থেকে প্রকাশিত

২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মী দ্বারা পরিচালিত

স্বল্প খরচে, দ্রুত ডেলিভারি

বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি, কালচারাল প্রোগ্রাম হাই কোয়ালিটি নিশ্চিত করা হয়

যোগাযোগ: আমাদের সার্ভিস

+১ (৯১৭) ৫১৯ - ১১৫১

amader.services@gmail.com

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা সাটফিনের কাছে ১৪৪ স্ট্রিট ও Tuskegee Airmen Way ১ বেডরুম/ ২ বেডরুম জুলাই মাস থেকে ভাড়া দেয়া হবে

যোগাযোগ : (টেক্সট/ফোন)

৯২৯-৪৩৫-৭১৯৪

Air Train, E, J, Z ও LIRR ট্রেন স্টেশন থেকে ১৫ মিনিট ওয়াকিং ডিস্টেন্স। মসজিদ আল-কুবা থেকে ১ ব্লক আগে

৩০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন DMV অনুমোদিত অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ইনস্ট্রাক্টরের কাছে ড্রাইভিং শিখুন

স্বদেশ ড্রাইভিং স্কুল

ঃ সেবা সমূহ ঃ

* রোড লেসন ০৫/১০/১৫ লেসনের প্যাকেজ ডিলস্
* DMV Quick রোড টেস্ট
* 5 Hour (Per- License Class) Certificate
* 6 Hour DDC (ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং সার্টিফিকেট) for Insurance & Points
* High Way Lesson
* Available Schedule
* DMV Service

মহিলাদের জন্য অত্যন্ত ধৈর্য্যসহকারে অভিজ্ঞ মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শেখানো হয়।

যোগাযোগ

Swadesh Driving School

37-13 74th ST. FL-2

Jackson Heights NY-11372

Phone: 718 255 1231

Cell: 929 670 2871

E-mail: swadeshdrv@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে বাংলাদেশীদের দ্বারা পরিচালিত ড্রাইভিং স্কুল

কেন সবাই আমাদের ড্রাইভিং স্কুলে শিখতে চায়

সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

- আমাদের ফি যুক্তিসঙ্গত এবং সেবা অতুলনীয়
- মহিলা পুরুষ ও বয়স্ক সবার প্রতি সমপরিমাণে যত্ন নিয়ে শিখিয়ে থাকি
- আমাদের সব প্রশিক্ষক NYS Instructor License প্রাপ্ত এবং খুবই ধৈর্য্যবান।
- আমাদের স্কুলে পাশের হার সবচেয়ে বেশী
- প্রতি দশজনের আটজন আমরা প্রাক্তন ছাত্র/ছাত্রীর রেফারেন্স থেকে পাই
- আপনি যদি আমাদের সেবায় সন্তুষ্ট হন তবে, অন্যজনকে বলুন আর যদি সন্তুষ্ট না হন তবে আমাদেরকে বলুন

অন্য ড্রাইভিং স্কুলের প্রচারনায় বিভ্রান্ত হবেন না। আমাদের প্যাকেজ টিতে একই মূল্যে পাচ্ছেন পাঁচ ঘন্টার ক্লাসের সার্টিফিকেট যা অন্যখানে পাচ্ছেন না।

৩৩০ ডলারে পাচ্ছেন

- ৫টি রোড লেসন,
- রোড টেস্টের দিন গাড়ী
- পাঁচ ঘন্টার (5 Hours) ক্লাস
- অতি অল্প মূল্যে গাড়ী ইন্সুরেন্স করে থাকি Defensive Driving Class দেয়া
- নতুন অটোমেটিক গাড়ী (A/C) সহ

- অত্যন্ত সহজ উপায়ে পার্কিং শিক্ষা
- আপনার সময়ই আমাদের সময়

যোগাযোগ : অভিজ্ঞ ইনস্ট্রাক্টর রহমান 917-378-0353

Full Insured & Licensed by New York State

PUPIL DRIVING SCHOOL

37-16 73rd Street (Suit#201) 2nd Floor, Jackson Heights, NY 11372

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER

সেলস এবং রিপেয়ার

Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।

Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।

GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।

সবধরনের Accesories পাওয়া যায়

সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।

ultra mobile · h2o · T-Mobile · univision mobile · Lycamobile

Ph : (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733

37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

এ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

ওজন পার্ক: তিন বেডরুম, বাথরুম, কিচেনরুম, লিভিংরুম এবং ডাইনিংসহ একটি প্রাইভেট হাউসের তৃতীয় তলায় অবস্থিত এ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। ট্রেন স্টেশনের কাছে, লিবার্টি এ্যাভিনিউ ৮৪ স্ট্রিট। সেকশন-৮ এবং City FHEPS গ্রহন করা হয়।

Rent: $2500, 718-552-7242

এ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

ব্রুকলিন: তিন বেডরুম, দুই বাথরুম, কিচেন, লিভিংরুম এবং ডাইনিংসহ একটি প্রাইভেট হাউসের প্রথম ও দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। ট্রেন স্টেশনের কাছে, লিবার্টি এভিনিউ এবং পাওয়েল স্ট্রিট। সেকশন-৮ এবং City FHEPS গ্রহন করা হয়।

Contact: 718-552-7242

Urgent sell

1. One king size bed with mattress
2. One queen size bed with mattress
3. One twin size bed with mattress and storage drawers
4. Wooden dining table with 6 chairs+cushions
5. Wooden coffee table
6. Wooden TV stand with drawers
7. One 3 seater Sofa couch cum bed
8. 2 display tables/racks
9. Two chairs
10. Humidifier - 3
11. Study desk (White) for kids - Ikea
12. Shelf
13. Floor lamps

Electronics:
1. Coffee maker
2. Air fryer oven (has several functions including rotisserie chicken)
3. Braun hand held blender
4. Three set blender
5. Bullet blender
6. Mini waffle maker
7. Hamilton Beach confectionary mixer
8. 17" Monitor for computer with key board (cord less) not used

PICK UP LOCATION:
Roosevelt island New York City

CONTACT:

CELL: +1 (347) 294-9697

DRIVER WANTED

Yellow taxi
ford transit
for rent.

Contact : 917-691-7721

'আমাদের সকল গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের
জানাই বাংলা নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা।'

JK Gain Multi

J. K. GAIN MULTISERVICES
জে.কে. গাইন মাল্টি সার্ভিসেস্

Notary Public

প্রতি রবিবার একাউন্টার ফ্রি কর্মশালা

LOW COST GUARANTEE

- TAX SERVICES — Authorized IRS e-file Provider
- INSURANCE
  - Life Insurance — MassMutual
  - Health • Auto • TLC
  - Home • Business
- Immigration Services
- DDC. (6 Hrs. Defensive Class)
- Private Service Bureau (DMV Approved)

Jaydeb Gain

Tel: **347-536-5107**
Office: **917.396.4509**
41-15 75th Street, Suite 2
Elmhurst, NY 11373
gain_jaydeb@yahoo.com
www.JKGainMulti.com

ভ্রমন সেবার জগতে একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

দীর্ঘ ২০ বছরের অভিজ্ঞতা

রহমানিয়া ট্রাভেল সার্ভিসেস

Rahmania Travel Services
Best Service is our Goal

৭ দিনই খোলা

Hajj & Umrah Specialist

Emirates | Biman Bangladesh Airlines | EGYPTAIR | QATAR | ETIHAD | KUWAIT AIRWAYS | Saudi Arabia

IATA Accredited Agent

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর যেকোন দেশে ভ্রমণের জন্য আমরাই দিচ্ছি সর্বনিম্ন মূল্যে টিকিট বিক্রয়ের নিশ্চয়তা

Placid Express | small world | ria Money Transfer

দেশে যাওয়ার পথে অল্প খরচে পবিত্র ওমরাহ্ পালনের সুযোগ নিন

International/Domestic টিকিট ১০০% সীট কনফার্ম করার পর আমাদের অফিস থেকে ইস্যু করে থাকি।

718-205-3270
718-205-2677
646-322-1654

আমাদের সার্ভিস সমূহ

Ticket:
International/Domestic
Visa Services
Umrah Package
5 Years Multiple Bussiness Visa (SAUDI)
Money Transfer
6 Hours Defensive

37-15 73rd Street, Suite 203 (Bangladesh Plaza)
Jackson Heights, NY 11372, Email: rahmaniatravel@yahoo.com

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES | basharlaw.com

সবধরনের ইমিগ্রেশন সমাধানে
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

Khairul Bashar
Attorney At Law
(MBA., LL.M.)

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি

* ফ্যামেলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
* অ্যাসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
* ওয়েভারস (I-601, I-601A & 1-212)
* বর্ডারে গ্রেপ্তার, ডিটেনশন ও বন্ড
* আপিল ও রিট অব ম্যানডামাস
* U - ভিসা, VAWA & SIJS
* EB-1, EB-2 NIW & EB-3
* বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
* কনস্যুলার প্রসেসিং ও 221 (g) ভিসা রিফিউজাল

718-775-8509
212-464-8620
khairul@basharlaw.com

72-32 Broadway
Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D. C. 20006
Tel: (888) 771- 4529

Admitted in Washington D.C. and Alabama State Bar
Practice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন
Tel: 646-267-7751, 917-519-1151
Email: ajkalnews@gmail.com
OFFICE 71-16 35th Ave Jackson Heights NY 11372.

বাসা-এপার্টমেন্ট-কন্ডো-বেসমেন্ট ভাড়া

House for Rent

4 bedrooms, 2 bathrooms for rent at 1 Tudor Crescent, Elmont, NY-11003, rent $4000. Two bedrooms basement, rent $2000.

4 bedrooms, 2 Full bathrooms at 84-17 169 St, Jamaica, NY-11432, rent $3,600.

3 bedrooms, 2 bathrooms at 1707 Saint Peters Ave, Bronx, NY, 10461, rent $2,700. 2 bedrooms for rent 1715 Saint Peters Ave, Bronx, NY, 10461.

আমরা CityPHEPS, Section-8 সহ সরকারি প্রোগ্রাম গ্রহণ করি। বাড়ি ভাড়া দিতে বা নিতে আজই যোগাযোগ করুন ।

347-465-3220

কামরুজ্জামান বাচ্চু, রিয়েলটর
আইল্যান্ড অ্যাডভ্যান্টেজ রিয়েলটি
(০১/১০/০০/০৭/পি)

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার হিলসাইড ১৭৯ স্ট্রিট এফ ট্রেন সাবওয়ের সন্নিকটে আগামী নভেম্বর থেকে সেমিবেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। স্বামী-স্ত্রী অথবা দুইজন কর্মজীবি মহিলা অগ্রাধিকার। ২৪ ঘন্টা গ্রোসারি, মসজিদ, স্কুল সন্নিকটে।
ফোন : 646-255-8923
(১০/০২/০২/০১)

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকাস্থ হিলসাইড এ্যাভিনিউ সংলগ্ন ১৮৭ স্ট্রিটে মনোরম পরিবেশে খুবই কনভেনিয়েন্ট মিনি বেসমেন্ট কর্মজীবি কাপলের নিকট ভাড়া দেওয়া হইবে। ভাড়া সর্ব সাকুল্যে মাসে ১৪০০ ডলার।
যোগাযোগ- 347-355-3275
(১০/০২/০২/০৬)

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার সেন্ট এ্যালবান্স ১৮৪ স্ট্রিট লিবার্টি এভিনিউতে ১ বেডরুম, ১ বাথরুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। কিচেনে খাওয়া দাওয়া করা যাবে। বাসার সামনে কিউ-৮৩, কিউএম-৬৪ বাস আছে। ছোট ফ্যামিলি অথবা দুইজন কর্মজীবি মহিলা অগ্রাধিকার।
ফোন : 929-421-9451
(১০/০২/০২/০৮)

বাসা ভাড়া

Castle Hill area, Bronx এ ৩ বেডরুম, ২ ফুল বাথরুম, লিভিংরুম, আলাদা ডাইনিংসহ বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। বাসার কাছেই মসজিদ, স্কুল, হসপিটাল, বাংলাদেশি গ্রোসারি এবং '৬' ট্রেন সাবওয়ে।
ফোন : 347-222-8477, 347-901-2460
(১০/০২/০২/১০)

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার জ্যামাইকা এস্টেট-এ ২ বেডরুম, কিচেন, ডাইনিং, ১ বাথরুমের বেসমেন্ট অক্টোবর/নভেম্বর থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। ২/৩ জন নামাজি লোক অগ্রাধিকার। ব্যাচেলর হলে ভালো হয়। ১৬৯ স্ট্রিট সাবওয়ে ও জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার ৮-৯ মিনিটের হাঁটার পথ। যে কোন সময় উঠা যাবে।
ফোন : 929-622-9378
(১০/০২/০২/১২)

স্টুডিও বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার ১৫৩ স্ট্রিট ও ১১০ রোডে খোলামেলা পরিবেশে স্টুডিও বেসমেন্ট নভেম্বর মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। দুই জন কর্মজীবি ব্যাচেলর বা স্বামী-স্ত্রী।
ফোন : 646-351-9523, 347-698-2437
(১০/০২/০৪/১৪)

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার অতিসত্তর ১ বেড রুম /লিভিং, কিচেনসহ সেমিবেসমেন্ট বাসা ভাড়া হবে। (Jamaica Briarwood , Parsons Blvd F train ৬/৭মিনিট) ফুলতলি মসজিদের সন্নিকটে 'সেপারেইট এন্ট্রেন্স' ইউটিলিটি ইনক্লুডেড। (অধুমপায়ির কাছে, নো পেট, শুধু ২জন)।
যোগাযোগ : 929-433-9509
(০৯/২৫/০১/০১)

বাসা ভাড়া

Rockland County-তে প্রাইভেট হাউজের প্রথম তলায় এক বেডরুম বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। সম্পূর্ণ রেনোভেটেড, বাস স্টেশন সন্নিকটে। সম্পূর্ণ আলাদা এপার্টমেন্ট। ভাড়া সবকিছুসহ ১৭০০ ডলার।
ফোন : 516-582-1241, 917-327-0563
(০৯/২৫/০১/০২)

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা হলিসে ১৯৮ স্ট্রিটে দুই রুম, কিচেন, বাথ, ড্রয়িংরুমসহ বেসমেন্ট ভাড়া হবে। শুধুমাত্র ব্যাচেলরদের জন্য।
ফোন : 347-523-0027
(০৯/০৪/০৩/০৬)

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা মিডিক বুলেভার্ড ও লিবার্টি এভিনিউ কর্নারে প্রাইভেট বাসায় এক বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া। ইয়র্ক কলেজের পিছনে। বাসার সামনে বাস স্টপ।
ফোন : 347-283-9556, 310-295-8392
(০৫/২৯/০০/১৩)ই

বেসমেন্ট ভাড়া

২০৮-১১ হলিস এভিনিউ, কুইন্স ভিলেজে দুই বেডরুমের বেসমেন্ট অক্টোবর থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। বাসা ফুললি রেনোভেটেড। এক ব্লকের মধ্যে কিউ-২ ও কিউ-৭৭ বাস স্টপ। স্ট্রিট ক্লিনিং নেই, তাই স্ট্রিট পার্কিং এভেইলেবল।
ফোন : 646-393-7603
(০৯/২৫/০২/০৩)

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্সের গ্লেন ওকস এলাকায় দুই বেডরুম কিচেন, ১ বাথরুমের সেমিবেসমেন্ট অক্টোবর থেকে ভাড়া হবে। লোকেশন : 79-22 257th St. Glen Oaks, Queens, NY-11004. শুধুমাত্র হিন্দু ফ্যামিলি ও হিন্দু ব্যাচেলরের জন্য।
ফোন : 917-340-0049
(০৯/২৫/০২/০৪)

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্সের হলিসে মনোরম পরিবেশে সুন্দর বেসমেন্ট ভাড়া হবে। হিলসাইড সংলগ্ন বাস, ট্রেন যোগাযোগ ভাল আছে।
ফোন : 646-824-9976, 917-804-2062
(০৯/২৫/০২/০৫)

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

আগামী ১ অক্টোবর থেকে জ্যামাইকা ১৬৯/১৭৯ সাবওয়ের অতি নিকটে বেসমেন্ট ভাড়া হবে। হিন্দু ধর্মাবলম্বী স্বামী-স্ত্রী অথবা দুইজন কর্মজীবি মহিলা আবশ্যক।
ফোন : 929-789-7866, 347-472-9747
(০৯/২৫/০২/০৬)

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা হিলসে পারসন বুলেভার্ড সাবওয়ের নিকটে ৮৬ এভিনিউর (নরমাল রোড) উপর তৃতীয় তলায় তিন বেডরুম, ১ বাথরুম ও লিভিং-কিচেনসহ বাসাভাড়া দেওয়া হবে। ইউটিলিটি বিল আলাদা। শুধুমাত্র ফ্যামিলি।
ফোন : 646-207-0992
(০৯/১৮/০৩/০৪)

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকায় প্রাইভেট হাউজের ১ম ফ্লোরের একটি বড় বেডরুম, সাথে অ্যাটাচড কিচেন / ডাইনিং এবং বাথরুমসহ বাসা ভাড়া হবে। বাসার পাশে মসজিদ, স্কুল, বাস স্টপ এবং F ট্রেন সাবওয়ে স্টেশন। 90-37 180th St, Jamaica NY 11432.
ফোন : 646-322-1768
(০৯/২৫/০২/১০)

বাসা ভাড়া

সুন্দর ও মনোরম পরিবেশে কুইন্সের জ্যামাইকাতে ২ বেডরুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। পর্যাপ্ত আলো বাতাস আছে। বাস ও সাবওয়ে খুবই কাছে। ডেলি, গ্রোসারি, পার্ক, মসজিদ কয়েক ব্লকের মধ্যে। হিলসাইড যেতে মাত্র ১০ মিনিট।
ফোন : 646-577-8493
(০৯/১৮/০২/০১)

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার সাটফিন ও ১১০ আব এর কর্ণারে দুই বেড, লিভিং কিচেন ও ১ বাথ 1st Floor ভাড়া দেওয়া হবে। মসজিদ, গ্রোসারি, স্কুল ওয়াকিং ডিসটেন্স। Q6 & Q60 দুই মিনিট ও ট্রেন E Z J ৭ মিনিট ওয়াকিং ডিসটেন্স। যোগাযোগ : 646-645-9830
(০৯/১৮/০০/১৭)ই

এপার্টমেন্ট ভাড়া

৭০-০৭, ৩৪ এভিনিউ জ্যাকসন হাইটসে এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের সেকেন্ড ফ্লোরে দুই বেডরুম, ১ বাথরুম, কিচেন, লিভিংরুম, একাধিক ক্লোজেটসহ এপার্টমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : 347-721-6633, 917-544-3437
(০৯/১৮/০২/০৩)

বেসমেন্ট ভাড়া

আগামী ১ অক্টোবর থেকে কুইন্স ভিলেজের মনোরম পরিবেশে ৮৯-৪০, ২১২ প্লেস-এ ১ বেডরুম, ১ লিভিং রুম, বাথরুম, কিচেনসহ একটি বেসমেন্ট বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। বাসার কাছেই বাসস্টপ।
ফোন : 347-706-5505
(০৯/১৮/০২/০৭)

বাসা ভাড়া হবে

২ টি রুম, ১ বাথরুম,১ কিচেন অল সেপারেট ভাড়া হবে। নবাগত ছাত্র/ ছাত্রী / কর্মজীবী বা ড্রাইভার অগ্রাধিকার পাবে।

2 Bedrooms, 1-Living 1-Kitchen, 1- Bath.Rent, Electricity & Gas : Negotiable./
2 dormitorios, sala de estar,cocina y baño.Alquiler, electricidad y gas: negociables.
105-32 130th Street,NY 11419 (Liberty ave)
text us schedule for visit at 4-7 pm.
2124702858/ 7184501197

বাসা ভাড়া

ব্রুকলেনের পার্কচেস্টারে কন্ডোমিনিয়ামে তৃতীয় তলায় এক বেডরুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। Section-8 ভাউচারধারী ভাড়াটিয়াগণ স্বাগতম।
যোগাযোগ: **917-618-0740**

বাসা ভাড়া

২০০-০৩ , ১০৯ এভিনিউ, সেন্ট এলবান্স , নিউইয়র্ক ১১৪১২- এ, ২ বেডরুম ও ১টি বড় লিভিংরুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। সম্পূর্ণ নতুন। পার্কিং পাওয়া যায়। অতিনিকটে Q2 বাস, ২টা মসজিদ, সুপার মার্কেট, স্কুল, ফার্মেসি, রেস্টুরেন্ট ও লোন্ড্রি আছে ।
646-575-7053, 646-318-9864

অত্যন্ত যত্ন সহকারে ড্রাইভিং শিকানো হয়

* Free Pick up and drop off
* 100% পাশের নিশ্চয়তা
* 5hr Certificate
* 6hr Certificate

যোগাযোগ:
914-343-2629 (Nuri)

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইটস-এর এপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ বড় একটি রুম ভাড়া হবে, বড় কিচেন এবং ড্রয়িং রুম শেয়ার, শুধু মাত্র কর্মজীবি দুইটি মেয়ে কাছে ভাড়া হবে

বিস্তারিত জানতে কল করুন **+1 (347) 832-6930**

পাত্রী চাই

আমেরিকার নিউইয়র্কে বসবাসরত প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়িক পাত্রের জন্য একজন শিক্ষিত ২১ থেকে ২৩ বছরের পাত্রী চাই

যোগাযোগ - **516-770-0607**

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন

Tel: 646-267-7751, 917-519-1151
Email: ajkalnews@gmail.com

OFFICE: 71-16 35th Ave Jackson Heights NY 11372.

রুম ভাড়া

রুম ভাড়া
১ নভেম্বর থেকে জ্যাকসন হাইটস আপনা বাজারের নিকট ৭১-১৫, ৩৭ এভিনিউতে এপার্টমেন্ট বাসায় একটি রুম স্বামী-স্ত্রী/ দুইজন চাকরীজীবি মহিলা / মেয়ে স্টুডেন্টকে ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে।
ফোন : 929-540-9163
(১০/০২/০২/০২)

রুম ভাড়া ও রুমমেট
০৪. রুম ভাড়া ও রুমমেট :
জ্যাকসন হাইটস এলাকায় নিরি-বিলি পরিবেশে রুমমেট আবশ্যক। একটি সিঙ্গেল রুমও ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : ৬৪৬-৫১৫-২০৯৪
(১০/০২/০২/০৪)

রুম ভাড়া
১ নভেম্বর থেকে জ্যাকসন হাইটস এবং মাছ বাজারের নিকটে একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। কর্মজীবি দুইজন মহিলা/ দুইজন পুরুষ/ কর্মজীবি স্বামী-স্ত্রী অগ্রাধিকার।
ফোন : 917-362-3964
(১০/০২/০১/০৭)

রুম ভাড়া
উডসাইডে 'জে' ট্রেনের সাবওয়ের নিকটে বেসমেন্টে একটি রুম ১ জন অধুমপায়ী কর্মজীবি পুরুষ ব্যাচেলর অথবা স্টুডেন্টের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : 718-924-6065
(০৯/১৮/০২/১৪)

রুম ভাড়া
ওজোন পার্কের কাছে মার্টেল ও গ্রেসপন্ড এভিনিউতে ব্যাচেলরের জন্য একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। এম ট্রেনের সাবওয়ের কাছে। বাথরুম কিচেন শেয়ার করতে হবে। সবকিছু সহ ভাড়া ৫০০ ডলার। একজন ব্যাচেলর বা স্টুডেন্ট।
ফোন : 929-462-3643
(১০/০২/০২/১১)

রুম ভাড়া
জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে একটি রুম অক্টোবর মাস থেকে ভাড়া হবে। একজন ব্যাচেলরকে।
ফোন : 929-832-0803
(১০/০২/০১/১৩)

রুম ভাড়া
77 Street & 34 ave, জ্যাকসন হাইটসের অতি নিকটে পার্কের সাথে লাগওয়া ২ বেডরুম অ্যাপার্টমেন্ট ব্যাচেলর একজন ছেলের নিকট একটি বড় লিভিং রুম ভাড়া দেওয়া হইবে। বিদ্যুৎ এবং গ্যাস সবকিছু ইনক্লুড, ভাড়া আলোচনার সাপেক্ষে।
ফোন : 646- 578-9511 কল /মেসেজ করুন
(০৯/২৫/০২/১১)

রুম ভাড়া
কুইন্সের উড সাইডে ৬১ স্ট্রিটে, ৭ ট্রেনের এক ব্লকের মধ্যে একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। রেডি টু মুভ।
ফোন : মমিন, 917-209-1707
(০৯/১৮/০১/১৬)এমএন

রুম ভাড়া
জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে একটি রুম আগামী অক্টোবর থেকে ভাড়া হবে। একজন ব্যাচেলরকে।
ফোন : 929-832-0803
(০৯/২৫/০২/০৮)

রুম ভাড়া
৩৪-৫৭, ৭২ স্ট্রিট জ্যাকসন হাইটসে এপার্টমেন্টের নিরিবিলি পরিবেশে এক রুম ভাড়া দেওয়া হবে। দুই জন পুরুষ ব্যাচেলর। আপনা বাজার, মাছবাজার, মিনা বাজারের খুবই কাছে।
ফোন : 718-407-9258, 718-905-0752
(০৯/১৮/০০/০৯)ই

রুম ভাড়া
জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার, টেনিসপার্ক, মান্নান সুপার মার্কেট এবং এফ ট্রেনের সাবওয়ের সন্নিকটে এটাচড বাথরুমসহ বড় একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। কর্মজীবি স্বামী-স্ত্রী অথবা মহিলা অগ্রাধিকার।
ফোন : 347-255-4846, 347-259-2954.
(০৯/২৫/০২/১১)

রুম ভাড়া
জ্যাকসন হাইটস এলাকায় ৭৬ স্ট্রিট ও ৩৪ এভিনিউতে দুই বেডরুমের বাসায় একটি রুম একজন মহিলা অথবা মহিলা স্টুডেন্টের নিকট ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে।
ফোন : 646-363-1980
(০৯/১৮/০২/১২)

রুমমেট আবশ্যক

রুমমেট আবশ্যক
আগামী ১ নভেম্বর থেকে ৬৯ স্ট্রিট ও ৩৭ এভিনিউর কর্ণারে একজন ব্যাচেলর পুরুষ রুমমেট আবশ্যক। কিচেন ও বাথরুম শেয়ার করতে হবে। নো ড্রিংকিং/স্মোকিং। 'আর', 'এম' ও '৭' ট্রেনের সাবওয়ের কাছে।
ফোন : 646-331-3976
(১০/০২/০২/১৫)

রুমমেট আবশ্যক
জ্যামাইকা পারসন্স বুলেভার্ডে, ১৬০ হিলসাইডে শেয়ারড রুমে রুমমেট আবশ্যক। রুম ফুল ফার্নিশড।
ফোন : 718-820-6078, 470-685-1078
(০৯/০৪/০৪/০৩)

রুমমেট আবশ্যক
জ্যাকসন হাইটসের কাছে ৭৬ স্ট্রিট ও ৩৪ এভিনিউতে এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে একজন রুমমেট আবশ্যক। ইউটিলিটিসহ ভাড়া ৫৫০ ডলার।
ফোন : 929-404-8573
(০৮/০৭/০৪/১৭)

রুমমেট আবশ্যক
জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে জান্নাত কার্নেসির উপরে ফ্ল্যাটে একজন ভদ্র, মার্জিত, এবং চাকুরীজীবি/ছাত্র ব্যাচেলর পুরুষ রুমমেট প্রয়োজন। অবশ্যই ধূমপানমুক্ত, পরিচ্ছন্ন এবং বন্ধুত্বপূর্ণ হতে হবে। ফোন : ৭১৮-৪০৭-৯২৫৮, ৭১৮-৯০৫-০৭৫২ (5pm-11pm)
(০৭/১০/০০/১৮)ই

House Sale

House / Condo Sale
3 Family at 945 A Herkimer St. Brooklyn, NY 11233, Asking $1,599,000. One family at 119-11 194 St. Jamaica NY-11412, Asking $559,000 (Cash). Two Family at 97-49 91 St. Ozone Park, Price $750,000(Cash). 4 Family at 1751 St. Peters Ave. Bronx, NY-10461, Asking $1,599,000. Eight Family at 1550 Parker St, Bronx, NY 10462, Asking $2,100,000.
আমাদের কাছে ব্রঙ্কস, কুইন্স, ব্রুকলিন ও লং আইল্যান্ডে ১০০+ ব্যাংকের বাড়ি আছে। বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য কল করুন। আপনার বাড়ি বিক্রি করতে বা স্বপ্নের বাড়ি ক্রয় করতে অভিজ্ঞ রিয়েলটরের সহায়তা নিন।
347-465-3220
কামরুজ্জামান বাচ্চু, রিয়েলটর, আইল্যান্ড অ্যাডভ্যান্টেজ

Buy-Sell-Rent-Invest

Are you thinking of selling your house for the highest price? Do you know that this is the right time to sell with maximum profit?
I can explain to you about all the tricks about selling house with top dollars. I also wrote a book about it, just call me and I will send you a free copy of my book.
My name is Jannat Rahman, Realtor with more than 10 years of experience working with Exit Realty Prime. My number is....
917-582-2582. Please call today.

ইয়েলো ট্যাক্সি ভাড়া

২০২১ সালের Toyota Rav4 ইয়েলো ট্যাক্সির জন্য রাতের বেলা ১২ ঘন্টা এবং Toyota Sienna ইয়েলো ট্যাক্সির জন্য দিনের শিফটের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন জরুরি চালক আবশ্যক Jackson Heights হলে ভালো হয়।
ফোন : **347-656-4082, 347-654-6494**

Yellow Taxi Rent

Yellow Cab Driver needed for 2025 Toyota Sienna. Good drivers with a clean and established drivine record will get a good deal.
Call : 216-682-6528

ড্রাইভার আবশ্যক

টয়োটা হাইব্রিড ইয়েলো ক্যাব এর জন্য উডসাইড, জ্যাকসন হাইটস, লং আইল্যান্ড সিটি এলাকায় রাতে ফুল টাইম কাজের জন্য একজন অভিজ্ঞ ড্রাইভার আবশ্যক।
যোগাযোগ : **347-891-5319**

গাড়ি ভাড়া

টয়োটা ক্যামরি ২০১৭- নন হাইব্রিড গাড়ি উবার লিফটের জন্য ভাড়া হবে।
গাড়ির কন্ডিশন ভালো।
ফোন : **929-766-4480**

ড্রাইভার আবশ্যক

ইয়েলো ট্যাক্সির জন্য ড্রাইভার আবশ্যক। টয়োটা সিয়েনা হাইব্রিড নতুন গাড়ি চালানোর জন্য দিনে ফুলটাইম ড্রাইভার আবশ্যক। এলমহার্স্ট হসপিটালের আশেপাশে অথবা জ্যাকসন হাইটসে গাড়ি বদল।
ফোন: খলিল, **917-442-0483**
হাসেম, **917-309-6175**

দোকান ও বাড়ীর কনস্ট্রাকশন এর কাজ করা হয়
(নতুন ও পুরাতন)

টাইলস, সিলিং, ক্যাশ কাউন্টার, ইলেক্ট্রিক প্লাম্বিং, কেন্ডি রেক, বেসমেন্ট ফিক্সিং এবং দোকান ও বাড়ীর সম্পূর্ণ কনস্ট্রাকশনের কাজ করা হয়।

সাইন বোর্ড, লাইট বক্স, এল ই ডি, চ্যানেল লেটার মেনু বোর্ড, ব্যানার, স্টোর ফ্রন্ট, মিরর গ্লাস, এলোমোনিয়াম ফ্রেমিং এর কাজ করা হয়।

NOVA INTERIOR DECORATION & SIGN
NOVA CONSTRUCTION & RAKA SIGN INC.
7034 Broadway, Jackson Heights, NY 11372, Email: nrnova@yahoo.com
Tel: 646-920-7788

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন
যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন
Tel: 646-267-7751, 917-519-1151
Email: ajkalnews@gmail.com
OFFICE
71-16 35th Ave
Jackson Heights
NY 11372.

লোক আবশ্যক

ব্রুকলিনে ফটোফ্রেমিং স্টোরে কাজের জন্য একজন ইংরেজি জানা পুরুষ লোক আবশ্যক। কাজ শিখিয়ে নেয়া হবে। বয়স ৪৫ বছরের কম হতে হবে।

646-287-8203 (10am to 7pm)

পোল্ট্রি ফার্মে লোক আবশ্যক

উডসাইডের একটি পোল্ট্রি ফার্মে কাজের করার জন্য জরুরি ভিত্তিতে লোক নিয়োগ করা হবে। আগ্রহীরা অতিসত্বর যোগাযোগ করুন।

ফোন : **347-683-6382**

একাউন্টিং অফিসে সহায়ক আবশ্যক

জ্যামাইকায় একাউন্টিং অফিসে কাজের জন্য পার্টটাইম লোক (মহিলা) আবশ্যক।

ফোন : **917-667-2011**

ব্রডনস বেগেলে লোক আবশ্যক

ম্যানহাটনে অবস্থিত Broadnos Bagel কোম্পানিতে ফুলটাইম কাজ করার জন্য অভিজ্ঞ লোক আবশ্যক।

ক্যাশিয়ার : পুরুষ/মহিলা
ডেলিম্যান : পুরুষ
ড্রাইভার : পুরুষ

ফোন অথবা টেক্সট,
718-600-0923
ইমেইল : broadnoshhr@gmail.com

পাত্র/পাত্রী চাই

পাত্রী চাই : নিউইয়র্কে বসবাসরত ২৬ বছর বয়সী সিটিজেন, অটো মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের জন্য হিজাবী ও নামাজী পাত্রী চাই। পাত্রীর বয়স ১৮ থেকে ২৫ বছর হতে হবে। গার্জিয়ানরা সরাসরি বায়োডাটা পাঠাতে বা যোগাযোগ করতে পারেন।

Tuhin671@gmail.com
ফোন : 929-499-8563

মহিলা এইড আবশ্যক

সপ্তাহে তিন দিন ২ ঘন্টা করে বাসায় (জ্যামাইকা) এসে একজন রোগীর কাজ-কর্ম করে দেয়ার জন্য মহিলা আবশ্যক।

-: ফোন :-
646-662-9353

হোম কেয়ার এইড আবশ্যক

৩২-৫৬-৮৬ স্ট্রিট জ্যাকসন হাইটসে হোম কেয়ারে কাজের জন্য একজন লোক নেওয়া হবে। কাজ সকাল ৮টা থেকে ৪টা পর্যন্ত। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে।

347-617-3433
347-484-6385

পাত্র চাই

আমেরিকান সিটিজেন পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। পাত্রী একটু অসুস্থ। এখানে যারা একা থাকেন তাদের জন্য। পাত্রীর বয়স ২৫ বছর।

ফোন : **929-401-7536**

পাত্র চাই

নিউইয়র্কে জন্য MD কোর্সে অধ্যয়নরত সুন্দরী তরুণীর জন্য, সমমানের পাত্র চাই।

ফোন : **516-441-5818**

Bride (Patri) Wanted

We are seeking a suitable match for our son, a handsome, 5'7" tall and accomplished 24-year-old young man from a respectable Muslim family. Recently completed Master's in Electrical Engineering from Columbia University, NY, and works as an engineer at a well-established tech company in Texas. We would ideally like to meet someone aged 20 or above who is well-educated, moderately tall and slim, religious, and family-oriented, who values both family life and her own professional aspirations, with an interest in pursuing a career after completing her education or Someone who is already established in her career.

Contact : USA: +1 347-293-3866
Bangladesh (WhatsApp): +880 1707-038130

জ্যাকসন হাইটসে অফিস/স্টোর ভাড়া

শেয়ারিং অফিস অথবা স্টোর স্পেস ভাড়া। জ্যাকসন হাইটসের ৩৭-২৯ ৭২ স্ট্রিট বেসমেন্ট Dera রেস্টুরেন্ট সাথে লাগোয়া অফিস অথবা স্টোরেজ স্পেস ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া আনুমানিক $১২০০ কম-বেশি।

917-421-6102, 646-578-9511

কনস্ট্রাকশন কাজ

আমরা কনস্ট্রাকশনের
নিম্নবর্ণীত কাজ করে থাকি
Plumbing, Electrical, Boilar মেরামত, দরজা, জানালা, ফ্লোর, কিচেন, বাথরুম পরিবর্তনসহ প্রকার Interior work, Violation remove, ওয়ান ফ্যামিলি থেকে টু ফ্যামিলি পরিবর্তনের জন্য DOB ফাইল প্রস্তুত করে থাকি।

সাইফুল ইসলাম মিলন :
646-261-3040

ড্রাইভিং শিখুন

স্বল্প খরচে যত্ন সহকারে ড্রাইভিং শিখানো হয়

আপনাদের সময় অনুযায়ী ড্রাইভিং শিখানো হয়

লাস্ট লেসন ফ্রি
Free pick up drop
৫, ১০, ১৫ ও স্পেশাল প্যাকেজ
৩০ লেসন, ৩টি রোড টেস্ট

D.D.C. 6 Hours Class
10% Save all insurrance
রোড টেস্টের জন্য গাড়ি

মহিলাদের জন্য
মহিলা ইন্সট্রাক্টার

হাইওয়ে Individual
আরলী রোড টেস্ট

যোগাযোগ: **646-991-9653**

ব্যাথার যন্ত্রনায় ভুগছেন ? আর কোন চিন্তা নয়!

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রেই আছে ২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ফিজিক্যাল থেরাপির বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান!

প্লাস ফিজিক্যাল থেরাপি পিসি
PLUS PHYSICAL THERAPY PC

74-09 37th Ave, #201 Jackson Heights, NY 11372

আমরা অভিজ্ঞ মহিলা থেরাপিস্ট দ্বারা যত্নসহকারে মহিলা এবং পুরুষ রোগীদের ১০০ শতাংশ সেবা দিয়ে থাকি।

যে কোন ধরনের ব্যাথা নিরাময়ের জন্য আমাদের এখানে এসে সম্পূর্ণ সুস্থ ও নিরাময় বোধ করুন।

বিস্তারিত জানতে কল করুন
তাহেরা রহমান : ৬৪৬-৮৭২-৯৭৬৮

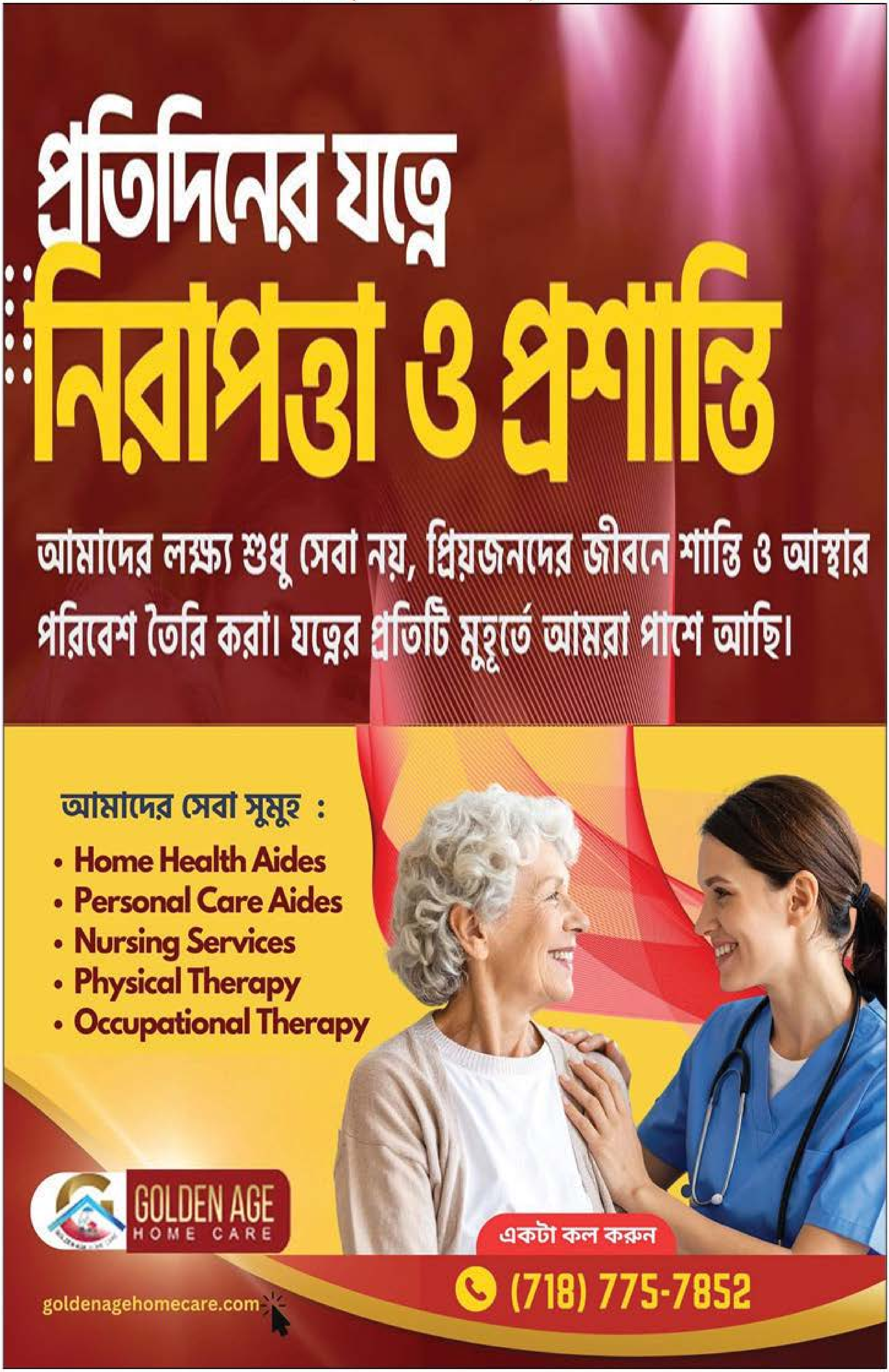
প্রতিদিনের যত্নে
নিরাপত্তা ও প্রশান্তি
আমাদের লক্ষ্য শুধু সেবা নয়, প্রিয়জনদের জীবনে শান্তি ও আস্থার পরিবেশ তৈরি করা। যত্নের প্রতিটি মুহূর্তে আমরা পাশে আছি।
আমাদের সেবা সুমুহ :
• Home Health Aides
• Personal Care Aides
• Nursing Services
• Physical Therapy
• Occupational Therapy
GOLDEN AGE HOME CARE
একটা কল করুন
(718) 775-7852
goldenagehomecare.com

কাজী মারুফুল ইসলাম-এর কলাম
মানবাধিকার কমিশন এবং গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন : কার জন্য লেখা হলো
১২ পৃষ্ঠায়

শায়েখ শোয়েব-এর কলাম
ঔপনিবেশিক ক্লেদাক্ত কালিমায় ম্লান হয়ে যায় নোবেলের গরিমা
০৬ পৃষ্ঠায়

এস এম রাশিদুল ইসলাম-এর কলাম খেলাপি ঋণে শীর্ষে বাংলাদেশ, দায় কার?
০৭ পৃষ্ঠায়

দিল্লিতে বাংলাদেশসহ ১১ মার্কিন রাষ্ট্রদূতদের বৈঠক

আজকাল রিপোর্ট

দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ার আঞ্চলিক অগ্রাধিকার ও কূটনৈতিক সম্পৃক্ততা নিয়ে আলোচনার জন্য ভারতের নয়াদিল্লিতে মার্কিন রাষ্ট্রদূতদের একটি আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে বাংলাদেশসহ ১১টি দেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ও মিশনপ্রধানরা অংশ নিয়েছেন। ওই সম্মেলনে ভার্চুয়ালি বক্তব্য দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও। বার্তা সংস্থার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গর উচ্চপর্যায়ের ওই সম্মেলনের আয়োজন করেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে তিনি বলেন, দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ায় নিযুক্ত সব মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে ভারতে একসঙ্গে পেয়ে আমি আনন্দিত। সম্মেলনে দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

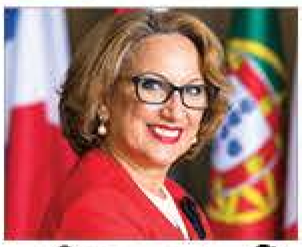

জাতিসংঘের পরবর্তী মহাসচিব প্রার্থী রেবেকা গ্রিনস্প্যান

আজকাল রিপোর্ট

জাতিসংঘের পরবর্তী মহাসচিব প্রার্থী হিসেবে কাজ করছেন কোস্টারিকার রেবেকা গ্রিনস্প্যান। বাছাই প্রক্রিয়ার চতুর্থ দফার অনানুষ্ঠানিক ভোটেও সবচেয়ে বেশি সমর্থন পেয়েছেন তিনি। তবে মহাসচিব হতে হলে নিরাপত্তা পরিষদের প্রয়োজনীয় সমর্থন পাওয়ার পাশাপাশি পাঁচ স্থায়ী সদস্য দেশের ভেটোও এড়াতে হবে। আর তাই শেষ পর্যন্ত কে জাতিসংঘের শীর্ষ পদে বসবেন, এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

গোলটেবিল বৈঠকে বিশিষ্ট চিকিৎসকগণ

ফুসফুসের সুস্থতা রক্ষায় সমন্বিত উদ্যোগ জরুরী

আজকাল রিপোর্ট

জীবনের জন্য অপরিহার্য হলো বায়ু যা আমরা শ্বাসের মাধ্যমে গ্রহণ করি। কিন্তু সেই বায়ু যদি দূষিত হয় এবং প্রতিনিয়ত সেই দূষিত বায়ু যদি গ্রহণ করা হয় তাহলে মহামূল্যবান ফুসফুসের ব্যাপক ক্ষতি হয়। মানুষ তখন ফুসফুসের নানা রোগে ভোগেন। তাই শৈশব থেকে শুরু করে বার্ধক্য পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি ধাপে ফুসফুসের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। ফুসফুসের সুস্বাস্থ্য রক্ষা, শ্বাসতন্ত্রের রোগ প্রতিরোধ এবং ক্ষতিকর প্রভাব থেকে ফুসফুসকে মুক্ত রাখার চেষ্টাই হতে এরপর ৫৬ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশ সীমান্তে মিয়ানমারের বিমান হামলায় জাতিসংঘের গভীর উদ্বেগ

আজকাল রিপোর্ট

বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী রাখাইন রাজ্যে মিয়ানমারের সামরিক জান্তার ভয়াবহ বিমান হামলায় অন্তত ৫০ জন নিহত হন। এ ঘটনায় নারী ও শিশুসহ আহত হয়েছেন আরও অর্ধশতাধিক মানুষ, যাদের অনেকের অবস্থাই আশঙ্কাজনক। জনাকীর্ণ একটি বাজারে এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

টাইমস স্কয়ারে ১০ ও ১১ অক্টোবর মহালয়া ও দুর্গোৎসব

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কের ঐতিহাসিক টাইমস স্কয়ারে আগামী ১০ ও ১১ অক্টোবর দুই দিনব্যাপী দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এ আয়োজনে থাকছে মহালয়ার চণ্ডীপাঠ, শিশু-কিশোরদের গীতাপাঠ, সংগীত ও নৃত্যানুষ্ঠান, পূজা-অর্চনা, অঞ্জলি, ধুনুচি নাচ এবং দেশ-বিদেশের জনপ্রিয় শিল্পীদের পরিবেশনা।

এ উপলক্ষে ২৭ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে এক সংবাদ সম্মেলনে উৎসবের বিস্তারিত কর্মসূচি তুলে ধরেন আয়োজকরা। সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গলের এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কে ইউএসডিএন'র যাত্রা শুরু হলো

আজকাল রিপোর্ট

বাংলাদেশী তথা এশিয়ান-আমেরিকান সম্প্রদায়কে শক্তিশালী করার লক্ষ্য গত ২৬ সেপ্টেম্বর যাত্রা শুরু করলো 'ইউনাইটেড স্টেট ডেমক্র্যাটিক নেটওয়ার্ক' ইউএসডিএন। নিউইয়র্ক সিটির জ্যাকসন হাইটসে এ উপলক্ষ্যে এক সুধী সমাবেশের আয়োজন করা হয়। নবগঠিত সংস্থাটির কো-ফাউন্ডার ও প্রেসিডেন্ট রাদওয়ান চৌধুরী বলেন, আমি যখন এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের কর্মী সভা অনুষ্ঠিত

আজকাল রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের কর্মী সভা গত ২৬ সেপ্টেম্বর জ্যাকসন হাইটসের একটি পার্টি হলে অনুষ্ঠিত হয়। যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের সাবেক সভাপতি জাকির এইচ চৌধুরীর সভাপতিত্বে উক্ত কর্মীসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুবদল কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম নয়ন।

প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুবদল কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সহ-সভাপতি আবু সাইদ আহমদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের সাবেক সহ-সভাপতি এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

LIBERTY BROKERAGE

GET YOUR INSURANCE
FROM US WITH THE BEST RATE

Our Services

- TLC Insurance
- Private Auto Ins.
- Commercial Auto Ins.
- Home & Business Ins.
- DMV Express Service
- TLC Plate Rent
- TLC Base (Black & Green Cab)
- Defensive Driving Course Certificate

NYC Office:
41-05 69th Street,Woodside, NY-11377
Phone: 718-567-5600
www.libertybkg.com

DMV EXPRESS SERVICE

- NEW REGISTRATION & PLATE
- REGISTRATION RENEWAL
- DUPLICATE TITLE
- CUSTOM PLATES
- VEHICLE TRANSFER
- SURRENDER PLATES
- TLC NEW APPLICATION
- TLC PLATE RENEWAL

CONTACT US
+1 718-504-7300
extchallenger@gmail.com

Our Location :
41-05 69th Street
Woodside, NY 11377

সাপ্তাহিক আজকাল
The Weekly Ajkal | Vol.18, Issue 941 | 25 September 2026

সাহিত্য পাতায় লুৎফর রহমান রিটন-এর ছড়া
কে হে তুমি গল্পকার?
>> ১৭ পাতায়

নিউইয়র্কে বিমান আসার কোন সুখবর নেই

আজকাল রিপোর্ট

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির বললেন, বাংলাদেশ বিমান বহরে শতাধিক এয়ারক্রাফট দরকার। যুক্তরাষ্ট্র থেকে মাত্র ২৫টি কেনা হলো। ইউরোপ থেকেও এয়ারবাস কেনা হবে। বিমানকে সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে লাভজনক করার পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কোথায় কোথায় রুট খোলা যায় তার পরীক্ষা নীরিক্ষা চলছে।জাতিসংঘে প্রধানমন্ত্রীর সফর শেষে বিদায়ের ৬ ঘন্টা আগে জাতিসংঘস্থ বাংলাদেশ মিশনে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিং এ যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ বিমান আসবে কিনা জানতে চাইলে প্রতিমন্ত্রী এ কথা বলেন। তবে নিউইয়র্কে বিমান আসবে কিনা সে ব্যাপারে কিছু বলেন নি। এটি ছিল প্রধানমন্ত্রীর সফরের শেষ প্রেসব্রিফিং। এতে আরও অংশ নেন প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সেক্রেটারি সালেহ শিবলী, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখপাত্র মাহদী আমিন, জাতিসংঘে বাংলাদেশের উপস্থায়ী প্রতিনিধি ওয়াহিদুজ্জামান ও প্রধানমন্ত্রীর অতিরিক্ত প্রেস সচিব আতিকুর রহমান রুমন। প্রধানমন্ত্রীর কন্যা জাইমা রহমান ইউএনজিএ'র প্রেসিডেন্টের লিগ্যাল এডভাইজার হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন এমন সংবাদের ব্যাপারে দৃষ্টি আর্কষণ করলে হুমায়ুন কবির বলেন, এতে সরকারের কোন ভূমিকা ছিল না। জাতিসংঘের কোন পদ শূন্য থাকলে যে কেউ আবেদন করতে পারেন। জাইমা রহমান সে প্রক্রিয়াতেই আবেদন করে নিয়োগ পেয়েছেন।
যুক্তরাষ্ট্রে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের স্বাধীনভাবে এরপর ৪৩ পৃষ্ঠায়

বিদেশি কর্মিদের লাখ ডলারের ভিসা ফি স্থগিত

আজকাল রিপোর্ট

বিদেশি কর্মিদের জন্য ১ লাখ ডলারের ভিসা ফি'র ট্রাম্পের আদেশ আটকে দিয়েছে মার্কিন আদালত। স্থানীয় সময় বুধবার ৩০ সেপ্টেম্বর একজন দ্বিতীয় ফেডারেল বিচারক সেই অভূতপূর্ব ১ লাখ ডলারের ফি আটকে দিয়েছেন। যা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন বিদেশি কর্মীদের জন্য নতুন এইচ-১বি ভিসার ক্ষেত্রে আরোপ করেছিলেন। ক্যালিফোর্নিয়ার ওকল্যান্ডের মার্কিন ডিস্ট্রিক্ট জাজ এরপর ৪৩ পৃষ্ঠায়

'ডেমোক্র্যাটরা জিতলে বাংলাদেশিরাও জিতে'

আজকাল রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রের হাউজ অব রিপ্রেজেনটেটিভস এর বিরোধীদলীয় নেতা কংগ্রেসম্যান হেকিম জেফরি বলেছেন, ডেমোক্র্যাট জিতলে ইমিগ্র্যান্ট কমিউনিটি জিতে। বাংলাদেশি কমিউনিটিও জিতে। আমেরিকান জনগন জিতে। আগামী ৩ নভেম্বরের নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট প্রার্থীদের ভোট দিন। আমরা কংগ্রেসে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে আমি ভিন্ন টাইটেলে আপনাদের মাঝে আবার ফিরে আসবো। উল্লেখ্য যুক্তরাষ্ট্রে এরপর ৫০ পৃষ্ঠায়

সেন্টার ফর এনআরবি ব্র্যান্ডিং বাংলাদেশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত

আজকাল রিপোর্ট

গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'সেন্টার ফর এনআরবি' বাংলাদেশ ভিত্তিক একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। বর্হিবিশ্বে বাংলাদেশকে ব্র্যান্ডিং করতে বা তুলে ধরতে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে সংগঠনটি। এজন্য বাংলাদেশ ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আয়োজন করে চলেছে সভা-সেমিনার।
এরই অংশ হিসেবে প্রায় প্রতিবছর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশন চলাকালে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি সহ যুক্তরাষ্ট্র এরপর ৪৩ পৃষ্ঠায়

ঢালিউড অ্যাওয়ার্ডস ১০ অক্টোবর

আজকাল রিপোর্ট

শোটাইম মিউজিক অ্যান্ড প্লে-এর আয়োজনে বুধবার ৩০ সেপ্টেম্বর উডসাইডে অনুষ্ঠিত এ সংবাদ সম্মেলনে আসন্ন ঢালিউড অ্যাওয়ার্ডসে আয়োজকরা ৩০ স্বনামধন্য শিল্পীর উপস্থিতির কথা জানালেন। শো টাইম এরপর ৪৩ পৃষ্ঠায়

ফাউন্ডেশন ফর বেটার ওয়ার্ল্ড'র টেলিভিশন ডিবেট ৭ অক্টোবর

আজকাল রিপোর্ট

ফাউন্ডেশন ফর বেটার ওয়ার্ল্ড এর উদ্যোগে 'বাংলাদেশ সোসাইটি'র আসন্ন বিস্তারিত ৪৬ পৃষ্ঠায়

মিষ্টির আসনে উপনির্বাচন ৯০ দিনের মধ্যে

আজকাল রিপোর্ট

রাজধানী মিরপুরের সংসদ সদস্য ফেরদৌসী আহমেদ মিষ্টির শূন্য হওয়া সংরক্ষিত আসনে ৯০ দিনের মধ্যে উপনির্বাচন হবে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। বৃহস্পতিবার নির্বাচন ভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে নির্বাচন এরপর ৪৩ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রে বন্দুক হামলা বাড়াচ্ছে এআই!

আজকাল রিপোর্ট

এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে সহিংসতার পরিকল্পনা ও আত্মহত্যায় উৎসাহ বিস্তারিত ৪৬ পৃষ্ঠায়

HEALTH INSURANCE
> Healthfirst
> Wellcare
> Metroplus
> Emblem Health
> Blue Cross
> Fidelis Care
> Humana
> United Healthcare
আপনার বয়স কি ৬৫ বছর হয়েছে?
যদি ৬৫ বছর হয়ে থাকে তাহলে মেডিকেয়ার/মেডিকেইড সহ অন্যান্য বেনিফিট এর জন্য যোগাযোগ করুন।
Mohammed Rahman
Medicare Consultant
347-942-3970, 212-518-6226
ইমেইল: mohammed.healthcare22@gmail.com
37-14 73RD Street, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372
169-12 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11432

CHISHTI CPA PC
GROW YOUR BUSINESS WITH US
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax · Sales Tax · Payroll · Notary Public · Bookkeeping · Business Formation · Financial Statement · Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

Md. Kamroul Hasan
President & CEO
TLC সহ সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স দক্ষতার সাথে করে থাকি
HASAN BROKERAGE INC.
AUTO - HOME-PERSONAL-BUSINESS & COMMERCIAL
2115 Starling Ave
2nd Fl, Bronx, NY 10462
Tel: 718-612-8825, 914-294-1845
EmaiL: hasanbrokerage@gmail.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
TAX Liens Charge-Offs · Inquiries · Collections · Garnishment · Bankruptcy · Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

ট্রপিক্যাল হালাল লাইভ পোল্ট্রি
TROPICAL HALAL LIVE POULTRY
IN FRONT OF TLC INSPECTION OFFICE
ASTORIA BLVD. STEINWAY ST. 25 AVE 49ST 50ST BROOKLYN QUEENS EXPY. W
১০টি চিকেন কিনলে ২টি ফ্রি অথবা ৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি
পার্শ্ববর্তী ষ্টেটের ক্রেতাদের জন্য ফ্রোজেন করে সরবরাহের ব্যবস্থা
WE ARE OPEN 7 DAYS A WEEK 8:00 AM TO 8:00 PM
BETWEEN 49 & 50 ST. ON 25TH AVENUE (এষ্টোরিয়ার শেষ প্রান্তে এবং উডসাইডের শুরুতে)
গাড়িতে জ্যাকসন হাইটস থেকে মাত্র ৫ মিনিটের দূরত্ব
FREE DELIVERY
WE ACCEPT
ফোনে অর্ডার নেয়া হয়।
49-10 25 Ave. Woodside, NY 11377 Tel: (718) 626-6196, (347) 683-6382

FAUMA INNOVATIVE CONSULTANCY GROUP
ALL CHOICE ENERGY
WOODSIDE ADULT DAYCARE CENTER
BALAKA 3STAR STAFFING
MERCHANT SERVICES
NEW YORK STATE ENERGY BROKER
Fahad R Solaiman
President / CEO
Office : 718 205 5195 Cell: 347 393 8504
Email: fahad@faumainc.com, fauma@faumainc.com
37-18 73RD ST. Suite 502, Jackson Heights, NY 11372

KARNAFULLY TAX SERVICES INC.
কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসেস
www.karnafullytax.com
ইনকাম ট্যাক্স | কর্পোরেট ট্যাক্স | সেলস ট্যাক্স
পেরোল | বিজনেস সেটআপ
ইমিগ্রেশন | নোটারী পাবলিক
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ENROLLED AGENT
Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
PH: 718-205-6040, 718-205-6010
37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

GOLDEN AGE HOME CARE
PCA SERVICE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী
হোম কেয়ার
সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
646-591-8396
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

Published by SHAH NAWAZ PUBLICATION INC. 71-16 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372. Tel: 646-267-7751, 917-519-1151 Email: ajkalnews@gmail.com